হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট

মোট ৩৫৬৪০

হিন্দুধর্ম্ম . ১৩,

হিন্দী—(১৫।৪।৩৩ ও ১৫।৬।৩৩)—৯৩০

বাঙ্গালা—(১৫।৬।৩৩ ৩৮৪০

পরিশিষ্ট (হিন্দী ৩১।১২।৩৩) ৫০০

হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট— ২০০০

হিন্দী—(৩১।১২।৩৩ ও ২৪) ... ০০০

(৩১।১২।৩৩ ও ৩১।১২।৩৪)—১১০০০

রাজবৈদ্য শ্রীশক্তিচরণ বিশারদ
আলোপীবাগ, প্রয়াগরাজ।

সূচী

মঙ্গলাচরণ

হিন্দুধর্ম্ম

১ অ°—শাস্ত্র ও বিচার

২ অ°—শাস্ত্রের মোটা কথা

৩ অ°—নাস্তিকগণের বিপরীত চেষ্টা

৪ অ°—মায়া ও শাস্ত্রের মোটা কথার প্রমাণ

৫ অ°—বিজ্ঞান দ্বারা শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা

পরিশিষ্ট

৬ অ°—কতকগুলি মোটা কথা

৫৯। **সেকাল ও একাল**—(১) বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সেকালে চলিত (২) একবার দুইবার হওয়া (৩) সেকালে হইলেই একালে হয় না (৪) কালের প্রভাব (৫) দেশ কালাদি (৬) দেশ অনুসারে ফল (১০) সেকাল ও একালের প্রভেদের উদাহরণ।

৬০। **জাতি ও আচরণ**—(১) আচরণ বড় অর্থাৎ ভগবান কিছুই না (২) কর্ম্ম অনুসারে জন্ম (৩) এ জন্মের কর্ম্ম (৪) জাতি ও আচরণ দুইটীই চাই। মিশ্র কর্ম্ম।

৬১। **একাকার ও সাম্য**—(১) একাকার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাণ (২) মানুষ ঈশ্বরের সন্তান (৩) পাপ পুণ্য আছে কি নাই? ভগবানের দয়া (৪) মানুষের পশু হওয়া উচিত (৫) ঘৃণা করা ভাল। দুর্গুণ বন্ধু (৬) ভেদপ্রিয় ভগবান্ (৭) বস্তু একও বটে ভিন্নও বটে (৮) ভেদ রাখা ও ভেদবুদ্ধি ছাড়াই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। ভেদ ছাড়া ভেদবুদ্ধি রাখাই নাস্তিক ব্যবস্থা (৯) মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি রহিত? (১০) অভেদের ফল (১১) পরস্ত্রী হিন্দুর কাছে পর অলীকের কাছে আপন (১২) মা ও স্ত্রী ভিন্ন থাকিবেই।

৬২। **নারীসঙ্গ**—(১) মোহিত করিবার জন্যই নারী (২) অহরহঃ নারীসঙ্গমুপাসীত (৩) নারীসঙ্গের ফল (৪) সতীত্ব বড় না নারীত্ব বড়? (৫) মেয়েমর্দ্দা (৬) কন্যাশিক্ষা (৭) গোপনই সংরক্ষণ মানুষের শরীর, বৃক্ষ ইত্যাদি (৮) স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার রব (৯) স্ত্রীস্বাধীনতা ও ব্যভিচার (১০) ব্যভিচারের সু সাজিবার চেষ্টা (১১) হিন্দু স্ত্রী তীর্থে যায় হাওয়াখোরী করে না (১২) ক্ষয়রোগও মুখরা প্রখরা।

৬৩। **বন্ধন**—(১) বন্ধনই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাই বন্ধন (২) বন্ধন মনের, দেহের নহে (৩) বিধি নিষেধ। প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু (৪) অধীনতাই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাই অধীনতা। তাহার উদাহরণ (৫) দেহ

কখনও স্বাধীন হয় না (৬) মনকে বশ করাই স্বাধীনতা (৭) কালের স্বাধীনতা কি ? (৮) মানুষ মাত্রেই পরাধীন (৯) দেশ স্বাধীন মানে কি ? (১০) ভোটাভুট (১১) জার্ম্মাণীর স্বাধীনতা (১২) ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিলেই স্বাধীন। মায়ার উদাহরণ।

৬৪। **গান ও বাজনা**—(১) গান বাজনার ধুয়া (২) ধুয়াধারী মায়াতীত (৩) গানবাজনা কেবল উত্তম লোকের জন্য মুক্তি লাভের নিমিত্ত (৪) গীতবাদ্যের নিষেধ (৫) এখনকার গীতাদি হলাহল।

৬৫। **অলীক ছুতা**—(১) অলীক ছুতা (২) পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সামান্য (৩) পরিবর্ত্তন করার যোগ্যতা। আইন (৪) দলপুষ্টি সর্ব্বনাশের মূল (৫) পুত্রও পর হয় ঔষধও আপন হয় (৬) হিন্দুর ধর্ম্মই স্বর্ব্বস্ব ও ধর্ম্মের জয় (৭) হিরণ্যকশিপুর পরাভব সংখ্যা বড় নহে, ধর্ম্মই বড় (৮) অলীক হিন্দু মুসলমান হইলেই লাভ (৯) কড়া কথা কি ? (১০) কড়া কথার উদাহরণ (১১) কড়া কথার আপত্তি জুয়াচুরি মাত্র।

৭অ°—বিজ্ঞানভ্রান্ত

৬৬। **রসায়ন Chemistry**—(১) সকল পদার্থই Hydrogen হইতে (২) মূলপদার্থই মিশ্র পদার্থ (৩) স্থানের উপর বস্তুর গুন নির্ভর করে (৪) Tartaric acid (৫) Ethyl Aceto Acetate (৬) গঙ্গার জলও H_2O

৭। **পদার্থ বিজ্ঞান Physics**—(১) নব বিজ্ঞান ও নব্য নব বিজ্ঞান (২) শক্তি ও অন্যোন্যাকর্ষণ নাই (৩) ভারহীন ভারবান পদার্থ [Ether] (৪) পদার্থ বিজ্ঞানের ভেল্‌কি (৫) প্রয়োজন হইলেই ধরিয়া লই। সত্য মিথ্যায় আসে যায় না।

৬৮। **গণিত Mathematics**—(১) গণিতের ভুল প্রমাণের

উপায় (২) নিউটনের [Newton] ভুল ও জুয়াচুরি (৩) লাপলাসের [Laplace] দোষ (৪) গণিতের ভুল প্রমাণ অকাট্য মনে হয় (৫) গণিতের প্রমাণ ভাণ মাত্র ও মিথ্যা (৬) গণিতের যুক্তির পরিবর্ত্তন।

৬৯। **চিকিৎসাবিজ্ঞান Medicine**—(১) চোখের দেখা ভুল X'Ray (২) নাড়ীভুঁড়ির গতি intestinal peristalsis] (৩) সাক্ষী-গোপাল বস্নসাচয় ও অশ্রুতি গ্রন্থি [sympathetic Nervous System and Ductless glands]। উহাদের কার্য্য (৫) ডাক্তারেরা অন্ধ কেন? (৬) উদররোগ ও লবণ (৭) মিথ্যাত্বসিদ্ধি।

৭০। **জীবন বিজ্ঞান Biology**—(১) ক্রমোন্নতি কি? [Evolution] (২) ক্রমোন্নতি মিথ্যা উহার নামও মিথ্যা (৩) ক্রমোন্নতি হইতে পারে না (৪) ক্রমোন্নতি মিথ্যা ক্রমাবনতি।

৮অ°—শাস্ত্রই একমাত্র সত্য

৭১। **সত্য কি**—(১) সত্য সনাতন। বিজ্ঞানের উন্নতি (২) ভুলই ম্লেচ্ছ।

৭২। **অনুভব বিনা জ্ঞান হয় না**—(১) অনুভব কি? (২) জলের ভিতর আম। পশুপক্ষীর মুক্তি (৩) বিচার বিশ্বাসযোগ্য নহে।

৭৩। **কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও বিচার**—(১) কার্য্যকারণ ও বস্তু এক (২) না ধরিয়া প্রমাণ করা যায় না (৩) কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য অতএব ভগবানের দয়া মিথ্যা (৪) কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনিত্য। দুইদল (৫) শাস্ত্র বলেন—কার্য্যকারণসম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (৬) বিষ ও অমৃত।

৭৪। **নিঃসন্দেহ প্রমাণ কি?**—(১) প্রমাণ চারি প্রকার (২) আপ্তপুরুষ ও সত্যপুরুষ (৩) আপ্তবাক্যই প্রমাণ।

৭৫। **প্রত্যক্ষের ভুল** ৭৬। **স্থূল সূক্ষ্ম**—(১) স্থূল ও সূক্ষ্ম

বস্তু (২) স্থূল অল্প ও সূক্ষ্মই সব (৩) স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদ মিথ্যা। অষ্টসিদ্ধি ও ভগবৎকৃপা (৪) স্থূল সূক্ষ্মভেদ নাই তাহার স্থূল প্রমাণ।

৭৭। **সূক্ষ্মের প্রাধান্য**—(১) বিজ্ঞানের স্বীকার (২) সূক্ষ্মবস্তু বুঝা যায় না। Richet [রিশে] (৩) সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়া কি স্থূলবস্তু বুঝা যায়?

৭৮। **জ্যোতিষ Astrology**—(১) কর্ম্মফলের নাশ নাই (২) জন্মান্তর (৩) সঞ্চিত ও প্রারব্ধ (৪) প্রারব্ধ, ভাগ্য দৈব কাল স্বভাব প্রকৃতি [৫] প্রারব্ধবশে জন্ম [৬] অশীতিলক্ষ যোনি, ভোগদেহ ও মুক্তি-দেহ (২) অহল্যা পাষাণী। নলকূবর [৮] উদ্ভিদ ও প্রাণী এক [৯] জ্যোতিষশাস্ত্র থাকিবেই [১০] প্রারব্ধের প্রতীকার [১১] সংগ্রহ (Summary) সংক্ষেপে বলা [১২] জ্যোতিষের সার্থকতা [১৩] জ্যোতিষ-বিদ্বেষ। খাও দাও আর কাঁসি বাজাও [১৪] দেশের সকল দুঃখের কারণ অধর্ম্ম।

৭৯। **বুদ্ধিভ্রান্ত**—[১] বুদ্ধি স্বৈরিণী (বেশ্যা) [২] বিজ্ঞানের স্বীকার [৩] কোষের ভুল [৪] হোমিওপ্যাথি [৫] সাধারণ মনুষ্যের কথা বলিতে হয় না [৬] পৃথিবীর আয়ুঃ [৭] পুষ্পকরথ [৮] জটায়ুর রথভাঙ্গা।

৮০। **মায়ার কার্য্য**—[১] বিজ্ঞানের মায়া স্বীকার [২] মনুষ্য একেবারে অন্ধ তাই মায়া দেখিতে পায় না [৩] শাস্ত্রে মায়ার উদাহরণ [৪] বিজ্ঞানে মায়ার উদাহরণ।

৮১। **শাস্ত্রের বিরোধ**—[১] শাস্ত্রের বিরোধে নাস্তিকের আনন্দ [২] শাস্ত্রবিদ্বেষই নাস্তিকের আনন্দের কারণ [৩] নাস্তিকের প্রকৃতি [৪] শাস্ত্রের বিরোধই শাস্ত্রের গুণ [৫] বিরোধেই বিরোধ দূর ও অবি-রোধে বিরোধ [৬] বিশ্বাস ভিন্ন বুঝা যায় না (Planck) [৭] অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ ও ব্যবস্থাভেদে রূপভেদ [৮] চুরি করিলে কল্যাণ [৯] প্রয়াগ রাজ পশ্চিমে ও পূর্ব্বে। নানা মুনির নানা মত [১০] বিরোধে বিরোধ

আছে ও নাই [১১] ক্ষীরোদ সমুদ্র পুষ্পকরথ ইত্যাদি গেঁজেলি ? [১২] ভেদাভেদ আছে ও নাই [১৩] সত্য মিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণ দোষ আছে ও নাই। মোড় ফিরান [১৪] কাঠের পুতুল ও পুরুষকার [১৫] বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়।

৮২। **শাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য**—[১] বিজ্ঞান ভুল না হইয়াই পারে না। লক্ষণাভাব দোষ [২] শাস্ত্রের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া পরে জ্ঞানকে নিজের বমিই খাইতে হইয়াছে [৩] বিজ্ঞানের বমি খাওয়ার উদাহরণ [৪] সকল গূঢ় বিষয়ে শাস্ত্রই ঠিক [৫] গেঁজেলি বুদ্ধি ও বিশ্বাস [৬] অলীকহিন্দু পণ্ডিতের ভুলের নামে শিহরিয়া উঠে।

৮৩। **শাস্ত্র মানার লাভ**—[১] ক্ষতি করিয়াও অহঙ্কার ত্যাগ ভাল [২] আয় ছাগলা পাতা খা [৩] অহঙ্কার করিয়া লাভ করিলেও ক্ষতি [৪] উদাহরণ [৫] নিজের বুদ্ধিতে জিত অপেক্ষা পরের বুদ্ধিতে হার ভাল।

৯অ°—বাঁদরামির বাঁদরামি কাহাকে বলে

৮৪। **অনাসক্ত সত্যপ্রিয় পুরুষের প্রশ্নে অধিকার**—[১] বিতণ্ডা বা বাঁদরামি [২] যার হারিয়া আনন্দ সেই বিচারের অধিকারী [৩] মিথ্যার জয়ই হার [৪] সাধন উপালম্ভ।

৮৫। **বাঁদরামি কি**—[১] বিতণ্ডা কি ? [২] বিতণ্ডার উদাহরণ

৮৬। **প্রশ্নের উত্তর কি করিয়া দিতে হয়?**—[১] সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিতে হয় [২] উদাহরণ।

৮৭। **প্রশ্ন াক করিয়া বুঝিতে হয়।**

৮৮। **বাঁদরামির বাঁদরামি কেন দরকার**—[১] ভারতের এই মহা দুর্দ্দিনে বাঁদরামির উত্তর আবশ্যক [২] হিন্দু ধর্ম্মেই প্রকৃত উত্তর আছে [৩] পশূনাং লগুড়ো যথা।

৮৭। বাঁদরামির প্রকৃত স্বরূপ—[১] প্রশ্নের ন্যায় উত্তর বাঁদ-
..।মি নহে [২] উত্তর দেখিতেই বাঁদরামি কিন্তু উহাতে মিথ্যার ছায়াও
।াই [৩] প্রশ্নরূপে উত্তর দেওয়ার লাভ।

বাঁদরামির বাঁদরামি(হ য ব র ল)

(হ) আচার

[১] জুতা পরে খাওয়া [২] চামারের দেখিতেও দোষ [৩] ছুয়াছুত [৪] রান্নাঘরের ধর্ম্ম [৫] পরিষ্কার হইলেই হল [৬] দুষ্ট ব্রাহ্মণ ও সাধু মুসলমান [৭] আচারে শুদ্ধি হয় [৮] আচারে অহঙ্কার [৯] আচারে ঘৃণা [১০] আচারে বিরোধ [১১] আচারে লাভ নাই [১২] আচার আত্মবঞ্চনা [১৩] অনাচারী ভাল [১৪] আচার অসম্ভব [১৫] বন্ধন পঙ্গু করে [১৬] ভারতের উন্নতির দিনে আচার ছিল না।

(য) জাতি

[১৭] চারিশত জাতি শাস্ত্রে নাই [১৮] জাতি কলহ সৃষ্টি করে [১৯] ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ [২০] ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করা হয় না [২১] বামুনের ছেলে বামুন [২২] মনুর ছেলে সব সমান অধিকার [২৩] অস্পৃশ্যের প্রতি অত্যাচার ও ঘৃণা [২৪] চণ্ডাল মুসলমান হইতে বাধ্য হইতেছে।

(ব) নারীসঙ্গ

[২৫] নারী কলেজে না পড়িলে পশু [২৬] নারীর হাওয়াখোরী [২৭] জুতা ছাতা নিষেধ [২৮] পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ ছিল না [২৯] নির্জ্জলা একাদশী [৩০] সতীদাহ কুপ্রথা।

(র) শাস্ত্র

[৩১] শাস্ত্র ভুল কেন না বিজ্ঞানবিরুদ্ধ [৩২) ক্ষীরসমুদ্র ইত্যাদি

গাঁজাখোরী [৩৩] শাস্ত্রের সময় সভ্যতা ছিল না [৩৪] ভাগবত ও অন্য পুরাণ একই লোকে লিখিতে পারে না [৩৫] ব্যাস উপাধি-নাম নহে [৩৬] শাস্ত্রে সংস্কৃত ভুল অতএব প্রক্ষিপ্ত [৩৭] শ্লোকসংখ্যা মিলে না [৩৮] বেদ ও পুরাণ ভিন্ন [৩৯] শাস্ত্র সেকালের লিখা এখন চলে না [৪০] শাস্ত্র বদলায় অতএব এখন বদলান চাই [৪১] শাস্ত্র বদলায় অতএব উহা মানা চলে না [৪২] ভারতের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আচার।

(ল) হিন্দুধর্ম্ম

[৪৩] হিন্দুধর্ম্মে বড় বড় কথা [৪৪] অদৃষ্ট মানিয়া জড়ভরত হইয়াছো [৪৫] অহিংসা ও অক্রোধেই হিন্দুদের অবনতি [৪৬] জাতীয় উপাসনা নাই [৪৭] হাঁচি টিকটিকি যাত্রা কুসংস্কার।

Books.

(Figs : refer to pages)

E = Eddington's Physical World.
H = Haas's New Physics.
He = Haldane's Possible Worlds.
J = Jeans' Mysterious Universe.
L = Lynds' Science Leading and Misleading.
N = Nature, March 1931.
P(s) = Planck's Where is Science Going ?
P(u) = Planck's Universe.
R = Bertrand Russell's Relativity.
Sc = Science & Religion.
T = G. R. Thomson's Atoms.
R. S. = Reason Science & Shastras.

শ্লোক (সংখ্যানুক্রমিক)।

(১) হরে দয়ালো ভব মে শরণ্যঃ ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং জগতঃ কুরুষ। খলস্য নাশং সুবিপর্য্যয়ং চ সতাং প্রবৃদ্ধিং সদনুগ্রহস্ত্বম্।ভঃ১৫।২।৩ (২) জয়তি জয়তি কৃষ্ণো দেবকী নন্দনো যঃ। বসতি বসতি চিত্তে মোহ নির্ণাশকোঽসৌ। অবতি অবতি ধর্ম্মং সত্যরূপং পরাত্মা চরণ শরণমাস্তাং বাসুদেবং নমামি॥ (৩) অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ অহিংসা চ পরং তপঃ। অহিংসা পরমং জ্ঞানং অহিংসা চ পরং সুহৃৎ। (ভা ২১।২।৩৮—৪০) (৪) কর্ত্তু শ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরের চ। কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্। (ভঃ ১৭।৫৪) (ভা ১১।২৭।৫৫) (৫) শরীরিণঃ শরীরং হি নিলয়ঃ পরমাত্মনঃ। সর্ব্বভূত নিগূঢ়স্য অতো হিংসাং বিবর্জয়েৎ। (ভঃ২১।২।৩৫) সর্বভূত গুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্। (ভঃ ৬৮।৭)—সর্ব-ভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণং পুরুষং অকারণং পরং ব্রহ্মোম্। (ভ ২৯।৪৮) (৬) রক্ষাপেক্ষামপেক্ষতে (৭) মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং॥ (বৃহদারণ্যকঃ (২।৪।১০) (৮) বেদ-প্রণিহিতো ধর্মোহ্যধর্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতিশুশ্রুম॥ (ভা ৩৩।৬) (৯) ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ॥ (ভা ৩।১২।৩৯) (১০) শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে উল্লঙ্ঘ্যৈনেব কর্হিচিৎ। আজ্ঞালঙ্ঘী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি হ্যবৈষ্ণবঃ॥ (১১) শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসস্তদাস্তিক্য মুদাহৃতম্॥ (শ্রীজাবালদর্শনম্) (১২) শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত : স্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে শ্রেয়ো। মন্দোযোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ (কঠ° ৫।২) (১৩) শালগ্রামো মানপিণ্ডঃ সর্ব্বে নাস্তিক বৃত্তয়ঃ। শিবপূজাং পরিত্যজ্য মানবানামুপাসনম্॥ (ভ° ৩১।১১) (১৪) যঃ শাস্ত্রবিবিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবা-

প্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ (গীতা ১৬।২৩) (১৫) তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ (গীতা ১৬।২৪) (১৬) উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চৈব পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্। (মুক্তিকো° ২।১) (১৭) অশংসয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্টচেতসাম্ ন মুক্তির্জন্মজন্মান্তে তস্মাদ্বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ। (মৈত্রেয়া° ২।১৬) (১৮) পাতকেষু পরং জ্ঞেয়ং পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ। সতাং বুদ্ধিপ্রদীপেন বুধঃ পশ্যেৎ যথাতথম্॥ (চরক°) (১৯) বরং হুতবহজ্বালং ভক্তোবাঙ্গুতি পিঞ্জরম্। বরং চ কণ্টকে বাসং বরং চ বিষভক্ষণম্॥ হরিভক্তি-বিহীনানাং ন সঙ্গং নাশকারণম্॥ (ভ° ৫।১৬—চণ্ডালাদধমঃ পাপী শ্রীকৃষ্ণবিমুখো নরঃ। নিষ্ফলস্তস্য বৈ ধর্ম্মো—নাধিকারী স কর্ম্মণাম্॥ (ভ° ৮।৭)—শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ (ভ°৪।১৮) (২০) অহঙ্কারাভিমানেন জীবঃস্যাদ্ধি সদাশিবঃ॥ (ত্রিশিখ ব্রাহ্মণ)। (২১) মোহমূলং অহঙ্কারঃ সংসারস্তৎ সমুদ্ভবঃ। অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহা ন চ সংসৃতিঃ॥ (দেবী° ভ° ৩।৬।১৬) (২২) অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং সম্বদ্ধং চানৃতেন হি। মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং স্যাদহঙ্কৃতিঃ॥ (ভ° ৩৬।১ দেবী।২) (২৩) অধীত্য চতুরোবেদান্ দর্পাপহতচেতনঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বীপাকরসং যথা॥ (মুক্তিকোপ°) (২৪) বিশ্বাসো গুরুবাক্যেষু স্বস্মিন্নদীনত্বভাবনা। মনোদোষজয়শ্চৈব কথায়াং নিশ্চলা মতিঃ॥ (ভা° মা ৮।৫৫) (২৫) তস্মাদিষ্টমেব অনিষ্টমিব ভাতি। অনিষ্টমেব ইষ্টমিব ভাতি অনাদি সংসার বিপরীতভ্রমাৎ॥ (ত্রিপাদবিভূতি°)॥ (২৬) যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ (মৈত্রেয়° ২।১১)। (২৭) যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভি স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ (ত্রিপাদবিভূতি° ৫খ°)॥ (২৮) গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুর্দেবঃ পরংব্রহ্ম গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ॥ (না° প° ২।৮।২১)॥

(২৯) শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ। ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্। (ব্র° ৪।৪৩।৭১) (৩০) নিদাঘ তব নাস্ত্যজ্ঞজ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানবতাং বর। প্রজ্ঞয়া ত্বং বিজানাসি ঈশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ (মহোপ°) (৩১) মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতিমদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি র্মৃত্যু শ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ (ভা° ৩।২৫।৪২) ॥ (৩২) পথিচ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽপি গুপ্তোস্য হতো ন জীবতি ॥ (ভা° ৭।২।৫১) (৩৩) বিষায়তেঽমৃতং কুত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে। বিষত্বং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়া। ঈশ্বরস্য বসে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ। কটাক্ষেণ বিভোস্তস্য-স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি ॥ (৩৪) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ তমেব শরণংগচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ (গীতা ১৮।৬১।২) (৩৫) যুগপদ্ বিপরীতত্বং মায়ায়া একলক্ষণম্। —অস্তীতি নাস্তীতি পদার্থ নিষ্ঠয়ো-রেকস্তয়োর্ভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্ময়োঃ। (ভা° ৬।৪৩)—আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ (ভা° ১২।২২।৩৩) (৩৬) প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল গোখরম্। (যাজ্ঞ°) (৩৭) সর্ব্বজ্ঞেশো মায়ালেশ সমন্বিতো ব্যষ্টিদেহং প্রবিশ্য তয়া মোহিতো জীবত্ব-মগমৎ। (পৈঙ্গল° ২ল° অ°) (৩৮) পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টান্যেব ততো ময়া। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মাপায়ৌ পুনঃ পুনঃ। (গর্ভো°) (৩৯) সকৃজ্ জ্ঞানেন মুক্তিঃস্যাৎ সম্যগ্ জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ। (তেজোবিন্দু°) (৪০) যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্। ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে। (ভা° ১১।৫।১৬) (৪১) কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে।—কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা ভবেৎ। (ভা° ১০।২৪।১৩) (দেবী° ৪।২।৩)—সন্ধ্যা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত। যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা। (ভা° ৬।১।৫৪) 'অব্যক্ত নিমিত্ত—অদৃষ্টকারণ। ব্যক্ত=জাত। অব্যক্ত=মৃত। (৪২) নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম

কল্পকোটি শতৈরপি। মদ্ভক্ত্যা তদ্ বহুস্বল্পং বিপরীতমভক্তিতঃ ॥ (আদি°) (৪৩) ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা। (অধ্যাত্ম° রামা) (৪৪) জ্ঞানোদয়াৎপুরারব্ধং কর্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি। অদত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥ (অধ্যাত্ম°) (৪৫) প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্। (ভা° ৩।২৫।২০) (৪৬) যদগ্রে বিষমীকাশং পরিণামেঽমৃতোপমম্। তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ ॥ (গী ১৮।৩৭) (৪৭) আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি স্বতঃ। চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্জ্ঞানং ত্রুট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্ ॥ (পাশুপত°) (৪৮) নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজো ভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ (ভা° ৭।৫।৩২)—রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈবজলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ (ভা° ৫।১২।১২) (৪৯) ভাগোদয়েন বহু জন্ম সমার্জিতেন সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষো যদা বৈ। অজ্ঞান হেতুকৃতমোহমদান্ধকারনাশং বিধায় তদোদয়তে বিবেকঃ ॥ (ভা° মা ২।৭৬) (৫০) ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ স্বপচোঽপি যঃ। তস্মৈদেয় ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ (শিব°) (৫১) ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্। (ভা°৭।১৪।১০) (৫২) নৈকান্তিকং তদ্ধিকৃতেঽপি নিষ্কৃতং মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে। তৎ-কর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্ব ভাবনঃ ॥ (ভা° ৬।২।১২)—যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃ শ্রুতাদিষু। অবিস্মৃতিঃ শ্রীধর পাদ-পদ্ময়োর্ গুণানুবাদ শ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥ (ভা° ১২।১২ ৫৩) (৫৩) জিহ্বাং লব্ধাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ। লব্ধাপি মোক্ষনিঃশ্রেণীং নারোহতি স দুর্মতিঃ ॥ (ভা° ৭।১।৬) (৫৪) আচারঃ পরমো ধর্ম আচারঃ পরমং তপঃ। আচারঃ পরমং জ্ঞানং আচারাৎ কিং ন সাধ্যতে ॥ (মনু° ১।১০৮—মহাভারত) (৫৫) আচারাল্লভতে হ্যায়ুঃ আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ (মনু° ৪।১৫৬) (৫৬) যঃ স্বাচার পরিভ্রষ্টঃ সাঙ্গবেদান্তগোঽপি

চেৎ। স এব পতিতো জ্ঞেয়ো সর্বকর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ।। (বৃ° না°) (৫৭) হরিভক্তি পরো বাপি হরি ধ্যানরতোঽপি বা ভ্রষ্টো যঃ স্বাশ্রমাচারাৎ পতিতং সোঽভিধীয়তে ॥ (বৃ° না°) (৫৮) মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য মন্দায়ুষস্তথা বয়ঃ। হ্রিয়তে নিদ্রয়া নক্তং দিবা চ ব্যর্থ কর্ম্মভি ॥ (ভা° ১৷১৬৭) (৫৯) দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী। (মণিরত্নমালা) (৬০) ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গত। যোষিৎ সঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎ সঙ্গিসঙ্গতঃ।। (ভা° ৩৷৩১৷৩৪) (৬১) যৎ সঙ্গাৎ সংক্ষয়ং যাতি পুমানগ্নিগতো যথা। রচিতা দেব মায়েয়ং বিমোহায় নৃণামিহ ॥ (আদি°) (৬২) কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা। কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ (ভা° ১৯৷২৬৷১২) (৬৩) মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ (ভা° ৯৷১৯৷১৭) (৬৪) যোঽপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্ দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষে তাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥ (ভা° ৩৷৩১৷৪১) (৬৫) দৈবোপসোদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥ (ভা° ৬৷৩১৷৪১) (৬৬) নৃদেহ মাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ॥ ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতঃ পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ (ভা° ১১৷২০৷২৭) (৬৭) যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎ সক্তঃ তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ (ভা° ১১৷৭৷৭৪) (৬৮) একোঽহং বহু-স্যাম্।—একমেবা দ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানস্তি কিঞ্চন। (অধ্যাত্মো°)—সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্বমাত্মেদমাততম্। (মহোপ° ৬৷১২)—অবিশেষেণ সর্ব্বং তু যঃ পশ্যতি চিদ-ন্বয়ম্। স এব সাক্ষাদ্বিজ্ঞানী স শিবঃ স হরির্বিধিঃ ॥ মহোপ (৪৷৭৬) [৬৯] সৃষ্ট্যপায়করীং মায়াং বেলা কূলান্ত বেগিতাম্। মত্তস্য তামবিজ্ঞায় কিমসৎ কর্মভি-র্ভবেৎ ॥ [ভা° ৬৷৫৷১৬] [৭০] অহমানন্দা অনানন্দা বিদ্যাহং অবিদ্যাহং। অজাহং অনজাহম্ ॥ [দেব্যুপ°-২] [৭১] সুখাসুধ্যান নিরতা জীবা মায়া বিমোহিতাঃ। যথার্থ সুখ হেতুং তং ন ধ্যায়ন্তি হৃদীশ্বরম্ ॥ [আদি°] —বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশমায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্। সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥ [ভা° ১০৷৫১৷৪৭]

[৭৩] দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥ [৭২] দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ। এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥ [ভা° ১১।২৩।৫০] —দেহোঽহমিতি যজ্‌জ্ঞানং তদেবাজ্ঞানমুচ্যতে॥ [তেজোবিন্দু° ৫।৯৩] [দেহাত্মমতিং বিসসর্জ। [ভা° ৫।১০।২৫] [৭৫] ভেদদৃষ্টি রবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিসর্জ্জয়েৎ। [মহোপ° ৫।১১৩]—সর্ব্বথা ভেদকলনং দ্বৈতাদ্বৈতং ন বিদ্যতে। [তেজোবিন্দুপ° [৭৬] সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ স্বকর্মসূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ॥ [অধ্যাত্ম°] [৭৭] যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। কুর্ব্বতোঽ কুর্ব্বতো বাপি স জ।বন্মুক্ত উচ্যতে [বরাহোপ°] [৭৮] যথেহাঙ্কুরতো বীজং বীজতো বা যথাঙ্কুরং। [শিবো°] [৭৯] প্রবুদ্ধোস্মি প্রবুদ্ধোস্মি দুষ্ট শ্চোরোয়মাত্মনঃ। মনো নাম নিহন্মোনং মনসাস্মি চিরং হৃতঃ॥ [মহোপ°] [৮০] দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতানি কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতাণি। সর্ব্বে মনো নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥ [১১।২০।৪৩] [৮১] সর্বগং সচ্চিদানন্দং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে। অজ্ঞান চক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ॥ [মহোপ° ৪।৮০] [৮২] যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎ পুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যন্তি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সং প্রযুক্তম্॥ (ভা° ১১।১৪।২৫) (৮৩) অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ (ভা° ১০।১৫।২৯) ন যস্য ধাতুর্নিপুণেন কশ্চিদবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ। নামানি রূপাণি মনো বচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥ (ভা° ১।৩।৩৭) (৮৪) আলাপাদ গাত্র সংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাম্ভসা॥ (ন° প°) (৮৫) অকৃতজ্ঞ মনার্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষ মনার্জবম্। চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা ভবন্তি পঞ্চমঃ॥ (গারুড়°) (৮৬) এবমষ্টবিধং চিহ্নং যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রঃ মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ (শিব°) (৮৭) সূক্ষ্মাবগাহিনী

বুদ্ধিঃ কথং স্থূলে প্রবর্ত্ততে ॥ (৮৮) শিবস্বরূপা শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপা হরিভাবিতানাম্। ভক্তানুকম্পার্থ গৃহীত দেহং সত্যং শরণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ (৮৯) চঞ্চলং হি মনো দুষ্টং সঙ্গাচ্চ পরিবর্ত্ততে। সৎসঙ্গাৎ সাধুতামেতি দুঃসঙ্গাদ্ যাতি দুষ্টতাম্ ॥ (আদি°) (৯০) তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাৎ তনুর্বিদ্যাহকৃতিঃ ক্রিয়া। আত্মা ধর্মোঽসবোদেবাঃ অঙ্গানি ক্রতবো মম ॥ (ভ° ৩৯।৩০ —ভা° ৬। ৪।৪৭)—তপো মে দুশ্চরং বীর্য্যং আত্মাহং তপসঃ সদা। সৃজামি তপসা বিশ্বং বিভর্মি চ গ্রসামি চ ॥ (ভ° ৩৯।৩১ ভা° ২।৯।২৩-২৪) (৯১) বিদ্যাতপোবিত্ত-বপুর্বয়ঃ কুলৈঃ সতাং গুনৈঃ ষড়ভি রসত্তমেতরৈঃ। স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ পশ্যন্তি মত্তা ন হি ধাম ভূয়সাম্ ॥ (ভা° ৪।৩।১৭) (৯২) বিপরীত গুণং সর্ব্বং যচ্ছে য়স্তদুপাস্যতাম্। (৯৩) সাপবাদা হি বিধয়ঃ। (অপবাদ = উল্টা সাপবাদ = উল্টাযুক্ত বিধি = নিয়ম) (৯৪) যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ। কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥ (ভা° ১।৯।১৫) (৯৫) ত্বন্মায়য়া সংবৃত চেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ (ভা° ১০।২।২৮) (৯৬) আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥ (ভা° . ১১ ২৮।৬) (৯৭) আময়ো যশ্চ ভূতানাং জাযতে যেন সুব্রত তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥ এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। তত্রবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতা পরে ॥ (ভা° ১১।১৪।২৩) (৯৮) আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ। স্বভাবাত্তু ন বৈ ভীতের্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ (অন্নপূর্ণা ৫২৯।৩৮)—জ্ঞানং চ সমদর্শনম্। (৯৯) সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ (১০০) অবিদ্যা সংসৃতেহের্তুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। তস্মাদ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥ (অধ্যাত্ম রামা°) (১০১) ন স্ত্রীঃ স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি (১০২) মনসোভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ। জ্ঞমনো নাশম-ভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা ॥ (মহোপ°) (১০৩) মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেব দেব ॥ (ভা° ১১।২৩।৪৮) দস্যূন্ পুরা যন্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত

একে স্বজিতা দিশো দশ। জিতাত্মনোঽজ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহ প্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥ (ভা° ৭।৮।১১) (১০৫) সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ॥ (ভা° ৭।৭।৪২) (১০৬) সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বং আত্মবশং সুখং। (১০৭) অধর্ম্মমূলং বৈগুণ্যং বায়্বাদীনাং প্রজায়তে। অধর্ম্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকো জনানাং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ অধর্ম্মাভিভবাদ্দেশে বিকৃতিং যান্তি সর্ব্বথা। ঋতুর্বৃষ্টিস্তথা বায়ু ভূর্মিরোষধিরেবচ ॥ (চরক°) (১০৮) সংসার-দুঃখ-দগ্ধানাং উত্তমানামনুগ্রহাৎ। প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতং বাদ্যং প্রকাশিতম্॥ (১০৯) গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্। রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥ (১১০) শিবাগারে ঝল্লকং চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্। দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মাধুরীং চ ন বাদয়েৎ॥ [১১১] পপৌ হালাহলং সদ্যঃ শিবায় জগতঃ শিবঃ। [১১২] তত্রাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জলকল্মষং। তচ্চকার গলে নীলং যচ্চ সাধোর্বিভূষণম্॥ [১১৩] সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা [১১৪] সংহতিঃ কার্য্যবাধিকা। [অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট]। [১১৫] পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্ যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ। ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্ বিবর্জ্জনাৎ॥ [ভা° ৭।৫।৩৭] [১১৬] সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ (১১৭) যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। (১১৮) ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। (১১৯) সত্যং নিরুত্তরং বাক্যং নিদারুণং বিদুর্দ্বিষঃ। প্রকৃতি প্রতিকূলত্বাৎ স্বীকারো মর্ম্মভেদকঃ॥ [নিরুত্তরং—যাহার উত্তর নাই। নিদারুণং—কড়া] (১২০) বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ। (১২১) অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং সুগমঞ্চ সুদুর্গমম্। অসত্যং মন্যতে সত্যং বাসনা-প্রেরিতো জনঃ॥ (১২২) অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাশ্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণ মীশিতা॥ গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥ (ভা° ১১।১৫।৪) (১২৩) সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্। সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে॥ (১২৪) তস্মা-

ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এব বদপশব্দঃ। (১২৫) একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি। (১২৬) অনুভূতিঃ প্রমা প্রাণোঽপ্রমাঽনুভূতিবর্জ্জিতা। (প্রমা—যথার্থ জ্ঞানং। অপ্রমা—অযথার্থজ্ঞানং) (১২৭) অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিত শাখাগ্র-ফলাস্বাদন মোদবৎ। (মৈত্রেয়) (১২৮) যস্যা-নুভব পর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে। তদ্দৃষ্টি গোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্ দৃষ্টি গোচরাঃ। সদ্য এব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মা-র্জ্জিতৈরঘৈঃ। (ত্রিপাদ°) (১২৯) প্রয়োগ নিকষেণৈব শশ্বৎ কার্য্যং পরীক্ষণম্। (নিকষ—কষ্টি পাথর। শশ্বৎ—সর্ব্বদা)। (সুশ্রুত) (১৩০) সহস্রেণাপি হেতূনাং নাম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ। মতিমানবতিষ্ঠেত আগমে নতু হেতুষু। (সুশ্রুত) (১৩১) কার্য্যকারণ বস্ত্বৈক্য দর্শনং পটতন্তুবৎ। অবস্তুত্বাৎ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে। (ভা° ৭।১৫।৬৩) (১৩২) কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন। (দেবী ভাগ°) (১৩৩) মানানাং স্ববিষয়াবভাসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্। (১৩৪) কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। (১৩৫) আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অনুমানং চ যুক্তিকম্। চতুর্বিধা পরীক্ষা স্যাৎ আপ্তবাক্যমসংশয়ম্। (১৩৬) আপ্তঃ সত্যঃ ঋষিঃপ্রোক্তঃ দিব্যজ্ঞানসুসংযুতঃ। রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তো ভ্রমাদিদোষ বিচ্যুতঃ। অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা। পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে। (১৩৮) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কেণ কস্তীর্ণঃ সংশয়াম্বুধিম্। (১৪০) ঘনো যদাঽর্ক প্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা। যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ। (ভা° ১২।৪।৩২) (১০৯) প্রত্যক্ষং স্বল্পমেব স্যাৎ অপ্রত্যক্ষ মনল্পকম্। ইন্দ্রিয়াণি পরোক্ষাণি লভেরন্নাগমাদিভিঃ। (চরক°) (১৪১) প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে। মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যং উত্থানশালিনাম্। (মৎস্য°) যদপ্যত্র তু নিশ্চয়েন কথিতং নানাবিধং দুষ্ফলম্। খেটানাং চ তথাপ্যশক্তি মুনয়ো নানা প্রতীকারকম্। দেব-ব্রাহ্মণ পূজনেন

ঃ গুরুবাক্ সম্পাদনেনাহহম্। সৎসঙ্গেন হুতেন দান বস্নাদৃষ্টং ফলং নো ভবেৎ ॥ (১৪৩) নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা। তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎ কর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ (ভা° ৩০।২।১১) (১৪৪) কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ। প্রাকৃতং[1] তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ (ভা° ১১।২৫।২৪) (১৪৫) সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধি কারকম্। বিপরীতঃ সদা হ্রাস্যো বিপরীত প্রশান্তয়ে ॥ (চরক°) (১৪৬) ভাবাভাবস্বরূপা সা জগদ্ধেতুঃ সনাতনী। (পদ্ম°) (১৪৭) ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে। সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥ (সপ্তশতী°) (১৪৮) নিদানভূতা বিশ্বস্য বিদ্যা-বিদ্যেতি গীয়তে। (পদ্ম°) (১৪৯) যশ্চ মূঢ়তমোলোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ (নারদ°) (১৫০) নাদ্বৈতং দ্বৈত-সত্যং বা হ্যসত্যং বা ইদং ন চ। বন্ধমোক্ষাদিকং নাস্তি সদাঽসদা সুখাদি বা ॥ (তেজোবিন্দু°) বাচা বদতি যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কল্পৈঃ কল্প্যতে চ যৎ। মনসা চিন্ত্যতে যদ্যৎ সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥ (তেজোবিন্দু°) (১৫১) অবিবেক কৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি। গুণদোষ-বিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ ॥ (ভা° ৬।১৭।৩০) মনশ্চেদুন্মনী ভূয়াৎ ন পুণ্যং ন চ পাতকম্। (যোগশিখা°) (১৫২) কচিদ্ গুণোপি দোষঃ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণ দোষার্থ নিয়ম স্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ (ভা° ১৪।২১ ৬৬) (১৫৩) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ (ব্রহ্মবিন্দু) (১৫৪) জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়। একান্তিনাং ভগব-তস্তদকিঞ্চনানাং পাদারবিন্দ রজসাপ্লুত দেহিনাং স্যাৎ ॥ (ভা° ৭।৬।২৭) (১৫৫) আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যঃ তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥ (মনু°) (১৫৬) পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ (মুক্তিকা·৫৬৩) (১৫৭) মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি পুরীষঞ্চৈব বিড্ ভুজঃ। (১৫৮) মায়াসৃষ্টং জগৎসর্ব্বং নির্দোষং ন কদাচন। (১৫৯) সূর্য্যাৎ ভবন্তি ভূতানি সূর্য্যেণ পালিতানি তু। সূর্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি

যঃ সূর্য্যঃ সোহমেব চ॥ (সূর্য্যোপনিষৎ°) (১৬০) জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ॥ (১৬১) অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥ (ভা° ১১।৮।১২) (১৬২) পর-দুঃখেন যো দুঃখী সুখী পরসুখেন হ। সংসারে বর্ত্তমানো'পি জ্ঞেয়ঃ সাক্ষাৎ হরিঃ স্বয়ম্॥ (ভা° ২।১।২ ও পদ্ম° পূ°) (১৬৩) সর্ব্বং সোঢ়ু মলং মন্যে ঋতেহলীক-পরং নরম্॥ (ভা° ৮।২০।৪) (১৬৪) মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাহপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধি বলোদয়ম্। যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোহস্তি দেহিনঃ॥ (ভা° ১০।১।৪৮) (১৬৫) মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ মান সিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ। [মান-প্রমাণ। মেয়—যাহা প্রমাণ করিতে হইবে লক্ষণ—Defi nition—যাহার দ্বারা জিনিসটি ঠিক চেনা যায়, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয়। Nothing can be proved if the proof is not based on difinition] (১৬৬) কুতোহপ্যবোধস্য প্রমাদভীতিঃ (১৬৭) মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্ পশূনাং লগুড়ো যথা। (১৬৮) সত্যং পরংব্রহ্ম বিজ্ঞান রূপং সত্যং হি সৃষ্টি-স্থিতি-লীন কর্ত্তৃ। সত্যং হি সাম্যং কিল বস্তুধর্ম্মঃ সত্যং শরণ্যং শরণং প্রপদ্যে॥

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

শ্লোক (বর্ণানুক্রমিক)

Reference.

(A) **Maya or Contradiction—Planck says—** There are **two theorems** that form together the cardinal hinge on which the whole structure of physical science turns......To a certain degree these two statements are **mutually** contradictory. And this fact discloses the presence of an **irrational or mystic element** which adheres to physical science as to **every** other branch of knowledge. (P.S.82)

(B) **Order and Chaos—Planck says**—The only kind of law in nature is **statistical** (P.U. 82) which according to **Thomson,** depends for its validity on the curious fact that **the most irregular chaos has an order of its own.** (T227)

(C) **Faith—Planck says**—Science demands the believing spirit......Over the entrance to the gates of the **temple of Science** are written the words. **"Ye must have faith."** It is a quality which the scientist cannot dispense with. (p. 214) We are **always** being brought **face to face with the irrational.** Else we could not have faith. And if we did not have faith but could solve every puzzle in life by an application of the human **reason** what an unbearable burden life would be. (p. 218 P.S.)

(D). **Blundering Reason—Planck says—** Choicest mathematical speculations melt into thin air, unless substantiated by definite facts of experience (p. 105)......A feeling of doubt persists

(p. 56). The most perfect world view would be no better than a bubble ready to burst at the first puff of wind if a living contact with the world of sense is lost (P. U. 56). **Eddington says**—Reason is not infallible when practised by a blundering intelligence.(Sc. 130).

(E) **Reason a Sacrilege—Planck says**—It would be a piece of stupid sacrilege on our part if we were to arrogate to ourselves the power of being able, on the basis of our own studies, to see as clearly as the eye of God sees and to understand as clearly as the Divine Spirit understands (P.S.103).

(F) **Truth intangible—Planck says**—As the view of the physical world is perfected it recedes from the world perceived by the senses and approaches the world of reality, the world which lies beyond and behind the senses (P. U. 214) **Richet says**—"The real world sends out vibrations around us. Some of them are perceived by our senses. Others, not perceptible to them, are disclosed by our scientific instruments. But there are still others which act upon certain human minds and reveal to them fragment of reality." (Richet—Our Sixth sense).

(G) **Mind and Matter—Jeans says**—We are beginning to suspect the mind is the creator of matter. (J.148) Universe a world of pure thought (J. 140).

(H) **Truth unattainable by Science—Planck says**—Science cannot solve the ultimate

mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are part of nature and therefore part of the mystery we are trying to solve" (p. 217.) "The most penetrating eye cannot see itself, no more than a working instrument can work upon itself" (p. 104). There is a point where Science and therefore every **causal method** of research is **inapplicable** and will always remain inapplicable. This point is the individual ego—embracing our emotional life, our will and our thought. (p. 161)—(P.S)

(I) **Truth no concern of Science—Russel says**—"Science does not aim at immutable truths (R.163). **Thomson** (Arthur) **says**—"Science does not pretend to be a bedrock of truth. It is a partial abstract kind of knowledge. It is not concerned with Truth or anything ultimate (Sc. 25). **Eddington says** "The physicist is unconcerned as to whether atoms or electrons exist (E. 326) **Jeans says**—(we think) according to the mood or convenience of the moment (J. 142) we can think of light as particles or as waves according to convenience (J. 143). In the case of a single electron the wave motion must not be taken to exist (J. 121). Even energy the fundamental entity of the universe is an abstraction (J. 140).

(J) **Faithlessness—Planck says—General scepticism** is a universal feature of the world in our day" (p. 214) and "has darkened (all) fields of human activity" (p. 67). It laid its iconoclastic hands

first on religion then on Art and now it has invaded the temple of Science and begun to batter and shatter the very basis of man's knowledge (p. 65). The **spirit of confusion and contradiction has begun to be active**" even within the province of Science (p. 66) and is "significant of the all round unreliability of human knowledge," (p. 67). "There is scarcely a **scientific axiom** that is not now-a-days **denied** by some body. And at the same time almost any **nonsensical theory** that may be put forward in the name of science would be almost sure to find believers and disciples somewhere or other. (p.65)

(K) **Innovation**—In the introduction to the book "Where is Science going ?" is stated (pp. 32-33) —"The need for something **radically different from the established order** is a universal feature of our civilization !"......"The spirit of the age does not want to be considered the heir of old order and wishes to consider itself free from all laws handed down through the authority of tradition."

(L) **Admissions of Scientists**—**Jeans** says—"Every conclusion is **quite frankly speculative and uncertain** (J. 149) ...We are **not in contact with ultimate reality**" (p. 127). **Haldane** says—"**Every statement** of a modern physicist is **false.** Many of our most cherished scientific theories contain so much falsehood as to deserve the title of **myths.**"

(M) **Mathematics and Intuition**—**Intuition**—**Gergoune** says "A mathematical result is often **guessed by intuition and is seldom reached by**

arguments. The **arguments are added afterwards** to give the results an air of dignified but borrowed solemnity and **can never** therefore be properly and thoroughly **grasped per se without** the meritricious aid of **previous knowledge** (S. 35) See also L80,72 T 35, p. 71—R. 74.

Mathematics—**Eddington** says "proof is an idol before whom the pure mathematician tortures himself. **Mathematical logic has undergone revolution** as profound as the revolutions of the physical theory. (E337) For Newton's and Laplace's mistakes See L. 63-64.

(N) **Physics**—Force was known to be a mathematical fiction (R. 12) Laws of Gravitation reduced to Riemann's Geometry. R. 194 (P. U. 19) Ether imponderable, Ether an abstraction (J. 120) but more rigid than steel (L. 112) **Heisenberg and Dirac** deny Ether. Matter changes to radiation and radiation changes to matter (J. 74). The mass of a moving body varies with its speed. (J. 52) Mass and energy are identical (P. U. 19). Radiation has mass (J. 65). Weight of light and heat (J. 55) Light was a mere particle in the 17th century, waves in the 19th and both in the 20th (J. 58). (J.148) **Poincare** says "the earth moves and the heavens revolve are the same" (L. 118). **Schrodinger** (J. 121).

(O) **Chemistry**—All the 92 elements are derived from one and the same substance Hydrogen. Many of the elements are not even single substances

but mixtures of different substances which together behave like single elements (H 107, H 68). Qualitative differences tend more and more to be explained by quantitative differences (P.U. 14).

(P) **Medicine**—The action of the vagus on the heart and on the intestines is opposed to that of the sympathetic nervous system. The vagus slows the heart and helps peristalsis while the sympathetic quickens the heart and inhibits peristalsis.

(Q) **Biology—Haldane** says—I have no doubt that **biological theory is riddled with falsehood"** (Hl. 228). **Eddington** says "the doctrine of **evolution is utterly one-sided** and must be dropped. At any rate the theory of **anti-evolution** must be set along-side the theory of evolution as equally significant (N 458).

(R) **Causality and Indeterminacy—Jeans** says—The Law of Causation dethroned by the Quantum theory (J. 20) and is being replaced by Heisenberg's Principle of Indeterminacy (J.25,P.38). Thus radiation is both a particle and a wave, but is not known what at any given time (J. 38) **Dirac** says **same experiment yields different results** (J. 123). **Jeans** says, it seems possible that there may be **some factor operating to neutralise** the cast-iron inevitability of the old **Law of Causation** (J. 25). **Eddington** says, **Something unknown is doing** we don't know what—that is what our theory amounts to (E. 291).

(S) **Mistakes in Lexicons**—To give just a glimpse of the curious mistakes—**Lantern** is explained to mean case enclosing a light. It should be a light enclosed in a case. **Toil** is derived from dispute and strife (Oxford). Others derive it from labour or tilling. To **display** is to betray (Oxford Concise). **Infliction** is troublesome or boring experience (Oxford pocket). A **blind alley** is walled up at the end (Casell's New English). To **desert** has a bad meaning in the active and a good meaning in the passive voice (Webster). Among gems of English are found—to be of **a** glowing white (Webster) and station on a **piece of railway**.

(T): **Similia**—Similia similibus curantar—like cures like.

(U) **Birdwood and Victor Cousin—Birdwood** says—Sri Bharat and its sacrosanct people ...(the Maharatta Brahman women) are **perfect daughters, perfect wives, perfect mothers,**...The absolute power and the marvellous wisdom and tact of the Brahminical priesthood. **Victor Cousin** says—"The Upanishads contain truths so profound that we are constrained to **bend the knee before the philosophy of the East** and to see this, the native land of the highest philosophy."

References to paras and Subparas.

হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট

মঙ্গলাচরণ

হরে দয়ালো ভব মে শরণ্যঃ।
ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং জগতঃ কুরুষ্ব ॥
খলস্য নাশং সুবিপর্য্যয়ং চ।
সতাং প্রবৃদ্ধিং সদনুগ্রহস্ত্বম্ ॥১॥

জয়তি জয়তি কৃষ্ণো দেবকীনন্দনো যঃ।
বসতি বসতি চিত্তে মোহনির্ণাশকোঽসৌ ॥
অবতি অবতি ধর্ম্মং সত্যরূপং পরাত্মা।
চরণশরণমাস্তাং বাসুদেবং নমামি ॥ ২ ॥

১। অর্থ—হে হরি তুমি দয়াময় তাই আমায় শরণ দাও। সমস্ত জগতের ধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, খলের নাশ কর, খলের সকল চেষ্টা একেবারে বিফল কর ও সাধুদিগের বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি কর। কেন না সাধু-পুরুষদের উপর অনুগ্রহ করাই তোমার স্বভাব।

২। হরে—প্রথমেই হরে বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এত নামের মধ্যে হরি নামটি বাছিয়া লওয়া হইল কেন? হৃ ধাতু হইতে হরি শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা। যিনি মনুষ্যের

পাপ চুরি করেন তাঁহাকেই হরি বলে। **মনুষ্য মাত্রেরই পাপ বড় প্রিয়।** মনুষ্য কখনই নিজের ইচ্ছায় পাপ ছাড়ে না। খলের ত আর কথাই নাই। অতএব মনুষ্যের পাপ চুরি করা ভিন্ন আর উপায়ই নাই। সেই জন্যই হরিরূপে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা হইল।

৩। **দয়ালো, শরণ্য**—হে হরি তুমি দয়াময়। পৃথিবীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া **নিজ গুণে আমার প্রতি দয়া কর।** কলির এই বিপর্য্যয় বাঁদরামির বিরুদ্ধে লাগি আমার এমন কি শক্তি? তুমি দয়া করিয়া আমাকে শরণদাও। তবেই বাঁদরামির প্রতীকার হইতে পারিবে।

৪। **ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং**—ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি **ধর্ম্মের বৃদ্ধি কর,** কলিকালে পুণ্য চারি আনা মাত্র ও পাপ বার আনা থাকিবেই। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব **কলিতে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ জয় হইতেই পারে না।**

৫। **কুরুষ্ব**—"কুরু" না হইয়া "কুরুষ্ব" হইল কেন? শ্রীহরি ফল নিজে গ্রহণ না করিলে সে **ফল রক্ষা করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই।** সেই জন্যই আত্মনেপদী "কুরুষ্ব" হইল, পরস্মৈপদী কুরু হইল না।

৬। **খলস্য নাশং**—খলের নাশ কর। এই হিংসার স্থান মঙ্গলাচরণে হওয়া উচিত ছিল না। কেন না **অহিংসাই** পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপস্যা ও অহিংসাই পরম জ্ঞান ও অহিংসা ভিন্ন আর বন্ধু নাই (৩)। এখন দেখিতে হইবে খল-নাশ কাহাকে বলে। **খলের দেহ নাশ হইলে খল যেমন খল তেমনই থাকে।** তাহার **খলত্ব নাশ হইলে প্রকৃত খল নাশ হয়।** অতএব খলের নাশ বলিতে খলত্বেরই নাশ বুঝায়। কাযেই **শুনিতে হিংসা হইলেও খলনাশ অহিংসার চরম।**

৭। **সুবিপর্য্যয়ং**—সেইরূপ খলের সুবিপর্য্যয় হইলে সকল চেষ্টার

বিপরীত ফল দিবে। অর্থাৎ খল যতই দুষ্টামি করিতে যাইবে ততই মন্দ ফল না হইয়া সুফল ফলিবে।

৮। **সতাং প্রবৃদ্ধিং কুরুষ**—সৎ শব্দের দ্বারা সাধুপুরুষ, সৎ কর্ম্ম, সৎ সঙ্কল্প, সদিচ্ছা, সৎ আচরণ, সমস্তই বুঝায় অতএব এই সকল গুলিরই প্রবৃদ্ধি কর ইহাই প্রার্থনা। প্রবৃদ্ধি বলিলে বিশেষ বৃদ্ধি বুঝায়। ধর্ম্মের প্রবৃদ্ধি চাওয়া হইল না কেন? কলিকাল বলিয়া শ্রীহরির ইচ্ছায় ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেই পারে না। কলিকালে বার আনা পাপ থাকিবেই।

৯। **সদনুগ্রহস্ত্বং**—হে হরি তুমি সদনুগ্রহ। সৎ বলিলে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। **যাবতীয় সৎ বস্তুই তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।** তোমার অশেষ অনুগ্রহ না হইলে কোন মানুষই সাধুপুরুষ হইতে পারে না। **তোমার অনুগ্রহেই সদিচ্ছা, সৎ সঙ্কল্প ও সৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে।** তোমার অনুগ্রহ বিনা এগুলি কখনই হইতে পারে না। আরও যাবতীয় সৎ বস্তু মাত্রেরই উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়া থাক। ইহাই তোমার স্বভাব। **যাবতীয় সৎবস্তু তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে ও যাবতীয় সৎবস্তুর উপর তোমার দয়া স্বতঃই হইয়া থাকে।** অতএব হে দয়াময় তুমি ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া সাধুদিগের বিশেষ বৃদ্ধি করিয়া ও খল নিগ্রহ করিয়া **পৃথিবীকে নাস্তিক ইন্দ্রিয়ারাম মনুষ্য-পশুর হাত হইতে রক্ষা কর।**

১০। **জয়তি ইত্যাদির অর্থ**—শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক। তিনিই দেবকীনন্দন। তিনি আমার চিত্তে সদাই বাস করুন, বাস করুন। তিনি সকল মোহ নিশ্চয়পূর্ব্বক নাশ করেন (অতএব **আমারও সকল মোহ সম্পূর্ণ বিনাশ করুন**)। তিনি ধর্ম্ম রক্ষা করুন,

ধর্ম্ম রক্ষা করুন (ধর্ম্ম রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। নতুবা ধর্ম্মের নিস্তার নাই) কেন না তিনিই সত্য ও তিনিই পরমাত্মা। তাঁহার চরণকমলে আমি শরণ লই। আমি বাসুদেবকে প্রণাম করি।

১১। **জয়তি জয়তি**—বলিবার সার্থকতা কি? শ্রীকৃষ্ণ নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার জয় কি কামনা করিব? আমার চাওয়া না চাওয়াতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? তাঁহার কিছু লাভ না থাকিলেও আমার ত লাভ আছে। **"কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতো রনুমোদিতুরেব চ"** (৪)। অনুমোদন করিলেই যখন সমান ফল হয় তখন কামনা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে? জয়তু না বলিয়া জয়তি হইল কেন? **জয়তির অর্থ জয়তি ও জয়তু।** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই জিতিয়া থাকেন আর আমিও চাই তিনি সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হউন। কামনার মাত্রা বুঝাইবার জন্য দুইবার জয়তি হইল।

১২। **কৃষ্ণঃ (কৃষ = কর্ষণ। টানা)**—যিনি সকলের **পাপ ও পাপজ ত্রিতাপ** আকর্ষণ করেন অর্থাৎ জীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও টানিয়া বাহির করিয়া নাশ করেন তিনিই কৃষ্ণ। **তিনিই কাল।** কেন না কালর ভিতর ভাল থাকে, দুঃখেই সুখ থাকে, কষ্টেই আনন্দ থাকে, ইহাই মায়ার খেলা। **তিনিই কাল।** কেন না, যখন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে লোকের প্রাণ যায় যায় হয় তখন আকাশে গভীর মেঘ উঠিলে মানুষ আনন্দে নাচিতে থাকে। তাই শ্রীভগবান **কালরূপ ধরিয়া জীবকে আশ্বাস দিতেছেন**—"পাপী আমি আছি ভয় নাই। আমি তোর পাপের জ্বালা জুড়াইয়া দিব।"

১৩। **দেবকীনন্দনঃ** (দিব্ = দীপ্তি পাওয়া। **নন্দ** = আনন্দ দেওয়া)—**সূর্য্যের কিরণ** সকল যায়গাতেই পড়ে, কেবল **সমতল** চক্‌চকে যায়গাতেই প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ শ্রীভগবানের **নির্হেতুক**

কৃপা সকল জীবের প্রতি হইলেও যাঁহার হৃদয় সমতল **অর্থাৎ** যাঁহার মন সমান (বিষম নহে) অর্থাৎ যিনি **সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান** করেন তাঁহারই মনে বিকশিত হয়, **বিষমচিত্ত জীবের মনে বিকশিত হয় না।** যাঁহার মনে ভগবৎকৃপা বিকাশ পায় তিনিই **দেবকী** ও তাঁহারই মনে ভগবৎকৃপা আনন্দ দিতে পারে অর্থাৎ ঠাঁই পায়। অতএব কৃষ্ণই দেবকীনন্দন। (দেবকীকে যিনি আনন্দ দেন)।

১৪। **বসতি**—যিনি নিশ্চয়ই মোহ বিনাশ করেন তিনি সকলেরই হৃদয় কন্দরে বাস করেন (৫)। তবে সকলের মোহ যায় না কেন? ইহাই **মায়ার বৈপরীত্য। যন্ত্রারূঢ়শ্চ মায়য়া তথাপি শরণং গচ্ছ।** (তুমি কাঠের পুতুল, তথাপি তাঁহার শরণ লও) (৩৪) মোহ দূর করিবার জন্য তাঁহার শরণ লওয়া চাই। তিনি রক্ষা করিবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন—কবে জীব তাঁহার শরণ লইবে (৬)। কিন্তু শরণ না লইলে তিনি রক্ষা করিতে পারেন না। মোহনির্ণাশক শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়মন্দিরে বাস করেন—বসতি। কিন্তু **যতক্ষণ না জীব "বসতু" বলে ততক্ষণ তাহার মোহ কাটে না।** যেমন সূর্য্য সমস্ত অন্ধকার দূর করেন তথাপি চোখ না তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৫। **অবতি**—ভগবান রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম একেবারেই লোপ পাইত। তিনি ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন—অবতি। কিন্তু **কলির জীব** ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে **প্রতিকূল হওয়াতে ধর্ম্ম রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।** অতএব আমি তোমার অভয়চরণে কাতর হইয়া **শরণ লইতেছি**—ঠাকুর **এই ছুতা লইয়া** তুমি নিজগুণে নিজের ধর্ম্মকে নিজেই রক্ষা কর—অবতু। ধর্ম্মের প্রাণ সত্যই তোমার মূর্ত্তি। তুমি প্রভু (পরমাত্মা), আমি দাস। নিজগুণে আমার কামনা পূর্ণ কর।

১৬। **আস্তাম্** (থাকুক্)—ঠাকুর তোমার অভয় চরণে শরণ নিতে পারি আমার এমন সামর্থ্যই বা কোথায়, বুদ্ধিই বা কোথায়? তাই মুখেই বলিতেছি তোমার চরণকমলে তোমারই নির্হেতুক কৃপায় আমার শরণ লওয়া হইল। তবে কি আমি **কেবল মুখে** বলিয়াই ক্ষান্ত হইব? না, আমি সেই জন্যই তোমাকে **বার বার প্রণাম** করিতেছি। এই প্রণামের ছুতা লইয়া তুমি আমাকে প্রকৃত শরণ লওয়ার বুদ্ধি ও সামর্থ্য দাও। **বাসুদেব** বলা হইল কেন? যিনি জীবের হৃদয়ে, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক দেন সেই বাসুদেব কৃষ্ণই আমার কলির অন্ধকার দূর করুন।

হিন্দুধর্ম্ম

—:*:—

১ অং—শাস্ত্র ও বিচার।

১। **শাস্ত্রদ্রোহ**—হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা করা আজকাল সর্ব্বত্র একটা নূতন ঢঙ্ হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র কি? উহাতে কি লেখা আছে? সে সকল কথা সত্য না মিথ্যা, ভাল কি মন্দ তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বরং হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে যে **যত মূর্খ** সে **ততই** হিন্দুশাস্ত্রের **নিন্দা** করিবার অধিকারী ও সে ততই নিন্দা করিয়াও থাকে। হিন্দুশাস্ত্র বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলে বিদেশীয় পণ্ডিতগণও একেবারে বিস্মিত হইয়া যান। কিন্তু আজ ভারতের এমনই দুর্ভাগ্য যে বিদেশীয় শিক্ষার মোহে এই শাস্ত্র গ্রন্থকেও অবজ্ঞা ও নিন্দা করা ভিন্ন স্বয়ং হিন্দুসন্তানের আর কোনও কাজ নাই ও হিন্দুশাস্ত্রের **দুই এক পাতা পড়িয়া দেখিবারও প্রবৃত্তি কখনও হয় না।**

২। **শাস্ত্র ও বিদেশীয় মত।**—পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার জর্জ্জ বার্ডউড্ "স্ব" নামক স্বীয় গ্রন্থে ভারতবাসিগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ভারত ও উহার পবিত্র হইতে পবিত্র জনগণ…মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণীগণ **নির্দ্দোষ কন্যা** নির্দ্দোষ পত্নী, ও নির্দ্দোষ জননী। ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ও শক্তি অদ্ভূত।" (U)

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁ বলিয়াছেন—"উপনিষদে এরূপ অদ্ভূত তত্ত্বজ্ঞান আছে, যাহা পড়িলে মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া

পড়ে। সেই **অদ্ভুত তত্ত্বজ্ঞান** যে দেশে প্রকাশিত সে দেশকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে।" (U)

৩। **প্ল্যাঙ্ক ও নাস্তিকতা**—১। ম্যাক্স প্লাঙ্ক আজকাল পদার্থ-বিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি "নব বিজ্ঞানের পরিণাম কি?" নামক পুস্তকে মাত্র দুই তিন মাস হইল লিখিয়াছেন—

২। **আজকাল সর্ব্বত্র নাস্তিকতা ছাইয়া ফেলিয়াছে**। এই নাস্তিকতা প্রথমে ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া পরে শিক্ষাকে আক্রমণ করে ও এক্ষণে বিজ্ঞানকেও অধিকার করিতে বসিয়াছে। ক্রমে যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সেই সকল বিষয়ের উপর নাস্তিকতা সন্দেহের কালি ঢালিয়া দিয়াছে। **বিরোধ ও কুতর্কের** প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বলবতী হইতেছে। যতই সত্য ও স্পষ্ট হউক না কেন এখন কেহ না কেহ তাহাকে মিথ্যা বলিবেই। আর বিজ্ঞানের নামে যতই মিথ্যা ও বোকার মত বলা যাক্ না কেন তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ না কেহ খাড়া হইবেই। (J)

৩। উক্ত পুস্তকে আরও লিখিত হইয়াছে যে—"নবীন সভ্যতার লক্ষণ এই যে—আমরা আমাদের বাপদাদার নিকট ঋণী নহি। অতএব সনাতন সত্যের পথ ত্যাগ করিয়া—মিথ্যা সত্য বিচার না করিয়া নূতন পথে চলাই একমাত্র কর্ত্তব্য।" (K)

৪। **নূতনে প্রেম ও পুরাতনে বিদ্বেষই নাস্তিকতা**—সঙ্গ ও শিক্ষার দোষেই নাস্তিকতা এখন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই নাস্তিকতার করাল গ্রাসে পতিত হইয়া কুতর্কের দ্বারা স্বধর্ম্মের নিন্দা করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত। নূতনে প্রেম ও পুরাতনে বিদ্বেষ এই নাস্তিকতার প্রধান লক্ষণ। **পুরাতন যতই সত্য হইবে বিদ্বেষও ততই অধিক হইবে** ও নূতন যতই পুরাতনবিরুদ্ধ হইবে নূতনে প্রেমও

ততই অধিক হইবে। এই নাস্তিকতার তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। যে মনুষ্য আপনার কল্যাণকামনা করে তাহার উচিত এই নাস্তিকতার তরঙ্গকে বাধা দিবার জন্য স্ব স্ব শক্তি অনুসারে চেষ্টা করা। তাহা হইলেই শ্রীভগবান্ নির্হেতুক কৃপা দ্বারা সেই শুভচেষ্টা সফল করিয়া দিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫। **শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য**—হিন্দুশাস্ত্র মনুষ্যের রচিত নহে। শ্রীভগবানের মুখ হইতে চারি বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস নির্গত হইয়াছে (৭)। চতুর্ব্বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ (৮)। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পুরাণ ও ইতি-হাসকে পঞ্চম বেদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন (৯)। বেদ ও স্মৃতি উভয়ই শ্রীভগবানের আজ্ঞা। অতএব **যে ব্যক্তি বেদ পুরাণ ইতিহাস ও স্মৃতি মানে না** সে ভগবদ্‌দ্রোহী ও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য উহাকে **শ্রীভগবানের শত্রু** বলিয়া জানিতে হইবে। সে ব্যক্তি ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে (১০)।

৬। **শাস্ত্র মানিবার বস্তু, বিচারের নহে**—বেদ ও পুরাণাদি শ্রীভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। উহা তাঁহারই আজ্ঞা। অতএব বেদ ও পুরাণাদি সকলেরই মানা উচিত। বেদ ও পুরাণাদিকে সন্দেহ করিয়া উহার আদেশ ভাল কি মন্দ বিচার করা কখনই উচিত নহে। এই কথা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বেদ ও পুরাণ প্রভৃতির নাম শাস্ত্র রাখিয়াছেন। **শাস্ত্র** শব্দের ব্যুৎপত্তি শাস্ ধাতু হইতে হইয়াছে। শাস্ ধাতুর **অর্থ শাসন করা। শাস্ত্র শাসনই করিয়া থাকে—আজ্ঞা দেয়—বুঝায় না।** অতএব কোন প্রকারে শাস্ত্রের শাসন বা আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। মনুষ্যের কি করা উচিত বা অনুচিত—মনুষ্যের কি ধর্ম্ম ও কি অধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া শাস্ত্রে আদেশমাত্র করিয়াছেন,

বুঝান নাই। অতএব শাস্ত্রের আদেশ সকল শিরোধার্য্য করা কল্যাণকামী মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশে শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপনার প্রবৃত্তি ও বিচার মানিয়া চলে—শাস্ত্র তাহাকেই নাস্তিক বলে (১১)। নাস্তিক ব্যক্তি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহাতে কি কখনও সন্দেহ হইতে পারে ?

৭। **শাস্ত্র বলিলেই হিন্দুশাস্ত্র বুঝায়**—বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির নাম পবিত্রলিপি—শাস্ত্র নহে। অতএব শাস্ত্র বলিলে একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রকেই বুঝায় অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। শ্রীভগবানের বাক্যে অবিচারিত ও অটল বিশ্বাস না করিলে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘনের অপরাধ নিমিত্ত নাস্তিক ব্যক্তির সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে, এ কথা স্পষ্ট হইতেও স্পষ্টতর করিবার জন্যই বেদ ও পুরাণাদির নাম শাস্ত্র রাখা হইয়াছে।

৮। **বিশ্বাস নববিজ্ঞানের মূল**—বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বিচারের দ্বারা কোন ফলই হয় না একথা এখন নব বিজ্ঞানও মানিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মের তো কথাই নাই, সকল বিষয়েই বিশ্বাসই প্রধান। প্ল্যাঙ্ক বলেন **নব বিজ্ঞানের মন্দিরের** দ্বারদেশে লেখা আছে—"এখানে **বিশ্বাসী** লোকদেরই **প্রবেশাধিকার** আছে, অবিশ্বাসীদিগের নহে (C)।

বিশ্বাস ভিন্ন বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে না (C)। পদে পদে আমাদের সম্মুখে একটি অজ্ঞেয় বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা না হইলে আমরা বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। **যদি** আমরা সকল বিষয়ই **বিচার করিয়া বুঝিতে পারিতাম** তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাসের প্রয়োজনই হইত না, ও **জীবন দুর্ব্বিষহ ভার হইত** (C)।

৯। শাস্ত্র মানিতে অনিচ্ছা কেন?—এই কলিযুগে উচ্ছৃঙ্খলতা মনুষ্যের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। যে মনুষ্য শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন হইতে ভীত হয় শাস্ত্র তাহাকে **উচ্ছৃঙ্খল** বলে। শৃঙ্খল অর্থাৎ **বন্ধনই সকল কল্যাণের মূল**। এই জন্যই শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া অর্থাৎ লোককে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া শাসন করিয়াছেন। কল্যাণ-বিমুখ মনুষ্যের নিকট বন্ধনের তুল্য কঠোর ও ভয়ানক এবং উচ্ছৃঙ্খলতার তুল্য প্রিয় কিছুই নাই। অতএব এই কলিযুগে শাস্ত্রবিদ্বেষ মানুষের হৃদয়ে আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়। যদি শাস্ত্র শাসন না করিয়া মনের অনুকূল কথা বলিত, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যের নিকট উহার কত না আদর হইত (১২)। কিন্তু **আমি উচ্ছৃঙ্খল অতএব শাস্ত্র মানিতে চাহি না** এ কথা স্বীকার করা বড়ই কঠিন। অতএব এ কথার একটা **আবরণ দিয়া বিচারের ভাণ** করিতেই হয় এবং এইজন্যই আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে বিচার বিচার রব সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়।

১০। বিচারের ভাণ—এই বিচার বিচার রব একেবারে মিথ্যা। এই কলিযুগে **বিচারপরায়ণতা বিচারপলায়নতার** মূর্ত্তি মাত্র। বিচার বিচার রব যাহার কণ্ঠ হইতে যত জোরে বাহির হয় সেই ব্যক্তিই বিচার হইতে ততই দূরে পলায়ন করে। আজকাল বিচারের দুইটী অঙ্গ। ভ্রান্ত মনুষ্যের মতকে অভ্রান্ত মানিয়া লওয়া(১৩) ও কুপ্রশ্ন করা ও জবাব না দেওয়া। প্রকৃত বিচার ছাড়িয়া অপরের ভ্রান্ত মত গ্রহণ করাই এই সকল লোকের স্বভাব কিন্তু যদি **মত অভ্রান্ত** হয় তাহা হইলে সে **মত একেবারে অগ্রাহ্য। মত যতই ভ্রান্ত হইবে অর্থাৎ যতই উচ্ছৃঙ্খল মনের অনুকূল** হইবে ততই উহা গ্রহণের যোগ্য হইবে। অভ্রান্ত শাস্ত্র অর্থাৎ সনাতন ভগবদ্বাক্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির মনের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব উহা কখনই মানা

উচিত নয়। কিন্তু বিচার বড়ই কঠিন কাজ অতএব বিচারের পরিবর্ত্তে কুপ্রশ্নজাল বিস্তার করাই এক মাত্র আশ্রয়।

১১। **নব্য বিচার বিচার নহে, বিতণ্ডা মাত্র**—ন্যায়-শাস্ত্রাদির মতে বিচার তিন প্রকার—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। বিচারের দুইটী অঙ্গ—**সাধন** অর্থাৎ নিজ পক্ষ স্থাপন অর্থাৎ নিজের কথা প্রমাণ করা ও **উপালম্ভ** অর্থাৎ পরপক্ষদূষণ অর্থাৎ অপর পক্ষের দোষ ধরা। যেখানে উভয়পক্ষেরই **সত্য** বাহির করা ভিন্ন অন্য চেষ্টা থাকে না। তাহাকে **বাদ** বলে। যেখানে **উভয়পক্ষই** ছলনা বা **মিথ্যার** আশ্রয় করে তাহাকেই **জল্প কিংবা বিতণ্ডা** বলে। যেখানে সাধনের জন্য প্রমাণ ও তর্ক উপস্থিত করা হয় ও উপালম্ভের নিমিত্ত ছলনার আশ্রয় করে তাহার নাম জল্প। অর্থাৎ যেখানে নিজের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে ও মিথ্যা করিয়া অপর পক্ষের দোষ ধরা হয় তাহাকে **জল্প** বলে আর যেখানে সাধনের কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল উপালম্ভের জন্য ছলনাপূর্ব্বক চেষ্টা করা হয় তাহাকে বিতণ্ডা বলে। অর্থাৎ যেখানে নিজের কথা প্রমাণের কোনও চেষ্টা না করিয়া কেবল মিথ্যা করিয়া অপর পক্ষের দোষ বাহির করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাকে **বিতণ্ডা** বলে। আজকাল যত প্রকার বিচার দেখা যায় সে সবই বিতণ্ডা মাত্র। কি হওয়া উচিত, কেন হওয়া উচিত এ সকল কথার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল কুপ্রশ্ন দ্বারা শাস্ত্রপক্ষের দোষ দেওয়াই একমাত্র কর্ম্ম। অতএব বিতণ্ডাকারিগণকে ছাড়িয়া প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র কি বলে তাহা দেখা উচিত।

২ অং—হিন্দুশাস্ত্রের মোটা কথা

১২। **শাস্ত্র না মানিলে ভগবানের শত্রু হয়**—শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য অর্থাৎ ভগবানের আজ্ঞা। শাসন করাই শাস্ত্রের কার্য্য।

যে শাস্ত্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে ভগবানের শত্রু, সে ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে (১০)।

১৩। **অবিচারিত বিশ্বাস**—শাস্ত্রবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস সকল কল্যাণের মূল। শাস্ত্রের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, এই নিশ্চয় জ্ঞানকে **অবিচারিত বিশ্বাস** বলে। যেখানে শাস্ত্রবাক্য যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় সেখানেও নিজের বিচার কিছুই নয় ও শাস্ত্র-বাক্যই অভ্রান্ত সত্য এই অটল বিশ্বাসের নাম অবিচারিত বিশ্বাস। যে ব্যক্তি শাস্ত্র না মানিয়া আপনার বিচার কিংবা মনকে অবলম্বন করে তাহার কোন কর্ম্মই সফল হয় না। তাহার ইহকালেও সুখ নাই আর পরকালেও গতি হয় না (১৪)। অতএব সকলেরই শাস্ত্র মানিয়া ভালমন্দ ও কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ঠিক করা উচিত (১৫)। শাস্ত্রানুসারে যে চেষ্টা বা কর্ম্ম করা হয় তাহাকে **শাস্ত্রিত চেষ্টা** বলে। উহা দ্বারা পরমার্থ লাভ হয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ চেষ্টা বা কর্ম্মকে **উচ্ছাস্ত্র চেষ্টা** বলে। উহার দ্বারা পরম অনর্থ হইয়া থাকে (১৬)। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ করে, কোন কালে তাহার মোক্ষ হয় না। অতএব সর্ব্বদা শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য (১৭)।

১৪। **নাস্তিকতার তুল্য পাপ নাই**—শাস্ত্রবাক্যে অবি-চারিত বিশ্বাসের নাম **আস্তিকতা** এবং শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করাই **নাস্তিকতা** (১১)। **নাস্তিকতার তুল্য পাপ আর কিছুই নাই** (১৮)। নাস্তিক ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইতেও অস্পৃশ্য ও বর্জ্জনীয় (১৯)। **নাস্তিক কখনও হিন্দু হইতে পারে না** আর হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে না। হিন্দু হইলেই আস্তিক হইতেই হইবে।

১৫। **অহঙ্কার হইতে নাস্তিকতা, মিথ্যা ও পাপের উৎপত্তি**—অহঙ্কার সকল অনর্থের একমাত্র কারণ। অহঙ্কার এমনই

পদার্থ যে স্বয়ং ভগবানও অহঙ্কারের প্রভাবে জীব হইয়া গিয়াছেন (২০)। **মোহ** হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতেই **সংসারের** উৎপত্তি। যাঁহার অহঙ্কার নাই, তাঁহার মোহও নাই সংসারও নাই (২১)। অহঙ্কার হইতে **মিথ্যার** উৎপত্তি ও অহঙ্কার হইতেই **ধর্ম্মনাশ** হয় (২২)। অহঙ্কার থাকিতে সমস্ত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিলেও ভগবানকে জানিতে পারা যায় না। যেমন হাতা রসে ডুবিয়া থাকিয়াও রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, তেমনিই অহঙ্কারী ব্যক্তি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না (২৩)। **অহঙ্কার হইতে নাস্তিকতা,** নাস্তিকতা হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতেই যত কিছু **পাপের** উৎপত্তি হইয়া থাকে।

১৬। **অহঙ্কার ত্যাগের নাম দীনতা**—দীনতাই সমস্ত জ্ঞানের মূল। অহঙ্কার ত্যাগের নামই দীনতা (২৪)। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমার **বুদ্ধি বিপরীত,** আমি ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলিয়া মনে করি—এই জ্ঞানের নামই **দীনতা** (২৫)। বেদ বলিয়াছেন—যে বলে আমি জানি সে কিছুই জানে না, আর যে বলে আমি কিছুই জানি না সেই সব জানে। যে জ্ঞানের অভিমান করে সে অজ্ঞানী ও যে **অজ্ঞানের অভিমান করে,** তাঁহাকে **পরম জ্ঞানী** বলিয়া জানিতে হয় (২৬)। এই দীনতার জন্য শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস করা উচিত। গুরুকৃপা ব্যতীত জ্ঞান কখনও হয় না (২৭)। ভ্রান্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীভগবান্ গুরুরূপে আবির্ভূত হন (২৮)। যাহার দেখিবার ইচ্ছা হয় সেই দেখিতে পায়। কেবল মন্দভাগ্য মনুষ্যই দেখিতে পায় না (২৯)।

১৭। **ভগবানের ইচ্ছাই সকল কার্য্যের কারণ**—ভগবদিচ্ছাই সমস্ত বস্তুর কারণ। শ্রীভগবানের পূর্ণ কৃপা না হইলে জ্ঞান

হইতে পারে না (৩০)। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়। তাঁহারই ইচ্ছায় পবন বাতাস দেন, সূর্য্য উত্তাপ দেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন, অগ্নি দগ্ধ করেন, যম জীবগণকে নাশ করেন (৩১)। **শ্রীভগবানের ইচ্ছা না হইলে আগুনে পোড়ে না**, জলে ডুবিতে পারে না, সাপে কামড়াইতে পারে না, রোগ হইতে পারে না, আর মৃত্যু ও ভয় পলায়ন করে (৩২)। জগতের উৎপত্তি রক্ষা ও নাশ যেমন শ্রীভগবানের ইচ্ছায় হইতেছে তেমনি শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই সকল বস্তুই আপনার স্বরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ যে বস্তু যাহা, সে বস্তু তাহাই থাকে ও সেইরূপ কার্য্য করে। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে কখন কখন এক বস্তু অপরের তুল্য কার্য্য করিতে থাকে অর্থাৎ **ভগবদিচ্ছায় কখন কখন বিষ অমৃতের কার্য্য করে** এবং অমৃতও বিষের কার্য্য করে, সেই জন্য বিষ খাওয়াইলে মানুষের জীবনরক্ষা হয়, আর অমৃত খাওয়াইলে মানুষের প্রাণবিনাশ হয় (৩৩)।

১৮। **মানুষ ভগবানের হাতের পুতুল—অচিৎবৎ পরতন্ত্র**—জগতে যাবতীয় বস্তুই অচিৎবৎ শ্রীভগবানের পরতন্ত্র। জড়-পদার্থ সকল যেমন আপন ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না, তেমনি **মনুষ্য** প্রভৃতি চেতন জীবসকলও আপন ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না (৩৪)। যেমন কুম্ভকারের হাতে মাটি, ছুতোরের হাতে কাঠ তেমনই মানুষ শ্রীভগবানের হাতে খেলনামাত্র। তিনি যাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে। আপনা হইতে কেহ কিছুই করিতে পারে না।

১৯। **সংসার মায়ার দ্বারা সৃষ্ট ও উল্টা পাল্টা**—মনুষ্য চেতন হইলেও অচেতন, একথা বড়ই বিপরীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জগৎ মায়া হইতে সৃষ্ট। মায়ার স্বরূপই বিপরীত অর্থাৎ মায়া দ্বারা

সব বস্তুই উল্টা পাল্টা বলিয়া মনে হয় (৩৫)। এই বৈপরীত্য জ্ঞান অর্থাৎ উল্টা পাল্টা জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান কখনই হয় না। এই জন্যই শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস রাখিও তবেই তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ **বিচার ত্যাগ করিলেই তোমার বিচার ও জ্ঞান হইবে।** সেই জন্য আপনাকে অজ্ঞানী জড় মনে করিয়া শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে কার্য্য করা উচিত। এই জন্য দীন হইলে জ্ঞান হয়, আমি অজ্ঞানী জানিলে জ্ঞান হয় ও চণ্ডাল অস্পৃশ্য হইয়াও পূজনীয় হইয়া থাকে (৩৬)।

২০ **মোক্ষই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। মুক্তি না হইলে আত্মঘাতী**—মায়া হইতেই **বৈপরীত্য** অর্থাৎ উল্টা পাল্টার সৃষ্টি (৩৭)। বৈপরীত্য হইতে মোহ অর্থাৎ ধোঁকার উৎপত্তি। ধোঁকা হইতে সংসার অর্থাৎ চিরকাল যাওয়া আসা বা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় (৩৮)। সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বন্ধ হওয়ার নামই **মুক্তি বা মোক্ষ**। যেমন চাকায় কাদা লাগিলে সেই কাদা চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে ও চাকা হইতে ছিটকাইয়া গেলে কাদা আর ঘুরিতে থাকে না, সেইরূপ মানুষ এই সংসারচাকায় অজ্ঞানের দ্বারা বদ্ধ ও সংসারের চাকার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জন্মিতে ও মরিতে থাকে ও অজ্ঞান নাশ হইলে সংসারচাকা হইতে ছিটকাইয়া পড়ে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে (৩৯)। সংসার হইতে মুক্তিলাভ করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে মনুষ্য দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারে না, শাস্ত্র তাহাকে **আত্মঘাতী** বলে (৪০)। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা ও গুরুহত্যা হইতেও **আত্মহত্যা মহাপাতক।**

২১। **কর্ম্মফল সঞ্চিত ও প্রারব্ধ**—সংসারী মনুষ্য নিজের নিজের কর্ম্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করে (৪১)। কর্ম্মফল কখনও নাশ

হয় না **উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়** (৪২)। মনুষ্য একদেহে যত কর্ম্ম করে তত কর্ম্ম সে ঐ দেহে ভোগ করিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম কেবলই জমিতে থাকে ও তাহাকেই **সঞ্চিত কর্ম্ম** বলে। এই রাশীকৃত সঞ্চিত কর্ম্মের যৎসামান্য অংশমাত্র ভোগ করিবার জন্য জীব দেহলাভ করে। সঞ্চিত কর্ম্মের এই যৎসামান্য অংশকে **প্রারব্ধ** বলে (যাহা ভোগ করিতে আরম্ভ হইয়াছে (৪৩)। জ্ঞান হইলে সঞ্চিত কর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রারব্ধের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না (৪৪) জ্ঞান না হইলে কি প্রারব্ধ কি সঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাশ হয় না। শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে ভক্তি হইলে যাবতীয় অশুভকর্ম্মের ফল কম হয় ও অভক্তির দ্বারা বৃদ্ধি পায় (৪২)।

২২। **সঙ্গই সকলের চেয়ে প্রবল কর্ম্ম**—মনুষ্যের সকল কর্ম্মের মধ্যে সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল (৪৫) একথা শুনিতে বিপরীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। রেল অথবা মোটরগাড়ীতে কোনও জড়পদার্থ রাখিয়া দিলে সেও ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত গমন করিতে পারে। নৌকা যখন গঙ্গায় ডুবে তখন সেই নৌকার আরোহীগণও সেই সঙ্গে ডুবিয়া যায়। আগুন লাগিয়া যখন ঘর পুড়িয়া যায় তখন সেই ঘরে যে থাকে সেও তখন পুড়িয়া যায়। মোটর গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া যখন গাড়ী উল্টাইয়া যায়, তখন তাহার আরোহীও সেই সঙ্গে উল্টাইয়া পড়ে। উঁচু হইতে কঠিন পাথর প্রভৃতির উপর পড়িলে হাত পা সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু ঘাসের গাদায় পড়িলে কোন চোটই লাগে না। **এই সংসারের সৃষ্টিও সঙ্গ হইতেই** হইয়াছে। অতএব সঙ্গ যে সকলের চেয়ে প্রবল ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

২৩। **সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ**—সঙ্গ দুই প্রকার, সৎ ও অসৎ।

সৎসঙ্গ শ্রেয়স্কর ও অসৎসঙ্গ প্রেয়স্কর অর্থাৎ সৎসঙ্গ হইতে কেবল কল্যাণ হয় ও অসৎসঙ্গ কেবল প্রিয় (১২)। **যাহা প্রিয় ও আপাত মধুর তাহা অসৎ** (৪৬) এবং যাহা হইতে মানুষের পরম কল্যাণ হয় যাহা মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়—তাহাই সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ না হইলে অসৎসঙ্গ নিশ্চিত হইয়া থাকে ; অসৎসঙ্গ দুই প্রকার—একপ্রকার সৎসঙ্গের বিপরীত আর একপ্রকার সৎসঙ্গের অভাব মাত্র। উভয় প্রকার অসৎসঙ্গ হইতেই ক্ষতি হইয়া থাকে। যে অসৎসঙ্গ সৎসঙ্গের বিরুদ্ধ, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হয় ও যাহা সৎসঙ্গ নহে পরন্তু সৎসঙ্গের বিরুদ্ধও নহে সেই অসৎসঙ্গ হইতে ক্ষতি অল্প হয় এই মাত্র বিশেষ।

২৪। **সৎসঙ্গ তিন প্রকার সাধুসঙ্গ, ভগবৎসঙ্গ, ও আচার**—সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গ, ভগবৎসঙ্গ ও আচার অর্থাৎ সদাচার। আচারকে আহারও বলা যায় (৪৭)। এই তিন প্রকার সঙ্গের মধ্যে ভক্তসঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও অত্যন্ত প্রবল। এজন্য **সৎসঙ্গ বলিলে ভক্তসঙ্গই বুঝায়**। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত মনুষ্যের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না (৪৮)। কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া পূজাদি করিলেও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গ মিলে না। কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে যখন ভাগ্যোদয় হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হয়, তখনই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়। ভক্তসঙ্গ লাভ হইলে অজ্ঞান, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি সবই নাশ হয় ও শেষে বিবেক অর্থাৎ ভাল মন্দ জ্ঞান হয় (৪৯)। ভক্তমাহাত্ম্য এমনই অপরূপ যে শ্রীভগবানের ভক্ত অস্পৃশ্য চণ্ডাল হইলেও সেই **অস্পৃশ্য চণ্ডালই সাক্ষাৎ ভগবান তুল্য হইয়া** থাকেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও সেই চণ্ডাল ভক্তকেই ভগবানের ন্যায় পূজা করা উচিত (৫০)।

২৫। **ভগবৎসঙ্গ শাস্ত্রচর্চ্চা, নামস্মরণ ও গুণ কীর্ত্তন**

—ভক্তসঙ্গ হইতেই প্রকৃত ভগবৎসঙ্গ হইয়া থাকে। যতদিন ভক্তের কৃপালাভ করিতে না পারা যায় ততদিন আর ভগবানের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হয় না। তথাপি সকল মনুষ্যই যথাসাধ্য শাস্ত্রচর্চ্চা, নামস্মরণ, জপ ও অবশেষে শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত দিন রাত ঘুরিয়া বেড়ান অনুচিত। শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে **ত্রিবর্গ** এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকে **চতুর্বর্গ** বলে। সংসারের জন্য অর্থ ও কামের কোন্ কথা, ধর্ম্মের জন্যও **অতিকৃচ্ছ্র** অর্থাৎ অত্যন্ত পরিশ্রম, অত্যন্ত প্রযত্ন বা অত্যন্ত চেষ্টা করা একান্ত অনুচিত (৫১)। পরমার্থের জন্য প্রতিদিন কিছু সময় পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। সেই সময়ে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি করা উচিত। সংসারের সকল কাজের মধ্যেও অনেক সময় নাম স্মরণ করা যাইতে পারে।

২৬। **গুণবাদ বা গুণকার্ত্তন**—শ্রীভগবান্ কি করিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন ইহাকে শ্রীভগবানের **গুণ বা লীলা** বলে। শ্রীভগবানের ভক্তরক্ষারূপ গুণকীর্ত্তন করার নাম **গুণবাদ**। নাম স্মরণ অপেক্ষা গুণবাদ লক্ষগুণ ফলদায়ক (৫২)। এই গুণবাদের জন্যই মনুষ্যের জিহ্বার সৃষ্টি। **পশুর জিহ্বার দ্বারা গুণবাদ হইতে পারে না—ইহাই মনুষ্য ও পশুর মধ্যে বিশেষ।** যে মনুষ্য শ্রীভগবানের গুণগান করে না তাহার তুল্য দুর্বুদ্ধি আর কেহ নাই। সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বুদ্ধির বশে বৈকুণ্ঠের সিঁড়ি পাইয়াও আরোহণ করে না (৫৩)।

২৭। **আচার**—তিন প্রকার সৎসঙ্গের মধ্যে আচারই সকলের সাধ্য। সহজসাধ্য বলিয়া তিন প্রকার সৎসঙ্গের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকলেই আচার পালন করিতে পারে। **আচারই ধর্ম্ম, আচারই তপস্যা ও আচারই জ্ঞান**। আচার হইতে না হয় এমন কোন বস্তুই

নাই (৫৪)। আচার হইতে আয়ুঃ ও অক্ষয় ধনলাভ হইয়া থাকে। আচারই মানুষের যাবতীয় দুর্লক্ষণ নাশ করিয়া থাকে (৫৫)। যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু আচার পালন করে না সে পতিত। সে কোন প্রকার শুভকর্ম্ম করিবার অধিকারী নহে (৫৬)। মন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞের কোন্ কথা—**পরম ভক্তও আচারভ্রষ্ট হইলে পতিত হইয়া থাকে** (৫৭)। আচারের অশেষ গুণ স্মরণ করিয়া হিন্দুমাত্রেরই তপস্যা জ্ঞানে আচার যথাসাধ্য পালন করা উচিত।

২৮। **অসৎসঙ্গ তিন প্রকার নারীসঙ্গ, অনাচার ও ব্যর্থকর্ম**—সৎসঙ্গ যেমন তিন প্রকার, অসৎসঙ্গও তেমনি তিন প্রকার —নারীসঙ্গ, অনাচার ও ব্যর্থকর্ম্ম। আচারের গুণ হইতে **অনাচারের** দুর্গুণ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। মন্দভাগ্য ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির সময় বৃথা ব্যয় হয়। তাহার রাত্রি নিদ্রায় ও দিন বৃথা কর্ম্মে কাটিয়া যায় (৫৮)। সময় বৃথা নষ্ট করা অত্যন্ত অপরাধ। সময়ের সমষ্টিই জীবন। যদি প্রত্যহ চারি ঘণ্টা করিয়া বৃথা কর্ম্মে কাটান যায়, তাহা হইলে প্রতি ছয় বৎসরে এক বৎসর করিয়া আয়ুঃ কমিয়া যায় অর্থাৎ ছয় বৎসর জীবন না হইয়া পাঁচ বৎসর মাত্র হয়। অতএব **বৃথা কর্ম্ম করা আর আত্মহত্যা** করা একই কথা।

২৯। **নারীসঙ্গ সর্ব্বনাশের হেতু**—নারীসঙ্গের তুল্য পরমার্থনাশক বস্তু আর কিছুই নাই। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—নরকে যাইবার একমাত্র পথ—নারী (৫৯)। নারীসঙ্গ ও নারীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যেরূপ মোহ ও সংসার বন্ধন হয়, এমন আর কোন প্রকার সঙ্গ হইতে হয় না (৬০)। সংসারের পুষ্টির নিমিত্তই মনুষ্যকে মোহিত করিবার জন্য মায়া হইতে নারীর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব **অগ্নিতে পতঙ্গ** প্রভৃতি যেমন **পুড়িয়া যায় তেমনি নারীসঙ্গেও মনুষ্য** ক্ষণকালের

মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় (৬১)। যাহার চিত্ত স্ত্রীসঙ্গে আসক্ত, যাহার স্ত্রীসঙ্গই প্রিয়, তাহার আবার বিদ্যাই বা কি আর তপস্যাই বা কি? তাহার ত্যাগই বা কোথায়? (৬২)। নারীসঙ্গ এমনই ভয়ানক যে সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র নারীগণের উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আদেশ করিয়াছেন—আপনার মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও একাকী মিলিত হইবে না, ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। সে কোন বাধা মানে না। জ্ঞানী পুরুষেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয় (৬৩)। **মায়াই নারীর রূপ ধরিয়া মনুষ্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।** বুদ্ধিমান মনুষ্য নারীকে মৃত্যুর স্বরূপ বলিয়া দেখেন। তৃণাচ্ছন্ন কূপ হইতে যেমন পৃথক্ থাকিতে হয় তেমনি নারী-সঙ্গ হইতেও সর্ব্বদা নিজেকে বাঁচাইয়া চলা উচিত (৬৪)। মৃগ যেমন ব্যাধের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মনুষ্যও তেমনি নারীসঙ্গে মোহিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় (৬৫)।

৩অ"—নাস্তিকগণের শাস্ত্রব্যবস্থার বিপরীত চেষ্টা।

৩০। **মোক্ষই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য**—মোক্ষ বা মুক্তিলাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র সার্থকতা। মনুষ্যদেহ অত্যন্ত দুর্লভ। লক্ষ লক্ষ জন্মে মনুষ্যজন্ম ভাগ্যক্রমে লাভ হয়। **মনুষ্য দেহই ভবসাগর পারের নৌকা।** গুরু এই দেহনৌকার মাঝি। ভগবৎকৃপা ইহার অনুকূল বায়ু। এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে মনুষ্য ভবসাগর পার হইতে পারে না সে **আত্মঘাতী** (৬৬)। যে সংসারে লক্ষ জন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় সে **সংসারখাঁচার দ্বার খোলা পাইয়াছে** জানিতে হইবে। পাখী যেমন খাঁচার দ্বার খোলা পাইয়াও তুচ্ছ গোটাকতক ছোলা বা দানার লোভে খাঁচা ছাড়িয়া বাহির হইতে

চাহে না সংসারাসক্ত মানুষও তেমনি মনুষ্যদেহ পাইয়াও তুচ্ছ সংসার সুখের জন্য মুক্তির কোন চেষ্টাই করে না। অতএব সে বৈকুণ্ঠে চড়িয়াও সংসারে পড়িয়াছে জানিবে (৬৭)।

৩১। **শাস্ত্রের ব্যবস্থা নয়টী নাস্তিকগণের প্রতিকূল ব্যবস্থা নয়টী**—সংসারবন্ধন অহঙ্কার হইতেই হয়। সঙ্গগুণে এই অহঙ্কার নষ্ট হয় ও সঙ্গদোষে এই অহঙ্কার বাড়িতে থাকে। অতএব মোক্ষলাভের জন্য শাস্ত্র নয়টী প্রধান ব্যবস্থা করিয়াছেন—অহঙ্কারের ৩টী সৎসঙ্গের ৩টী ও অসৎসঙ্গের ৩টী। নাস্তিকগণও ধর্ম্মনাশের জন্য এই নয়টী ব্যবস্থারই প্রতিকূল ব্যবস্থা করিয়াছে।

৩২। **শাস্ত্র ব্যবস্থা—অহঙ্কার ত্যাগের ৩টী**—অহঙ্কার ত্যাগের জন্য শাস্ত্রে তিনটী মুখ্য ব্যবস্থা আছে। যথা—(১ম) শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস (২য়) সংসারী মনুষ্যের বুদ্ধি বিপরীত অর্থাৎ সংসারী মনুষ্য ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিয়া মনে করে ও সংসারী ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধি একেবারে নাই জানিয়া নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করা ও (৩য়) ভগবানই মালিক। মানুষ তাঁহার **হাতের পুতুল**—এই কথা অভ্যাস করা ও শরণাগত হওয়া।

৩৩। **শাস্ত্র ব্যবস্থা—সৎসঙ্গের ৩টী ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগের ৩টী**—সঙ্গ সকলের চেয়ে প্রবল, এজন্য (৪র্থ) **আচার** (৫ম) **ভগবৎসঙ্গ** অর্থাৎ শাস্ত্র চর্চ্চা, নামস্মরণ, জপ ও গুণবাদ ও (৬ষ্ঠ) **ভক্তসঙ্গ** বা সৎসঙ্গ সর্ব্বদা যথাসাধ্য করা উচিত। অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব (৭ম) **নারীসঙ্গ** (৮ম) **অনাচার** ও (৯ম) **বৃথা কর্ম্ম** ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৪। **নাস্তিক ব্যবস্থা—অহঙ্কার বৃদ্ধি**—ধর্ম্মনাশের

ব্যবস্থাও ঠিক শাস্ত্রব্যবস্থার প্রতিকূল। অহঙ্কার ত্যাগ করাই সকল জ্ঞানের মূল। অতএব **বিচার বিবেকের মিথ্যা ভাণ** করিয়া অহঙ্কারের বৃদ্ধি করাই ধর্ম্মনাশের সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা। সংসারান্ধ অজ্ঞানী জীবের মিথ্যা বিচার ও বিবেকের বিরুদ্ধে যে শাস্ত্র, সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়, আর যদিও বা উহা শাস্ত্র হয় তো প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত—এই তিন প্রকার বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার **ক্ষিপ্ত**—ইহাই নাস্তিকগণের মত। যাহা শাস্ত্রে ছিল না পরে মিথ্যা করিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলে। ক্ষিপ্তলোকই অর্থাৎ পাগলেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া শাস্ত্র না মানিবার ছুতা করে।

৩৫। **নাস্তিক ব্যবস্থা—সৎসঙ্গের নিন্দা ও অসৎসঙ্গের পূজা**—সৎসঙ্গই মুক্তির কারণ ও অসৎসঙ্গ সর্ব্বনাশের কারণ। অতএব আচারের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাস এবং অনাচারের পূজা করা শাস্ত্র, গুরু ও **ভগবানের নিন্দা করা** এবং বৃথা সময় নষ্ট করা প্রভৃতি ধর্ম্মনাশের পন্থা। এই সব উপায়ে জমি তৈয়ারী করিয়া ধর্ম্মনাশকারী নাস্তিকগণ **নারীসঙ্গের** প্রতিষ্ঠা ও পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেন না নারীসঙ্গ অসৎসঙ্গের ব্রহ্মাস্ত্র। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পড়িলে ক্ষণমাত্রেই ভস্মীভূত হয়, মনুষ্যও তেমনি নারীসঙ্গে অতি সত্বর নাশপ্রাপ্ত হয়।

৩৬। **নাস্তিকবিচার এক অপূর্ব্ব বস্তু**—নাস্তিক বিচার ও বিবেক এক অপূর্ব্ব বস্তু। ভগবান্ নাই। যদি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকে ত সে সৃষ্ট জীবের তুলনায় কিছুই নয়। যদি স্বীকার করা যায় সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা হইলেও শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য নহে। আর যদি শাস্ত্র ভগবদ্বাক্যই হয় তবে নিজের অভ্রান্ত বিচার ত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত ভগবদ্বাক্য মানিয়া চলা মূর্খতার চরম। যদি ভগবদ্বাক্য অভ্রান্ত মানা যায়

তাহা হইলেও প্রক্ষিপ্তাদি অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া উহাকে একেবারে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। অর্থাৎ উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মিথ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড়ই সহজ। শাস্ত্র বাক্য অভ্রান্ত বা ভ্রান্ত যাহাই হউক কলিযুগের **মনুষ্যের অভ্রান্ত বিচারের নিকট ভগবদ্বাক্য সর্ব্ব প্রকারে অগ্রাহ্য।**

৩৭। **কলির মানুষ দুনিয়ার মালিক**—সত্য প্রভৃতি যুগে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরের বশীভূত ছিল, এখন এই কলিযুগে মানুষই দুনিয়ার মালিক। আপনার বিচার ও বুদ্ধির বলে কলিযুগের মনুষ্য সৃষ্টি স্থিতি লয় সবই করিতে পারে। বিনা কষ্টে উহারা **অস্পৃশ্য** চণ্ডালকে পূজনীয় করিয়া দিয়াছে, ত্রিকালজ্ঞ ও নিষ্পাপ **ঋষিগণকে** স্বার্থপর মিথ্যাপ্রিয় ও ভ্রান্ত বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের একমাত্র কারণ **আচারকে** পাগলামি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্মনাশক **অনাচারকে** আচারের আসনে বসাইয়াছে ও মনুষ্যত্ব বিনাশক সংসারবন্ধনের মূল ও অজ্ঞানের একমাত্র হেতু নারীসঙ্গকে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করা উচিত—ইহাও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

৩৮। **নারীসঙ্গই প্রাণ—দুষ্টশাস্ত্র উহার নিন্দা করে**—শাস্ত্র বলেন—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" অর্থাৎ দিন রাত সন্ধ্যা পূজা করিবে। আর কলিযুগের বিচার বলে **"অহরহঃ নারীসঙ্গমুপাসীত"** দিন রাত নারীসঙ্গের পূজা করিও অর্থাৎ নারীসঙ্গ ছেড়ে এক মিনিটও কাটাইও না। স্কুল কলেজে পড়িবে—নারীসঙ্গ না হইলে বিদ্যাবুদ্ধি খুলিবে কেন? সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইবে তখনও যদি নারীসঙ্গ না হয় তবে প্রাণ রাখা যাইবে কি করিয়া? নারীসঙ্গই বিশুদ্ধ পরমানন্দের এক মাত্র কারণ। দুষ্ট শাস্ত্রই দুর্ব্বুদ্ধি পরবশ হইয়া এই বিশুদ্ধ

আনন্দকে নাশ করিবার **জন্ত উত্তম** হইতেও উত্তম নারীসঙ্গকে অযথা হইতেও অযথা ভাবে নিন্দা করিয়াছে।

৩৯। **সংখ্যর্ষি, অপূর্ব্ব নাস্তিক বিচারের অদ্ভুত সহায়**—১। নাস্তিক বিচার যেমন অপূর্ব্ব, নাস্তিক বিচারের সহায়ও তেমনি অদ্ভুত। ভগবদ্বাক্য ও **ত্রিকালজ্ঞ** ঋষিগণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সংখ্যর্ষি বাক্য শিরোধার্য্য **করাই কালেয়** বিবেক বিচারের চরম পরিণাম। **কলিকালের** আশ্চর্য্য **বিচার** বিবেককে **কালেয় বিচার** বিবেক বলা যায় ও **ভোটই কলিকালের নবীন** ঋষি ও তাহার নাম **সংখ্যর্ষি** (**সংখ্যা+ঋষি**)।

২। আজকাল ভাল **মন্দ ঠিক করিবার** একমাত্র উপায় ভোট লওয়া। অর্থাৎ অধিক লোক **ভাল বলিলেই** ভাল হইল আর অধিক লোক মন্দ বলিলেই মন্দ হইল। **জিনিসটী প্রকৃত ভাল কি মন্দ তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।** যতই ভাল জিনিষ হউক না কেন অধিক লোক মন্দ বলিলে **ঐ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই** মন্দ মানিতেই হইবে যদি অধিকাংশ গাধা মিলিয়া **ঠিক করে** তাহারাই পণ্ডিত ও ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা গাধা তাহা হইলে **অবশ্যই মানিতে** হইবে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরাই গাধা অতএব সংখ্যা বা ভোটই **কলিকালের** ঋষি ও উহার নাম সংখ্যা ঋষি বা সংখ্যর্ষি।

৪০। **সংখ্যর্ষি মত ধর্ম্ম প্রভৃতি বাজে বিষয়ে গ্রাহ্য ও আসল বিষয়ে অগ্রাহ্য**—**এই মিথ্যা কলিযুগের সবই মিথ্যা।** ধর্ম্মনাশের **নিমিত্ত** সংখ্যর্ষির নিকট ত্রিকালজ্ঞ ঋষিও তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ। কিন্তু **আসল আসল কথায়** সেই সংখ্যর্ষিকে মানিবার কল্পনা করে **এমন মানুষ তো দেখা** যায় না। **গণিতশাস্ত্র** বিষয়ে সংখ্যর্ষির মত **কথনও চলে না,** চলিতে পারেও না। **বিজ্ঞান, চিকিৎসা।**

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে **সংখ্যর্ষিমত সর্ব্বদাই অগ্রাহ্য।** এমন কি যুদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি স্থূল স্থূল বিষয়েও ভোট চলে না। কেবল ধর্ম্মবিষয়ক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম কথা হইলে সংখ্যর্ষিমতই সকলের চেয়ে প্রবল হয় ইহাই কলিযুগের বৈচিত্র্য।

৪র্থ অং—মায়া ও শাস্ত্রের মোটা কথার প্রমাণ।

৪১। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই মায়া—মায়া বিপরীত। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইয়াছিল আমি এক, বহু হইব (৬৮)। ইহারই নাম সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। এই **সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার** নামই মায়া (৬৯)। মায়া ও সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা **একই কথা**। মায়ার স্বরূপ **বৈপরীত্য** (৭০)। কেননা মায়া অর্থাৎ সৃষ্টির **ইচ্ছাতেই** একই ভগবান হইতে বহু মূর্ত্তির উৎপত্তি। **এক কখনও বহু হইতে পারে না। ও বহু কখনও এক হইতে পারে না।** এই বৈপরীত্য মনুষ্য কখনই ধারণা করিতে পারে না। যে বস্তু যাহা সে বস্তু তাহাই অন্য বস্তু নহে, ইহাই মনুষ্য বিচারের ভিত্তি। যে বস্তু যাহা, সে বস্তু তাহা নয়—ইহা মনুষ্য ধারণাও করিতে পারে না। গরু **গরুই,** ঘোড়া ঘোড়াই—গরু ঘোড়া নয় আর ঘোড়াও গরু নয়—**ইহাই মনুষ্য** বিচার। **গরু গরু নয়,** ঘোড়া ঘোড়া নয় এই উল্‌টা পাল্‌টা **কথা মানুষ** ধারণাও করিতে পারে না, বোঝা ত দূরের কথা। **এই** বৈপরীত্যতেই মায়া প্রতিষ্ঠিত। অতএব মায়া বুদ্ধির গম্য নহে এবং **মায়ার বিষয়ে বিচারও চলিতে পারে না।**

৪২। মায়া হইতে সংসারবন্ধন কি করিয়া হয়—মায়ার বৈপরীত্য হইতে **মোহ** (৭১) অর্থাৎ **অজ্ঞানের** উৎপত্তি। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে **বিপরীতবুদ্ধি** (২৫) ও বিপরীত বুদ্ধি

হইতেই **অহঙ্কার**। আমিই দেহ (৭২) এই অজ্ঞানের নাম অহঙ্কার, দেহাভিমান (৭৩) বা দেহাত্মবুদ্ধি (৭৪)। এই অহঙ্কার হইতেই আমি অন্য হইতে পৃথক্ এই **ভেদবুদ্ধি** উৎপন্ন হয় (৭৫)। ভেদবুদ্ধি হইতে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা অর্থাৎ আমিই করি, আমিই খাই এই প্রকার অভিমান উৎপন্ন হয় (৭৬) অর্থাৎ এই কার্য্য আমি করিয়াছি অন্য কেহ নহে, এই জিনিষ আমি খাইয়াছি আর কেহ নহে এই অভিমান বা অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহাকেই **কর্ত্তৃত্বাভিমান** বলে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে কর্ম্মফলের উৎপত্তি (৭৭) ও কর্ম্মফল হইতে সংসার অর্থাৎ বার বার যাওয়া আসা বা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে থাকে (৪১)। যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তাহার কর্ম্মফলও নাই অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না (৭৭)।

৪৩। বিশ্বাস, দীনতা, শরণাগতি মূল কেন?—

১। মোক্ষই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অহঙ্কার হইতে সংসারের উৎপত্তি। অতএব **অহঙ্কার ত্যাগই মনুষ্যের একমাত্র কার্য্য।**

২। অজ্ঞান হইতে অহঙ্কার। অতএব **বীজাঙ্কুর ন্যায়ে** (৭৮) অহঙ্কার হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর (গাছ) হয় ও অঙ্কুর (গাছ) হইতে বীজ হয় বলিয়া আঁটি হইতে গাছ ও গাছ হইতে আঁটি দুইই বলা যায় অর্থাৎ প্রত্যেকটীই সব কয়টির কারণ সেইরূপ অজ্ঞান হইতে অহঙ্কার হয় বলিয়া অহঙ্কার হইতে অজ্ঞান হয় ইহাও বলা যায়।

৩। এই কারণেই অহঙ্কার ত্যাগ করিলেই জ্ঞান হয়। অতএব জ্ঞান ও মুক্তির জন্য অহঙ্কার ত্যাগই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানলাভের জন্য বিশ্বাস, দীনতা, শরণাগতি ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৪৪। **বিপরীত বুদ্ধি ভিন্ন মনুষ্য হয় না**—মায়া অর্থাৎ বৈপরীত্য হইতে মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়। এই **বিপরীত বুদ্ধি** হইতেই আত্মা দেহ এই **অহঙ্কারের সৃষ্টি ও সংসার।** অতএব সংসারী জীবের বিপরীত বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যথার্থ বুদ্ধির উদয় হইতেই পারে না। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই জীবের যথার্থ বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই জীব সংসার হইতে মুক্ত হয়।

৪৫। **যথার্থ বুদ্ধি কি? মন পরম শত্রু**—এই যথার্থ বুদ্ধি কি? **সংসারী মনুষ্যমাত্রের বুদ্ধি বিপরীত এই জ্ঞানের নাম যথার্থ বুদ্ধি** বা যথার্থ জ্ঞান। যতদিন সংসারী মনুষ্যের এই যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন আর তাহার কোন বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র দীনতা ও মন বশ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। মনই আত্মাকে নাশও করিয়া থাকে (৭৯)। অতএব **মনের কথা কখনও শুনিবে না** (৮০)। এ কথা সর্ব্বত্র সুবিদিত। (প—৬৩)

৪৬। **মনুষ্যের বিচার থাকিতেই পারে না**—বিপরীত বুদ্ধি যতদিন নাশ না হয় ততদিন আর বিচারের কথা মুখে আনা ধৃষ্টতা মাত্র (৮১)। বিশ্বাস, দীনতা, মনকে সন্দেহ করা প্রভৃতির অভ্যাস করিলে বিপরীত বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। **যে পরিমাণে বিপরীত বুদ্ধির লোপ পায়, সেই পরিমাণেই প্রকৃত বিচার** ও বিবেকের উদয় হইতে থাকে (৮২)।

৪৭। **বিপরীতবুদ্ধি নাশই শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য—এই কথা বুঝিলেই শাস্ত্র বুঝা যায়**—বিপরীত বুদ্ধির নাশই

শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র এই বিপরীত বুদ্ধির নাশের জন্যই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গূঢ় কথা মনে রাখিলে শাস্ত্র বুঝা অতি সহজ হয়। বিপরীতবুদ্ধি মনুষ্য কখনও শাস্ত্র বুঝিতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্র বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া আদেশ অর্থাৎ শাসন করিয়াছেন। বিপরীত বুদ্ধি যেমন যেমন দূর হইতে থাকে মনুষ্যের শাস্ত্র বুঝিবার শক্তিও তেমন তেমন বাড়িতে থাকে। এ জন্য শাস্ত্র কিছু কিছু তত্ত্ব কথাও বুঝাইয়াছেন। মায়ার জন্যই শাস্ত্রতত্ত্ব মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্ব কেহ কখন জানিতে পারে না (৮৩)।

৪৮। **দেহসঙ্গ হইতে সংসার—অতএব সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল** :—আমি দেহ এই অজ্ঞান হইতেই দেহসঙ্গ ও দেহসঙ্গ হইতেই সংসার উৎপন্ন। অতএব সঙ্গই সংসারের কারণ। সেজন্য সঙ্গই সংসারের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রবল। সৎসঙ্গ হইতে ভাল ও অসৎসঙ্গ হইতে মন্দ ফল হয়—ইহা বুঝা কিছু কঠিন নয়। অতএব অনাচার বর্জ্জন ও আচার পালন করাই ধর্ম্ম। উহাই তপস্যা, আর উহাই জ্ঞান।

৪৯। **চণ্ডাল অস্পৃশ্য কেন?**—শাস্ত্র বলেন অপরের সহিত আলাপ, স্পর্শ, শয়ন বা ভোজন করিলে উহার পাপ নিজের উপর চড়িয়া যায় (৮৪)। অতএব পাপীর সঙ্গ কদাপি করিবে না। চণ্ডাল সকলের চেয়ে পাপী। **ঘোর পাপ বশেই মনুষ্য চণ্ডাল কুলে জন্ম লয়। চণ্ডাল পাঁচ প্রকার**—জাতিতে চণ্ডাল এক প্রকার ও আচরণে চণ্ডাল চারি প্রকার। চণ্ডালবংশে জন্মিলে চণ্ডাল হয়, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও যে অকৃতজ্ঞ, অনাচারী, ক্রোধী

ও শঠ বা ঠগ হয় তাহাকে আচরণে চণ্ডাল বলিয়া জানিবে (৮৫)। **ভগবদ্‌বিমুখ** ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধিক পাপী। অর্থাৎ যে নাস্তিক শাস্ত্র মানে না কিম্বা ভগবানের নাম পর্য্যন্তও স্মরণ করে না সে চণ্ডালেরও অধম (৮৫) **এই সকল ব্যক্তির সঙ্গ আত্মরক্ষার জন্য বিষবৎ বর্জ্জন করিবে** (১৯)।

৫০। **অস্পৃশ্যতা অহঙ্কার নহে**—মূর্খ নাস্তিক ব্যক্তি নিজের দুষ্ট ও বিপরীত বুদ্ধিতে ইহাকে "ছুৎমার্গ" বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করে। কোনও কোনও নাস্তিকের মূর্খতা ও অহঙ্কারের মাত্রা এতই অধিক যে এই অস্পৃশ্যতার জন্য জগৎপূজ্য হিন্দুশাস্ত্রের সবই অগ্রাহ্য—ইহাও তাহারা বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। শাস্ত্রের বিধান অনুপম ও নির্দ্দোষ ইহা বলিবারও প্রয়োজন নাই। সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র বলেন "আত্মরক্ষার নিমিত্ত চণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিবে ও অহঙ্কার হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ঐ অস্পৃশ্য চণ্ডালকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে (৩৬)। **অর্থাৎ চণ্ডাল আত্মরক্ষার জন্য অস্পৃশ্য ও অহঙ্কার ত্যাগের জন্য নমস্য।**

৫১। **চণ্ডাল কি করিয়া পবিত্র হয় ?**—১। চণ্ডালাদির ঘোর অপবিত্র দেহকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র **আচার** ও **ভগবদ্ ভক্তির** ব্যবস্থা করিয়াছেন। মূর্খ নাস্তিকগণ যাহাতে চণ্ডালাদির অপবিত্রতা আরও বাড়ে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া চণ্ডালদিগকে শুদ্ধ করিতে চাহিতেছে। তাহাদের মতে আজকালকার লেখা পড়া, পয়সা রোজগার ও শাস্ত্র নিন্দা করিতে পারিলেই চণ্ডাল উদ্ধার হইল। আজকালকার **লেখাপড়াকে** শাস্ত্র, বিদ্যা না বলিয়া **অবিদ্যা** বলেন, কেন না উহাতে সাংসারিক লাভ হয় বটে কিন্তু পরকালে কেবল ক্ষ

হয়। শাস্ত্রের ব্যবস্থাই যে ঠিক ও নাস্তিক ব্যবস্থাই যে চণ্ডালাদির সর্ব্বনাশের কারণ তাহাও কি বিস্তার করিয়া বুঝাইতে হইবে ?

২। **যে ব্রাহ্মণ হইয়াও ভক্ত নহে সে চণ্ডাল।** তাহার দিকে তাকানও উচিত নহে। যিনি জাতিতে চণ্ডাল হইয়াও ভক্ত হন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোকই পবিত্র করেন (১৯)। ব্রাহ্মণ যদি সর্ব্বশাস্ত্র জানে তাহা হইলে আমার প্রিয় হয় না। আমার **ভক্ত চণ্ডাল** হইলেও আমার প্রিয়। সেই চণ্ডালকে দান করিবে, তাঁহার হাত হইতে দান গ্রহণ করিবে ও তাঁহাকে **ভগবানের ন্যায়** পূজা করিবে (৫০)। চণ্ডালের কোন্ কথা ম্লেচ্ছও ভগবদ্‌ভক্ত হইলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুনি ও জ্ঞানী বলিয়া জানিবে (৮৬)।

৫ম অং—বিজ্ঞান দ্বারা শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা

৫২। বিচারের ভাণ করিয়া শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা।

—১। সাধারণ লোকের কলিযুগে বিচারের গন্ধও নাই তাহা দু একটী কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। মনুষ্য মাত্রের বিচারের অভাব এমনই প্রবল যে, যে বিষয়ের সহিত সারা জীবনের পরিচয়, সেই বিষয় সম্বন্ধেও মানুষ কিছুই জানে না। দেহের সহিত মানুষের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তেমন আর কোন বস্তুর সহিত নহে। তথাপি কোন মনুষ্য **রোগ** হইলে বুঝিতে পারে না। এমন কি স্বয়ং চিকিৎসকও নিজের কিংবা স্ত্রী-পুত্রাদির চিকিৎসা করিতে পারে না

২। দেহের পর **ভাষার** সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু মানুষ যে শব্দকে প্রতিদিন ব্যবহার করে, সে শব্দেরও প্রকৃত অর্থ জানে না। এমন কি শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হয় ও উহাকে শব্দশাস্ত্র বলে—ইহাও মানুষ জানে না।

৩। দেহ ও ভাষা অপেক্ষা যে **সকল বস্তুর** সহিত পরিচয় কম, সেই সকল বিষয়ে নিজের বিচার সম্পূর্ণ **অসহায়**—এ কথা বলিবারই দরকার নাই। এক কথায় ইহা বলিলেই **যথেষ্ট হইবে** যে দুই বৎসর পড়িয়া দশটী প্রশ্নের মধ্যে কেবল তিনটী মাত্র প্রশ্নের উত্তর করাই যাহার কঠিন বলিয়া মনে হয় সেও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ে বিচারের ভাণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? অথবা যে **বুদ্ধি সূক্ষ্ম** বস্তু বুঝিতে পারে, সে **কি কখনও স্থূল বস্তু বুঝিতে পারে**? (৮৭) যে **চালনী** দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু চালা যায়, তাহা দ্বারা কি স্থূল বস্তু চালা যায়?

৫৩। নব বিজ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা—

যখন বিচারের দ্বারা শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা বিফল হয় তখন কলিযুগের মনুষ্য নূতন ওজর সৃষ্টি করে। যদিও সাধারণ মনুষ্যের বিচারের অভাব আছে কিন্তু নববিজ্ঞান বিচারে ভরা একথা সকলকেই মানিতে হইবে। শাস্ত্র নববিজ্ঞানের মতের বিরুদ্ধে অতএব কদাপি শাস্ত্র মানা উচিত নয়। যে নব বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা করা হয় সেই নব বিজ্ঞান যে কি বস্তু তাহা নববিজ্ঞানের পাণ্ডাগণ নিজমুখেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নব বিজ্ঞানের সমস্তই আন্দাজমাত্র। (L)

কোনও কথারই ঠিক নাই ও থাকিতে পারে না। (L) কেন না মনুষ্যবুদ্ধি ভ্রান্ত। (D) সত্য সূক্ষ্ম। অতএব স্থূল দৃষ্টিতে সত্যের নির্ণয় হয় না। (F) বিজ্ঞান সত্য জানিতেই পারে না। (A) শুধু তাহাই নহে বিজ্ঞান সত্য জানিতেও চাহে না। (P) বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না। (A)

জীনস্ বলেন নব বিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা আন্দাজমাত্র ও অনি-

শ্চিত। আমরা সত্যের সন্ধান পাই নাই। **হ্যালডেন্** বলেন নব বিজ্ঞানের প্রত্যেক মত মিথ্যা। নব বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান মতের মধ্যে এতই মিথ্যা আছে যে উহাদিগকে কাল্পনিক বলা উচিত। (L)

প্ল্যাঙ্ক বলেন গণিত শাস্ত্রে কিছুমাত্র বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। গণিত শাস্ত্রে যতই প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হউক না কেন খাটাইয়া না দেখা পর্য্যন্ত আর তাহাতে অনুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না। সকল প্রমাণেই সন্দেহ থাকিয়াই যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব যতই নিখুঁত হউক না কেন একটী যৎসামান্য ঘটনার দ্বারাই উল্টাইয়া যায়। **এডিংটন** বলেন মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রান্ত। অতএব :বিচার কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। (D)

প্ল্যাঙ্ক বলেন স্থূল জগৎ মিথ্যা ও সূক্ষ্ম জগৎ সত্য। যে জগৎ চোখ দিয়া দেখা যায় তাহাকে স্থূল জগৎ বলে। আর যে জগৎ চোখ দিয়া দেখা যায় না অর্থাৎ যাহা স্থূল জগতের ভিতর আছে তাহা সূক্ষ্ম জগৎ। নব বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই সূক্ষ্ম জগৎ সত্য প্রমাণ হইতেছে ও স্থূল জগৎ হইতে নব বিজ্ঞান ততই দূরে পড়িয়া যাইতেছে। **রিশে** বলেন কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারা যায়। আর কতকগুলি কোনরূপেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। কেবল কোনও বিশিষ্ট শক্তিমান্ পুরুষই সেইগুলি মনশ্চক্ষুর দ্বারা জানিতে পারেন। (J)

রাসেল বলেন সনাতন সত্যকে জানা বিজ্ঞানের লক্ষ্যই নহে। **টম্সন্** বলেন বিজ্ঞানে সনাতন সত্যের স্থান নাই। সূক্ষ্মতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। বিজ্ঞানে কেবল আংশিক সত্য আছে। **এডিংটন্** বলেন পদার্থবিদ্‌গণ পরমাণু ও ইলেক্ট্রন সত্য সত্য আছে কিনা একথা ভাবিয়াও দেখেন না। **জীনস্** বলেন আমাদের যখন

যেমন সুবিধা তখন তেমনই বলি। আলোককে আমরা পদার্থও বলিতে পারি তরঙ্গও বলিতে পারি যখন যেমন সুবিধা। একটি ইলেকট্রোণের (electron) বিষয়ে তরঙ্গের ন্যায় গতি (wave motion) কেবল কল্পিত মাত্র, সত্য নহে। এমন কি যে শক্তি (energy) জগতের ভিত্তি তাহাও কল্পনা মাত্র। (P)

৫৪। **Reason Science and Shastras—** নববিজ্ঞানের খোদ কর্ত্তাগণকে এখন স্বীকার করিতে হইয়াছে—নববিজ্ঞানের মত সদাই ভ্রান্ত ও পরিবর্ত্তনশীল।—"Reason Science and Shastras" নামক গ্রন্থে এই কথা স্পষ্ট হইতেও স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। নববিজ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। নব বিজ্ঞানের মত কাল্পনিক। **স্থূল জগৎ মিথ্যা ও সূক্ষ্ম জগৎ সত্য।** অর্থাৎ যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় উহা মিথ্যা আর যাহা চোখে দেখা যায় না তাহাই সত্য। হিন্দু-শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতেই এ সব কথা বলিতেছেন। মূর্খ নববিজ্ঞান নিজের ধৃষ্টতা বশে এ সব কথা **এত দিন** হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু এক এক করিয়া নববিজ্ঞানকে অনেক কথাই মানিতে হইয়াছে। এ সকল কথা "Reason Science and Shastras" নামক পুস্তকে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

৫৫। নববিজ্ঞানের মায়া বিচার ও বিশ্বাস—১। এক **বৎসরের** কিছু উপর হইল Reason Science and Shastras বাহির হইয়াছে তখনও **নব বিজ্ঞান মায়া বৈপরীত্য বিশ্বাস প্রভৃতির কথাই জানিত না।** Reason Science and Shastrasপুস্তকে এই সব কথার ব্যাখ্যা বাহির হইবার পর এই সব কথা **নব বিজ্ঞানেও স্থান** পাইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ **ম্যাক্স**

ষ্ট্যাকআজ ২।৩ **মাস** হইল "নব বিজ্ঞানের পরিণাম কি?" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

২। "দুইটী মতের উপর নববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সে মত দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা জানা যায় যে জ্ঞাতব্য সমুদয় বস্তুতেই একটী বিরুদ্ধ ও অজ্ঞেয় অংশ আছে। অর্থাৎ কোন জিনিষই জানা যাইতে পারে না। কেন না সকল জিনিষেই দুইটী অংশ আছে যাহার **এক অংশ অপর অংশের একেবারে উল্টা**। অতএব **বিশ্বাস** ভিন্ন জ্ঞান হয় না(A)।"

৩। "**বিচার** অল্প দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, **শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারে না**। এই জগৎ কি? সৃষ্টি কেমন করিয়া হয়? মনুষ্য প্রকৃতি কেমন? মন ও বুদ্ধিই বা কি? **এ সকল কথা কখনও বিচারের দ্বারা জানা যাইতে পারে না**। এক কথায় মানুষ বিচারের দ্বারা নিজেকে জানিতে পারে না কেন না মানুষ নিজেই সৃষ্ট পদার্থ। চক্ষু যেমন নিজেকে দেখিতে পায় না তেমনি সৃষ্ট মনুষ্য কখনও নিজেকে জানিতে পারে না ও সৃষ্টি বুঝিতে পারে না।" (H)

৪। **বিশ্বাস** ব্যতীত নববিজ্ঞানেও প্রবেশ করিতে পারা যায় না। (C) সূক্ষ্ম বিচারের তো কথাই নাই। **ভগবদ্বাক্য** বিচারের দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া মূর্খতা নাস্তিকতা ও ধৃষ্টতার চরম (D) (E)।

৫৬। নববিজ্ঞানের বেআদবী ত্যাগ ও শাস্ত্রের চরণে মাথা হেঁট—নববিজ্ঞানের স্থূল বুদ্ধি ভিন্ন সূক্ষ্মবুদ্ধি আদৌ ছিল না, অতএব চিরকাল অত্যন্ত বে-আদবী করিয়া নববিজ্ঞান শাস্ত্রের সূক্ষ্ম কথা সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিত। অতি অল্পদিন হইল **নববিজ্ঞানের মনে অতি অল্প অল্প করিয়া সূক্ষ্ম কথা সকল** কোনরকমে ঠাঁই পাইতে আরম্ভ করিয়াছে অতএব বে-আদবী ছাড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া অনেক কথাই মানিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শাস্ত্র বলেন মায়া হইতেই সংসার (৬৯)। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য। অতএব সংসারে সবই **উল্টা পাল্টা** (৩৫)। নব বিজ্ঞান আজ ২।৩ মাস হইল মানিয়াছে উল্টা পাল্টা সকলের ভিতরই আছে (A)।

শাস্ত্র বলেন মায়ার বৈপরীত্য হইতে **বুদ্ধিবিপরীত** (২৫) হইয়াছে —অতএব **বিচারের** দ্বারা জানা যায় না। বিচার ত্যাগই জ্ঞানের রাস্তা (৮৩) **প্ল্যাঙ্ক এডিংটন** প্রভৃতিও একথা মানেন (D, H) কিন্তু সংসারী লোকের বিপরীত বুদ্ধি এ কথার এখনও সন্ধান পায় নাই।

শাস্ত্র বলেন বিচার ছাড়িয়া **বিশ্বাস** করাই একমাত্র জ্ঞানের মূল। (২৩) প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন বিশ্বাস ভিন্ন কিছুই হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে বিচার ত্যাগ না করিলে যে বিশ্বাস আসে না একথা তিনি এখনও ধরিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে বলিতেছেন যে **সূক্ষ্মই সত্য** স্থূল সত্য নহে। **প্ল্যাঙ্কও** এখন একথা স্বীকার করিয়াছেন। (F)

৫৭। **হিন্দুমাত্রের কর্ত্তব্য—নববিজ্ঞান** যখন এত চেষ্টা করিয়াও সত্যের সন্ধানই পায় নাই তখন **সাধারণ মনুষ্য** বিনা চেষ্টায় ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে এ কথা বলা অহঙ্কার ও পাগলামীর চরম উহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিও ঘোল খাইয়া যায় সেই জিনিস সামান্য বুদ্ধি বুঝিতে পারে ইহার চেয়ে মূর্খতা আর কি হইতে পারে? বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা বুঝা কখনই সম্ভবপর নহে। (৮৩)

কলিকালের আশ্চর্য্য প্রভাবে এক নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নূতন জীবের নাম **অলীকহিন্দু**। অর্থাৎ যাহার হিন্দুকুলে জন্ম লাভের ভাগ্য ঘটিয়াছে কিন্তু হিন্দু হইবার ভাগ্য হয় নাই, সেই মিথ্যা হিন্দুকেই অলীক হিন্দু বলে। যাহার হিন্দুকুলে জন্মলাভের ভাগ্য ঘটে

ও অধিকন্তু হিন্দু হইবারও ভাগ্য হয়, সেই ধর্ম্মধ্যান শাস্ত্রজ্ঞান হিন্দুকেই কেবল হিন্দু বলে। অলীক হিন্দু সর্ব্বত্রই বিচারহীন। কেবল শাস্ত্রের কথা হইলেই এই বিচারহীনতার কলঙ্ক দূর করিবার জন্য অলীকহিন্দু লালায়িত। **শাস্ত্রের বিষয়ে অলীক হিন্দুর যত বিচার অন্য বিষয়ে** এই অলীক হিন্দু অচেতন অসহায় ও **নির্ব্বিচার**।

হিন্দুর ধর্ম্মই প্রাণ ধর্ম্মই জ্ঞান ও ধর্ম্মই ধ্যান। হিন্দুর শাস্ত্রই ধর্ম্ম। নিজের বিচার অর্থাৎ খেয়াল কখনও হিন্দুর কাছে ধর্ম্ম হইতে পারে না। **হিন্দু কখনও শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারে না।** শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাসই হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দু কখনও নানা মুনির নানা মত, কাহাকে মানিব, সংস্কৃত ছাপা হইলেই শাস্ত্র হয় না, শাস্ত্রে অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত ইত্যাদি রূপ পাগলামি করিয়া শাস্ত্র উড়াইবার চেষ্টা করে না। অতএব বিচিত্র কলিযুগে **হিন্দু দুই প্রকার—হিন্দু ও অলীক হিন্দু।**

যে হিন্দুর ধর্ম্ম নাই তাহার কিছুই নাই—সে অলীক হিন্দু। যে হিন্দুর ধর্ম্ম আছে তাহার সবই আছে—সে হিন্দু। যে সামান্য সুখের জন্য আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নাস্তিকের শরণ লয় সেই অলীক হিন্দুর কি মুখ দেখাইতে লজ্জা করে না? সেই **অলীক হিন্দু মিথ্যা হিন্দু নাম ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মকে কলুষিত করে কেন? পুতনা** যেমন বালকৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরম মিত্রবেশে উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ নাস্তিকগণ হিন্দুধর্ম্মকে নাশ করিবার জন্য অলীক হিন্দুবেশে 'আমরা হিন্দু' এই মিথ্যা রবে পৃথিবী ফাটাইয়া ফেলিতেছে। হিন্দুগণ! তোমরা কি কে হিন্দু ও কে অহিন্দু, কে শত্রু কে মিত্র চিনিতে শিখিবে না? কিংবা স্বরাজ্য প্রভৃতি **মিথ্যাসুখের লোভে** তোমরা অলীক হিন্দু হইয়া **নাস্তিকরূপ কালসর্পকে আদরে বুকে জড়াইয়া ধরিবে?**

যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর সত্য তাহা আজ **হঠাৎ এত মিথ্যা** ও ঘৃণিত

হইল কিরূপে? এখন নববিজ্ঞানকেও মানিতে হইতেছে শাস্ত্র সত্য। **তাই বুঝি** তুমি হিন্দুসন্তান হইয়া শাস্ত্র মিথ্যা বলিবার জন্য ছটফট করিতেছ? অলীক হিন্দু তুমিই ধন্য। ধন্য তোমার কৃতিত্ব! হিন্দুগণ **তোমাদের শরীরে কি পিতৃপুরুষের রক্ত নাই?** নাস্তিক বিষে জর্জ্জর হইও না। মোহনিদ্রায় আর কতই ঘুমাইবে। একবার তাকাইয়া দেখ নাস্তিক কালসর্প তোমাদিগকে দংশন করিয়া কালকূটে জর্জ্জরিত করিতে বসিয়াছে। **বাঁধ বাঁধ কোমর বাঁধ। পিতৃপিতামহের নাম ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প কর।** আপনার অজ্ঞান ও বিপরীতবুদ্ধি স্মরণ করিয়া শাস্ত্রের শরণ লও, ভক্ত ও জ্ঞানীর চরণে আত্মসমর্পণ কর।

যিনি ভক্তের প্রতি দয়া করিয়াই দেহ ধারণ করেন, যিনি শৈবের কাছে শিব ও বৈষ্ণবের কাছে হরি, সেই সত্যরূপী শরণাগতপালক ভগবানের চরণকমলে আমরা শরণ গ্রহণ করি।

শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাম্।
ভক্তানুকম্পার্থগৃহীত-দেহং সত্যং শরণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ (৮৮)

ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট

১ম অধ্যায়—কতকগুলি মোটা কথা।

৫৮। **আচার**—১। আচারে মনুষ্যের পরম কল্যাণ হয় অতএব কলির জীব অনাচার করিতেই ব্যস্ত।

২। জীব অহঙ্কার বশে দেহাভিমান করে অর্থাৎ দেহকে আপন মনে করে। জীবের সহিত দেহের কোনই সম্বন্ধ নাই। জীব ও দেহ একেবারেই ভিন্ন। তথাপি সেই ভিন্নদেহকে আপন মনে করে বলিয়া সেই ভিন্ন দেহের সঙ্গ হয় ও সেই ভিন্ন দেহসঙ্গের জন্য জীব সংসারে ঘুরিতে থাকে। চিরকাল সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে যে মুহূর্ত্তে জীবের সেই সঙ্গ ঘুচিয়া যায় সেইক্ষণেই জীব মুক্ত হয়। এই জন্য সঙ্গই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও সঙ্গই সংসার হইতে মুক্তির একমাত্র কারণ। কাজেই সঙ্গ হইতে বন্ধন ও মুক্তি দুইই হয়।

৩। **সঙ্গই ভালমন্দের একমাত্র কারণ** বলিলেই হয় (৯)। অতএব কাহার সঙ্গ করা উচিত, কাহার সঙ্গ করা উচিত নহে ইহাই মানুষের সকলের আগে দেখা উচিত। যে জিনিষের সঙ্গ করিলে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাকেই সৎসঙ্গ বলা যায়। এই **সৎসঙ্গই আচার ও ইহাকেই দুর্জ্জন নাস্তিক ছুঁচিবাই** বলিয়া ঠাট্টা করিয়া আপনার নিদারুণ মূর্খতার ও অহঙ্কারের পরিচয় দেয়। উপনিষদে বলে, আচার শুদ্ধ হইলে চিত্ত আপনা হইতেই শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে

জ্ঞান হইতে থাকে। শেষে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় **অর্থাৎ** অজ্ঞান ও সংসারাসক্তি দূর হয়। (৪৭)

৪। এই **আচার তিন রকম—কায়িক বাচনিক ও মানসিক** অর্থাৎ দেহের, বাক্যের (কথার) ও মনের। আচার মনের জিনিষ বাহিরের নহে বলিয়া দুষ্ট লোক আচার উড়াইতে চাহে। **আচার** আগে বাহিরের জিনিষ, পরে বাহিরের ও ভিতরের (কথার), ও সকলের শেষে ভিতরের (মনের)। মনের আচার বাহিরের আচারের চেয়ে বড়। আবার বাহিরের আচার মনের আচার অপেক্ষা বড়। মনের আচারই আসল। কিন্তু বাহিরের আচার না হইলে মনের আচার হইতেই পারে না। অতএব **বাহিরের আচার মনের আচার অপেক্ষা বড়**। বাহিরের আচার ও মনের আচার এই দুইএর মধ্যে বিরোধ করা কেবল দুষ্টামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দু-মাত্রেরই **বাহিরের আচার ও মনের আচার দুইটীই যথাসাধ্য পালন করা উচিত**। যদি কখনও দেখা যায় কাহারও **মনের আচার আছে কিন্তু বাহিরের আচার নাই** তাহা হইলে সেই লোক বড়ই **মন্দভাগ্য** বলিয়া জানিতে হইবে। তাহার সহস্র সদ্‌গুণ ভস্মে ঘি ঢালা হইবে—কাজে আসিবে না (৫৬)। বাহিরের আচারে প্রবৃত্তি না থাকায় তাহার দেহে **অহঙ্কার বিকটরূপে** বিরাজ করিতেছে ইহা স্পষ্টই জানা যায়।

৫। **আচার কলিকালের তপস্যা। তপস্যার প্রাণ কষ্ট স্বীকার**। এই তপস্যাই ভগবানের হৃদয়, মন ও দেহ। তপস্যা হইতেই সকল রকম কল্যাণ হয় (৯০)। কলির মনুষ্যের শক্তি নাই বলিয়া শ্রীভগবান অশেষ কৃপা করিয়া আচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচারের জন্য যেটুকু কষ্ট করিতে হয় সেইটুকু স্বীকার করিলে কলির

তপস্যা করা হইল। কষ্টেই কৃষ্ণ মিলে। "কুম্ভ বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে"।

৬। **হতভাগ্য কলির জীব কষ্ট করিতে** চাহে না। আমোদ আহ্লাদ করিয়াই জীবন কাটাইতে চাহে। কাযেই আচার না করিবার **ছুতা বাহির করাই তাহার কাজ।** হতভাগ্য কলির জীব কাযেই বলে এখনকার দিনে আচার করা অসম্ভব, আচার করিলে অহঙ্কার ও ঘৃণা করা হয়। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ বাহিরের নহে। আচার ছুঁচিবাই ইত্যাদি। এইসব মিথ্যা ছুতা করিয়া নিজের বদমায়েসি ঢাকিতে চায়।

৭। আজকাল আচার পালন করাই যায় না ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। **সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ**—ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। **যথাসাধ্য ধর্ম্মপালন** করিবে ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। শাস্ত্রের অতিরিক্ত করিতে বলা দূরে থাক নিষেধই আছে। আত্মানং সততং রক্ষেৎ (দেহকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে)। পারা না পারা সম্বন্ধে শাস্ত্রের কি রকম দৃষ্টি ভাবিলেই অবাক হইতে হয়। নিজের বাড়ীতে যে রকম ধর্ম্মপালন করিতে হয় প্রবাসে অর্থাৎ **পরের বাড়ীতে তাহার অর্দ্ধেক ও রাস্তায় সিকি ধর্ম্ম** পালন করিলেই যথেষ্ট হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে উশস্তি চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণ বাঁচিবামাত্র আর সেই চণ্ডালের হাতে জলও খাইলেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে **দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ যাইতে বসিলে, বিপদে আপদে ও রোগে আচারের কথা ভাবিতেও নাই।** এমন কি উৎসবে আচার সম্পূর্ণ পালন করিতে হয় না।

৮। **আচারের মূলে ঘৃণাও নাই অহঙ্কারও নাই।** অহঙ্কার করা ও পরকে ছোট করাই মানুষের স্বভাব। কাযেই মানুষ ছুতায়

নাতায় অহঙ্কার করে ও ঘৃণা করে। তাই বলিয়া ভাল কার্য্যের নিন্দা হয় না। **ভাল কার্য্য করিলেই লোক অহঙ্কার করে। সে স্বভাবের দোষ,** ভালকার্য্যের দোষ নহে। তাই মহাদেব বলিয়াছেন বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, আয়ু ও কুল—এই ছয়টি সাধু পুরুষেরই গুণ। দুষ্টের এইগুলি দোষেরই কারণ হয় অর্থাৎ অহঙ্কার বৃদ্ধি করে(৯১)

৯। অহঙ্কার বাড়াইবার জন্য আচার করা অপেক্ষা আচার না করাই ভাল। সঙ্গ ত্যাগের জন্য **ভরত রাজা** শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত শিখেন নাই। আচারের ত কথাই নাই। আচার পালন করিলেই অহঙ্কার বাড়ে বলিয়াই আচার ছাড়া উচিত নহে, অহঙ্কার ছাড়িবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারের নিয়মই এই যে ভালর সঙ্গে মন্দ থাকে। মন্দের সঙ্গে ভাল থাকে। এই পৃথিবীতে সকল জিনিসই উল্টা পাল্টা গুণযুক্ত। অতএব **মোটের উপর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই উপাসনা করিও** অর্থাৎ তাহাই করিও (৯২)

১০। **আচার করার সবই লাভ।** আচার করিলে শাস্ত্র মানা হয়। অতএব অহঙ্কার ছাড়া হয় ও ভগবানের কথা শুনার জন্য ভগবানের সন্তোষ হয়। কাযেই মোক্ষ হয়। কষ্টই আচারের একমাত্র ক্ষতি। কিন্তু এই কষ্টই পরম লাভ। "কুন্তু বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।"

৫৯। সেকাল ও একাল—১। এখন লোকে কথায় কথায় বলে সেকালে এক জাত হইতে আর এক জাত হইত, বিধবা বিবাহ হইত, ক্ষেত্রজ সন্তান হইত, একস্ত্রীর পাঁচ স্বামী হইত, হিন্দুরা গোমাংস খাইত ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২। একবার দুইবার যে জিনিষটি হয়, তাহাকে হয় বলিয়া বলা একেবারেই মিথ্যা কথা। যথা যদি কোন কুপুত্র বাবাকে মারে তাহা হইলে ছেলেরা বাপকে মারে একথা হয় না। কোন পাপিষ্ঠ যদি কন্যা

গমন করে ত এই কালে কন্যাগমন করাই দস্তর বলার ন্যায় মিথ্যা আর নাই। **লক্ষ লক্ষের ভিতর যাহা একবার হয় তাহাকে মিথ্যুক লোকই 'হয়' বলে,** যাহার সত্যের গন্ধ আছে সেই হয় না বলে। প্রত্যেক বিধির অপবাদ আছে (৯৩)। অর্থাৎ প্রত্যেক নিয়মেরই উল্টা আছে। ইহাই মায়ার নিয়ম। তাহাতে নিয়মের দোষ হয় না। কখনও কখনও বাঘিনী ও সিংহিনী মানুষের শিশুকে পালন করে। তাই বলিয়া আপন শিশুকে কেহ বাঘিনী সিংহিনীর হাতে সমর্পণ করে না ও **বাঘ ও সিংহেই মানুষের শিশু পালন করে একথাও হয় না।**

৩। **মনে কর** পূর্ব্বকালে এই সব দুই একবার না হইয়া বরাবরই হইত। তাই বলিয়া একালে সেই সব করিতে হইবে তাহার কারণ কি? **একাল ত সেকাল নহে**। দেশ কাল পাত্রের উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে শাস্ত্র বরাবরই এই কথা বলেন। দেশ কাল হইতে বস্তু মাত্রেই উৎপন্ন এখন আইনষ্টাইনের ধূয়া ধরিয়া সভ্য জগৎ বলিতে ব্যস্ত। অতএব ওকালে হইয়াছে বলিয়াই একালে হইতেই হইবে এমন কথা হইতেই পারে না। একালে উহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

৪। আমাদের শাস্ত্রে বলে কাল অনুকূল হইলে ধূলামুটিও সোণামুটি হয় ও কাল প্রতিকূল হইলে সোণামুটিও ধূলামুটি হইয়া যায়। ভীষ্মদেব পঞ্চপাণ্ডবকে বলিয়াছিলেন—যেখানে ধর্ম্মপুত্র রাজা অর্থাৎ ধর্ম্মই রক্ষক, পরম বলশালী ভীম গদাহস্তে রক্ষা করিতেছেন, কৃষ্ণরূপী অর্জ্জুন অস্ত্রধারী ও গাণ্ডীবই ধনু এবং এমন কি যেখানে স্বয়ং জগদীশ্বরই সহায় সেখানেও বিপদ ছাড়ে না। উঃ বুঝেছি, সারা **দুনিয়াই কালের বশে** ও কালের প্রভাবেই সমস্ত বিপদ দূর করিবার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়াছে (৯৪)।

৫। বস্তুর ফলাফল বিচার করিতে গেলে দেশ কাল পাত্র মাত্রা

প্রভৃতি সকল অবস্থারই বিচার করিতে হয়। দুএকটী উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতেছে।

৬। **দেশ অনুসারে ফল,** যথা—খোলা যায়গায় রৌদ্র বৃষ্টি লাগে, ঢাকা জায়গায় লাগে না। চারিদিকে বন্যায় ডুবিয়া গেলে উঁচু যায়গা ডুবে না। যে দেশে খুব কলেরা হইতেছে সেই দেশে যাইলে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা। পুকুর ভরান জমিতে বাড়ী করিলে ভিত্ বসিয়া গিয়া বাড়ী ফাটিয়া যায়। উঁচু হইতে পড়িলে হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। সমান জমিতে পড়িলে হাত পা ভাঙ্গে না।

৭। **কাল অনুসারে ফল,** যথা—মনে কর একটী লোক গঙ্গায় স্নান করিতেছে। এমন সময় দূর হইতে একটী কুমীর তাহাকে দেখিয়া ডুব মারিয়া ধরিতে আসিল। তখন কুমীর সেই জায়গায় উপস্থিত হইবার এক মিনিট পূর্ব্বে লোকটী যদি ডাঙ্গায় উঠিয়া যায় ত কুমীর কিছুই করিতে পারে না। আর যদি একটী মিনিট দেরী হয় ত লোকটীর কুমীরের হাতে প্রাণ যায়। অতএব মরা বাঁচা কেবল একটী মিনিটের উপর নির্ভর করে। সেইরূপ সাপ ছোবলাইবার এক সেকেণ্ড আগে সরিয়া গেলে প্রাণ বাঁচিয়া যায়। সেইরূপ সরিয়া যাইবার এক সেকেণ্ড পরে উঁচু হইতে পাথর পড়িলে কিংবা গুলি মারিলে মানুষ মরে না। সমস্ত আয়োজন ঠিক থাকিয়াও এক মিনিট কি এক সেকেণ্ডে মরা বাঁচার তফাৎ হয়।

৮। **পাত্র অনুসারে ফল,** যথা কাঠে আগুণ লাগে বলিয়া জলে আগুণ লাগে না। কঠিন জিনিষ কাটিয়া দুই খণ্ড হয় বলিয়া জল কি হাওয়া কাটিয়া দুই খণ্ড হয় না। সাপে কামড়াইলে সাপ মরে না।

৯। **মাত্রা অনুসারে ফল,**—পাতলা জিনিষে কাটে

আর মোটা জিনিষে থেত্‌লাইয়া যায়, কাটে না। কিন্তু রেলগাড়ীর চাকা অত মোটা হইলেও উহার দ্বারা মানুষ কাটা যায়। হাল্‌কা জিনিষ তোলা যায় বলিয়া ভারি জিনিষ তোলা যায় না। লাঠি দিয়া মারিলে সাপ মরে কিন্তু ছড়ি দিয়া মারিলে সাপ কামড়াইয়া দেয় ও মানুষই মরে।

১০। **সে কালে ভাল, কাজেই একালেও ভাল, যাহারা বলে, তাহারা পাগল।** সেকালের জিনিষ একালে খাটিবে কিনা জানিতে গেলে দেশকাল পাত্র মাত্রা প্রভৃতি বিচার করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা ছিল একালের লোক তাহার শতাংশেই মরিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে ঔষধের যাহা মাত্রা তাহার অর্দ্ধেকও এখনকার কাহারও সহ্য হয় না। পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না বলিলেই হয় এখন ম্যালেরিয়ায় ভরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে গঙ্গার ধারা অন্যত্র প্রবাহিত হইত। পূর্ব্বে লোকে সংস্কৃত জানিত ইংরাজী জানিত না আর এখন লোকে ইংরাজীই পড়ে সংস্কৃতের ধারই ধারে না। পূর্ব্বে ফুটবল খেলা ছিল না আর এখন এই পৈশাচিক খেলার জন্য লোক পাগল। পূর্ব্বে বাইয়োস্কোপ প্রভৃতির নাম গন্ধও ছিল না, এখন বাইয়োস্কোপ ও সিনেমা, ব্যভিচার ও ডাকাতিতে দেশ ভাসাইয়া দিতে বসিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কালে কালে অনেক তফাৎ হইয়াই থাকে। অতএব সেকালে ছিল কাজেই একালে থাকিবে একথা বলা কেবল মূর্খতার পরিচয়।

৬০। **জাতি ও আচরণ**—১। যাহারা জাতি উঠাইয়া মানবজাতির সৃষ্টি করিতে চায়, তাহারা বলিতে চায় জাতি কিছুই নহে ও আচরণই সব। তাহারা একবার ভাবিবারও অবসর পায় না যে **এ কথার অর্থ ভগবান কিছুই নহে মানুষই সব।**

২। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের উপর মনুষ্যের জন্ম নির্ভর করে। **যাহার যেরূপ কর্ম্ম ভগবান তাহাকে সেইরূপ জন্ম দেন।** (৪১) যে অনেক ধন দান করে সে ধনীর কুলে জন্মগ্রহণ করে। যে বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে বিদ্বান্ বংশে জন্মগ্রহণ করে। কাহার কর্ম্মফল কিরূপ ও কোন্ কুলে জন্ম হইলে তাহার কর্ম্মফলের ভোগ হয় ইহা ভগবানই ঠিক করিয়া দেন। কাজেই নাস্তিকেরা জাতি কিছুই নহে বলিয়া ভগবানকে উড়াইতে ব্যস্ত।

৩। এ জন্মের **আচরণ মানুষ নিজেই দেখিতে পায়।** অহঙ্কারে ভরপূর হইয়া নাস্তিক লোক নিজের দেখাই বড় করে ও ভগবানের বিচারকে উড়াইয়া দেয়।

৪। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি ও আচরণ দুইটীর কোনটীই অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। দুইটীর মধ্যে সাধারণতঃ জাতিই প্রধান। কিন্তু আচরণ এমন প্রবল হইতে পারে যে জাতির উপর উঠিয়া যায়। যথা **নরহত্যাকারী গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণ।** তাহাকে দেশের বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। আবার **ভক্ত চণ্ডালকেও** পূজা করা উচিত। **যাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বিপরীত** তাহারই এরূপ বিপরীত দশা হয়। সে-ই ব্রাহ্মণ হইয়া হত্যা করে ও চণ্ডাল হইয়া ভক্ত হয়। কর্ম্মফল বুঝা বড়ই কঠিন। যাহারা সামান্য রোগ বুঝিতে পারে না তাহাদের কর্ম্মফল বুঝিতে যাওয়া মদোন্মাদ (অহঙ্কারবশে পাগলামি) ভিন্ন কিছুই নাই। (৭৮)

৬১। একাকার ও সাম্য—১। একাকারই উচ্ছৃঙ্খল মানুষের প্রাণ ও সর্ব্বনাশের প্রধান উপায় বলিয়াই মানুষ **সাদা চোখে একাকার ভাল বলিতে পারে না।** **তাই** একাকারের পক্ষে বলিতে মানুষকে কতকগুলি **জুয়াচুরির দোহাই দিতে হয়।**

যথা, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান মানুষে মানুষে তফাত করা উচিত নহে। কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। অহঙ্কার করা ভাল নয় ইত্যাদি। এই কথাগুলি যে কত বড় জুয়াচুরি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়।

২। যে বলে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান সে হতভাগ্য, সে হিন্দুত্বের গন্ধও রাখে না একথা আর কোনও হিন্দুকে বলিতে হইবে না। হিন্দু শাস্ত্র মতে **মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নহে। কি মনুষ্য কি পশু কি জড়বস্তু সমস্ত জগৎই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি।** তিনি এক হইয়া বহু হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু নাই। সবই এক। যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই নানা অর্থাৎ ভিন্ন দেখে। (৯৫)

৩। কাজেই চুরি চামারি পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার, জুয়াচুরি, ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ কিছুই নাই। সবাই যখন ঈশ্বর তখন কে কাহার চুরি করে? কে কাকে ঠকায়? পরস্ত্রী কেমন করিয়া হয়? পরপুরুষ কেমন করিয়া হয়? সেই পরমাত্মাই জগৎরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই বিশ্বের আত্মা, তিনিই প্রভু, তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেই নিজেকে ত্রাণ (রক্ষা) করেন। তিনি নিজেই নিজেকে চুরি করেন। তিনিই চোর, যাহার চুরি করেন সেও তিনি, আর যাহা চুরি করেন তাহাও তিনি (৯৬)। ঈশ্বর ত আর অন্যায় কি মন্দ করিতে পারেন না। তবে ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ কি করিয়া হইতে পারে? এই সব গূঢ়তত্ত্ব লইয়া ফক্কুড়ি করা চলে, বুঝা যার তার কর্ম্ম নহে। শ্রীভগবান নির্হেতুক কৃপা করিয়া যাঁকে যতটুকু বুঝান তিনি ততটুকুই বুঝেন।

৪। **সকল মানুষই যদি ঈশ্বরের সন্তান হয় তবে সকল প্রাণীও ঈশ্বরের সন্তান।** অতএব মানুষ ও পশুতে ভেদ করা উচিত

নয়। কাজেই গরু জাব খায় মানুষও জাব খাইবে। জানোয়ারে হাগিয়া ছোঁচায় না মানুষও হাগিয়া ছোঁচাইবে না। জানোয়ার শীতে গায়ে কাপড় দেয় না, মানুষও শীতে গায়ে কাপড় দিতে পারিবে না। জানোয়ার গরম হইলে হাওয়া খায় না, মানুষও হাওয়া খাইবে না। জানোয়ার রান্ধিয়া খায় না, মানুষও রাঁধিতে পারিবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫। অবশ্য কাহাকেও কখনও ঘৃণা করা উচিত নহে। তাই বলিয়া দোষকে ঘৃণা না করিলে নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনা হয়। অর্থাৎ দোষের কার্য্যকে প্রাণপণে ঘৃণা করিবে। কিন্তু যে দোষ করে তাহাকে ঘৃণা করিবে না, দয়া করিবে ও উপেক্ষা করিবে। যদি ঘৃণা করা সকল সময়েই দোষ হইত শ্রীভগবান্ ঘৃণার দৃষ্টি করিলেন কেন? আমরা যেগুলি আমাদের দুর্গুণ বলি সেগুলি আমাদের পরম বন্ধু। কেবল মোড় ফিরাইয়া দিলেই হইল। যে কারণ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণই কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে সেই রোগ দূর করে। সেইরূপ মনুষ্যের যে যে কারণে সংসার বন্ধন হয় সেই সেই কারণেই তাহার মোক্ষ হয় যদি সেই কারণগুলি ভগবানের চরণে লাগান যায়। (৯৭) যথা অহঙ্কার কাম ক্রোধ ইত্যাদি সংসারবন্ধনের দৃঢ় কারণ। আবার এইগুলি ভগবানের চরণে লাগাইলে সংসার হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে। অতএব অহঙ্কার ঘৃণা প্রভৃতি যেমন শত্রু তেমনই মিত্র।

৬। ভেদপ্রিয় ভগবানের অনন্ত ভেদ সর্ব্বত্রই সকলে দেখিতে পায়। যে ইচ্ছা করিয়া দেখিবে না সেও না দেখিয়া থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানের ভেদ এতই প্রিয় যে দুটী মানুষকে এক রকম করেন নাই। একই মানুষের একই দেহের সব ভিন্ন ভিন্ন—

চোখ, মুখ, হাত, পা আঙ্গুল ইত্যাদি। অথচ শ্রীভগবান নিজেই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছেন বলিয়া এই অনন্ত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে এক বলিয়া মানিতে হইবে। ইহাকেই বলে জগৎ ভেদাভেদময়। অর্থাৎ জগতে ভেদের অন্ত নাই অথচ সবই এক। কাযেই জানিতে হইবে ভেদের ভিতর অভেদ ও অভেদের ভিতর ভেদ আছে। অর্থাৎ **সব জিনিষ একও বটে ভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে একও বটে।** (৬৮)

৭। এই সংসার মায়ার সৃষ্টি। (৬৯) মায়ার কার্য্য বৈপরীত্যময়। (৩৫) অতএব অসংখ্য বস্তু একও বটে ভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে একও বটে। সবই এক বলিলে শ্রীভগবান অনন্ত ভেদ করিয়াছেন এই কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। সবই ভিন্ন ভিন্ন বলিলে সমস্তই যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ইহা অস্বীকার করা হয়। অতএব সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন ও সমস্তই এক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। মানুষ কখনও ইহা বুঝিতেই পারে না ধারণা করার ত কথাই নাই। অতএব প্রকৃত বৈপরীত্য ত্যাগ করিয়া সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন মানিতে হইবে ও সমস্তই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি মনে রাখিয়া সমস্তই এক জানিতে হইবে। **সর্ব্বত্র ভেদ বা বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া ভেদ-বুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ করাই জ্ঞানীর কার্য্য।**

৮। ভেদ স্বীকার করিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। **ভেদ অস্বীকার করিয়া ভেদ রাখাই নাস্তিক ব্যবস্থা।** শাস্ত্রও ভেদাভেদ স্বীকার করেন। নাস্তিকও ভেদাভেদ মানে। তবে শাস্ত্র যেখানে ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন নাস্তিকেরা সেইখানেই অভেদ চাহে আর যেখানে শাস্ত্র অভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, নাস্তিক সেখানে ভেদ চাহে। এক কথায় আচার, জাতি, সতীত্ব রক্ষার জন্যই শাস্ত্রের ভেদের ব্যবস্থা ও ঐগুলি নাশের জন্যই নাস্তিকের অভেদ ও সাম্যের ব্যবস্থা।

নাস্তিকদের ভেদবুদ্ধির সীমা নাই। কাযেই **আচার জাতি সতীত্ব নষ্ট করিয়া** একাকার সৃষ্টি **করিবার জন্য নাস্তিকেরা অভেদ বা সাম্যের দোহাই** দিয়া জগৎ ফাটাইয়া ফেলে। উদাহরণ দিয়া উহা স্পষ্ট করা যাইতেছে।

৯। হিন্দুরা ভেদবুদ্ধিতে ভরা আর **মুসলমান খৃষ্টান** প্রভৃতি একেবারে ভেদবুদ্ধি রহিত—**অভেদ ও সাম্যের অবতার।** কাযেই কয়টা ভোট পাইবে এই লইয়া আজ চারি বৎসর মুসলমানেরা চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া ফেলিল। আমার এত গুলা **ভোট** চাই, আমার অতগুলা ভোট চাই এই বলিয়া কতই চীৎকার, কতই দরবার, কতই **কলহ** তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে। ইহাতেও যদি ঈশ্বরের সন্তান, অভেদ, **সাম্য,** সকলেরই সমান হক ইত্যাদি প্রমাণ না হয় ত আর কিসে হইতে পারে? **হিন্দু তুমিই ধন্য! এই সোজার সোজা কথাও বুঝিতে পার না।**

১০। **অভেদ সাম্য ও একতার বলে** ভারতের মুসলমানেরা এতই **হীনবল** যে সাম্যবুদ্ধির চরম দেখাইয়া হিন্দুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাহারা এই চারি বৎসর উদ্‌ব্যস্ত। এ'দিকে হিন্দুদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে যতই ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া একাকারের জ্ঞান হয় ততই **স্বদেশী, পিকেটিং, লুকাইয়া গুলিমারা বোমামারা প্রভৃতি অকাট্য অভেদের ফল ফলিতে থাকে।** নিজের দেশের জিনিষ বেশী দাম দিয়া কিনিতে হইবে তবুও পরের দেশের ভাল জিনিষও সস্তায় কিনিব না, ইহাতেও যদি আপন পর করা না ছাড়িল তবে কিসে আপন পর করা ছাড়িবে? পিকেটিং করিতে গেলে ছুঁড়ি চাই, ছোঁড়ার কর্ম্ম নয়; ইহাতেও অভেদ সাম্য হইল না!

অধিক বাড়াইয়া আর কি হইবে? যে যত ভণ্ড, যত কদর্য্য, যত নাস্তিক সে তত অভেদ সাম্য প্রভৃতির দোহাই দেয়।

১১। অলীক হিন্দুরা যেমন অভেদ ও সাম্যের বিকট চীৎকারে জগৎ ফাটাইয়া ফেলে, হিন্দুরা তেমন পারে না। তাহারা জানে যে **ভগবানই সর্ব্বত্র ভেদ করিতে আদেশ করিয়াছেন ও ভেদবুদ্ধি বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন।** তাহারা জানে যে **পরের পয়সা পরেরই পয়সা** আপনার নহে। কাযেই পরের পয়সা দিলেও লয় না। অথচ আপন পয়সা যথাসাধ্য পরের কার্য্যে খরচ করিতে হয়। (২৮) হিন্দুদের কাছে **পরের স্ত্রী একেবারেই পরের স্ত্রী** তাহাদিগের দিকে তাকাইতেও নাই। অলীক হিন্দুদের কাছে আপন পর উঠিয়া গিয়া পরের স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১২। জগতে সকল মানুষ সমান। মেয়ে পুরুষ সমান ইত্যাদি অভেদ বা সাম্য কখনও হয় নাই, হইবেও না, হইতে পারেও না। ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। যেখানে তাকাও সেইখানেই ভেদ। বৈষম্য আছে, থাকিবেই, যাইতেই পারে না। **মা ও স্ত্রী সর্ব্বদাই ভিন্ন থাকিবে।** বাপ ও ছেলে সর্ব্বদাই ভিন্ন থাকিবে। এখানে অভেদ কল্পনাও করিতে পারে এমন পাপিষ্ঠও বিরল। যত প্রকার ভেদ আছে সমস্ত মানিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করাই মানুষের উচিত।

৬২। নারীসঙ্গ।—১। আমাদের শাস্ত্রে বলে **মনুষ্যকে মোহিত করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি।** (৬৩) মায়াই নারীরূপ ধরিয়া মনুষ্যের নিকট আসে। অতএব নারীসঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশের কারণ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। (৬৪) নারী অগ্নি ও পুরুষ পতঙ্গ। কাযেই পুড়িয়া মরিবার জন্যই নারীসঙ্গের প্রয়োজন। (প° ২৯)

২। **কলিকালে** শাস্ত্রের বাক্য একেবারে হেয়। প্রকৃত ও

বিশুদ্ধ আমোদের জন্যই ঈশ্বর নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। মোহের জন্য নহে। কাযেই **নারীসঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটানই বিশুদ্ধ আমোদের সনাতন রাস্তা** ও একমাত্র উপায়। হরিনাম করার ন্যায় যাহাতে **অহরহঃ নারীসঙ্গ** করা যায় তাহার ব্যবস্থার জন্য **স্ত্রীস্বাধীনতা চাই।** স্ত্রীলোকদের ঘরে আট্‌কে রাখা বড় অন্যায়। স্ত্রীলোকেরা হাওয়া খাইতে যাইতে পারে না, জুতা পরিতে পায় না ইহা বড় অন্যায়। ছেলে মেয়ে একসঙ্গে স্কুল কলেজে পড়ান হয় না ইহা মহাপাপ ইত্যাদি নানা প্রকার ছুতার সৃষ্টি হইয়াছে। নারীসঙ্গের প্রকৃত ফল কি বুঝিবার শক্তি নাই, কেবল ঈশ্বরের সন্তান, সাম্য, অভেদ প্রভৃতি লম্বা লম্বা কথার দোহাই দিয়া নারীসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই ভাল নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা।

৩। কলিকালে জীব ও শাস্ত্র এই দুইএর মধ্যে কাহার কথা মানা উচিত সে বিষয়ে মানুষের সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যদি অহঙ্কারে বুঁদ হইয়া নারীসঙ্গের ফলাফল দিয়াই বিচার করা যায় তাহা হইলেও নারীসঙ্গ কি ভয়ঙ্কর বিষ তাহা বুঝা মুস্কিল নহে। যে সব কথা মুখে আনিতে হিন্দু চাষাও লজ্জা পায় নারীসঙ্গ ফলে এখন সেই সব কথার কতই প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। এক কথায় মান্য গণ্য লোকে অহঙ্কার করিষা বলে **সতীত্ব উঠাইয়া দিয়া আমরা যথেচ্ছ ব্যভি-চারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।** (Mr H. G. Wells.) যাহাদের বেজন্মা হইবার সাধ হইয়াছে, যাহারা বাপের বেটা হওয়াই লজ্জার কথা মনে করে তাহাদের বুঝাইতে যাওয়া পাগলামী। শত হস্তেন বাজিনাম্ এই কথার অনুসরণ করিয়া তাহাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

৪। যেখানে নারীসঙ্গ প্রবলভাবে চলিতেছে সে সব দেশের কথা দূরে থাক্, যে **ভারতবর্ষে নারীসঙ্গের আধ আধ বুলি এখনও**

ফুটে নাই সেখানেও ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোককে অম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করিতে পারে **সতীত্ব বড় না নারীত্ব বড়।** ইহাই নারীসঙ্গের অপার মহিমা! নারীত্ব কথাটী সংস্কৃত। যে সব নারী নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড় এই কথা বড়াই করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে তাহারা যে সংস্কৃতের ধারও ধারে না ইহা আর বলিতেও হইবে না। নারীত্ব শব্দের সাধারণ সংস্কৃত অর্থ গ্রহণ করিলে **প্রশ্নটীর যাহা অর্থ হয় তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।**

৫। এখন নারীদের সাধ হইয়াছে তাহারা পুরুষের ন্যায় সকল কাযই করিবে। নারী নারী পুরুষ পুরুষ ইহাই শ্রীভগবানের সৃষ্টি। নারী সহস্র চেষ্টাতেও পুরুষ হইতে পারে না, নকল করিতে পারে। নারীর কার্য্য পৃথক ও পুরুষের কার্য্য পৃথক্। তাই বলিয়া নারী পুরুষের ন্যায় কিছুই করিবে না এমত নহে। চোখ কাণ প্রভৃতি দিয়া শ্রীভগবান জানাইয়া দিতেছেন যে নারীও পুরুষের ন্যায় দেখিবে শুনিবে, খাইবে ইত্যাদি। **পুরুষের নিকট গ্রহণ করিয়া নারী সন্তান প্রসব করে।** কাযেই স্পষ্টই বুঝা যায় সংসার পালনের ভার নারীর উপর, সংসার চালানর ভার পুরুষের উপর। অর্থাৎ সংসার রক্ষার ভার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের উপর। উভয়ে মিলিয়াই সংসার রক্ষা করে। তবে উভয়ের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রী **উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মকার্য্য করে** (৯৯)। যথা ৺গয়াধামে পিণ্ড দিতে গেলে পতি মন্ত্রপাঠ করে ও পত্নী পিণ্ডাদি প্রস্তুত করিয়া দেয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই পুরুষ ও স্ত্রী মিলিয়া মিশিয়া কায করে ও বিরোধ কোথাও নাই। **মেয়ে মর্দ্দা হইয়া** এখন সর্ব্বত্রই **বিরোধেরই** সৃষ্টি হইতেছে। **মর্দ্দা মেয়ের জন্য** বিদেশে অনেক **পুরুষই** কর্ম্ম হারাইয়া **নিরন্ন হইতেছে।** আবার **মর্দ্দা মেয়েও** মর্দ্দানি কমিলেই অর্থাৎ **যৌবন পার**

হইলেই নিজের অন্ন হারাইয়া **বিপন্ন হয়। এখন জার্ম্মানীতে মর্দ্দামেয়েদের মর্দ্দামি কমাইবার চেষ্টা হইতেছে।**

৬। শাস্ত্রে বলে **কন্যাকেও অতি যত্ন করিয়া শিক্ষা দিবে।** এই কথার ছুতা পাইয়া নারীসঙ্গ-পাগলেরা বলে মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াইতে হইবে গান বাজনাও শিখাইতে হইবে। ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেরূপ ব্যাভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা একটী কথা দিয়াই বুঝা যাইবে। যে স্কুল বা কলেজে **ছেলেমেয়ে একসঙ্গে** পড়ান হয় সেখানে **ছেলেরা দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে** ঢোকে। আর বেথুন কলেজ (কেবল মেয়েদের পড়িবার জন্য) প্রায় উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। **শিক্ষা বলিলে ধর্ম্মশিক্ষা বুঝায়।** ব্যভিচার শিক্ষা কি বাইজী হইতে শিক্ষা বুঝায় না। হিন্দুদের শাস্ত্র ভিন্ন কিছুই পড়িতে নাই। শাস্ত্রই একমাত্র বিদ্যা আর সব অবিদ্যা (১০০)। যদি মানিয়া লওয়া যায় অবিদ্যা না পড়িলে এখন চলে না তাহা হইলে পুরুষদের অবিদ্যা পড়িলেই যথেষ্ট হইল। **অবিদ্যা শিখাইয়া মেয়েদের মাথা খাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।** যাহাতে মেয়েদের ধর্ম্ম নিষ্ঠা হয় যাহাতে মেয়েরা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িতে পারে এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য।

৭। সর্ব্বত্রই দেখা যায় **গোপনই সংরক্ষণের উপায়।** যাহা রাখিতে হয় তাহা ঢাকিতে হয়। না ঢাকিয়া রাখিলে জিনিষ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের শরীরই ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ইহাতে ঢাকার ভিতর ঢাকা, তার ভিতর ঢাকা, তার ভিতর ঢাকা, ঢাকার আর অন্ত নাই। **শ্রীভগবান্ ঢাক পিটাইয়া বলিতেছেন যাহা** কিছু **মূল্যবান সব বিশেষ করিয়া ঢাকিয়া রাখিও তবেই থাকিবে নতুবা সব নষ্ট হইয়া যাইবে। দেহ** চামড়া ও চর্ব্বি দিয়া ঢাকা **মাংস**

চামড়া দিয়া ঢাকা (fascia) তাহার তলায় **হাড়** আবার চামড়া দিয়া ঢাকা (priosteum)। তাহাতেও নিস্তার নাই। **হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্ (ফুপ ফুস্), প্লীহা যকৃৎ** সমস্তই চামড়া দিয়া ঢাকা (pericardium, pleura and peritoneum)। **মস্তিষ্কের** চারিদিকে চামড়া (meninges) তথাপি মাথার দিকে চামড়া। সেইরূপ **ফল** মাত্রেই খোসা বা ছাল দিয়া ঢাকা **গাছ**মাত্রেরই ছাল আছে, **পাতার**ও ঢাকা আছে। সেইরূপ হিন্দুর মেয়েকেও রক্ষা করিবার জন্য ঘরে ঢাকিয়া রাখিতে হয় যাহাতে নজর খারাপ হইয়া না যায়। তাই মন্ত্র গোপন করিতে হয়, পণ্ডিত হইয়া নেকা সাজিতে হয়, **ধনরত্ন** লুকাইয়া রাখিতে হয়। গোপনই যে রক্ষা তাহা ঐ শব্দের অর্থ হইতে জানা যায় **গোপন বলিলে লুকান ও রক্ষা করা বুঝায়।** যদি বল ঢাকিতে হয় ত পুরুষদের ঢাকিতে হয় না কেন? যে রক্ষা করে সেই ঢাকে। চামড়া কি ঢাকিতে হয়? খোসা ও ছালকে কে ঢাকে?

৮। অনুকরণ করাই যাহাদের একমাত্র সম্বল, অন্ধের ন্যায় হাত ধরিয়া চলাই যাহাদের সতত অভ্যাস, হিন্দুশাস্ত্রে **অবিচারিত অবিশ্বাসই** যাহাদের একমাত্র বিচারের পরিচয় সেই অলীক হিন্দুরাই কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার রব তোলে। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর শাস্ত্রের এই পৈশাচিক অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতেছে। কথায় বলে **মার চেয়ে যে আপন তাকে বলেডা'ন।** অলীক হিন্দুমাত্রই জানেন।

৯। স্ত্রীস্বাধীনতা না হইলে জাতধর্ম্ম মান থাকে না কেন? স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে আমরা কি দেখিতে পাই? **স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে** স্ত্রীলোক স্কুল কলেজে পড়িতে শিখিয়াছে, স্ত্রী স্বভাব ছাড়িয়া পুরুষের মত হইতে শিখিয়াছে, সভা করিতে শিখিয়াছে ও পিকেটিং করিতে

শিখিয়াছে। এক কথায় **ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য** দেখা দিয়াছে। **সর্ব্বজ্ঞ** শাস্ত্র এই ব্যভিচার নিবারণের জন্যই স্ত্রীস্বাধীনতা নিবারণ করিয়াছেন (১০১)। শাস্ত্রের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। ব্যভিচারের এমনই বাড় হইয়াছে যে সভ্য জগতে অনেকই বলিতে চাহে যে বিবাহ **তুলিয়া দেওয়া** উচিত। স্ত্রীলোক বিষয় সম্পত্তি নহে যে এক যায়গায় বাঁধা থাকিবে, ইচ্ছা হইলেই সেই মুহূর্ত্তেই অন্যত্র যাইবে।

১০। ব্যভিচারের এত বাড় সত্ত্বেও ব্যভিচার জানে যে সে ব্যভিচার। তাই **সু-সাজিবার** জন্যই **ব্যভিচার না বলিয়া বিবাহ বলিতেই ব্যস্ত**। পরীক্ষা করিয়া বিবাহ, সাহচর্য্য বিবাহ ইত্যাদি কথা সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার আপনাকে ঢাকিতেই ব্যস্ত। সেইরূপ **নারীত্ব,** নারীপ্রগতি প্রভৃতি অনর্থক কথার সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার আপনাকে ঢাকিতেই চাহে।

১১। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের বাহির হইতে দেয় না ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। **বাপ, স্বামী কিম্বা উপযুক্ত পুত্রাদির সহিত হিন্দু স্ত্রীলোক** প্রয়োজন হইলেই **স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাইতে পারে** ও যাইয়াও থাকে। কেবল হাওয়াখোরী করিবার জন্য, স্কুল কলেজে পড়িবার জন্য যাইতে পারে না। **তীর্থে যাইতে কোন বাধা নাই**। এমন কি অন্যান্য জানা মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকিলে স্বামী পুত্র ভিন্ন অন্যের সহিতও তীর্থে গমন করে।

১২। **নারীদুঃখে যে সব অলীক হিন্দুর হৃৎপিণ্ড গলিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হয়,** তাহারা স্ত্রীলোক হাওয়াখোরী করিতে যাইলে কি লাভ ও না যাইলে কি ক্ষতি তাহা একবার ভাবিবারও অবসর পায় না। স্ত্রীস্বাধীনতার যাহা আসল বিষময় ফল তাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু দেখা যায় **ক্ষয় রোগ পরদাকে ভয় করে**

ও স্বাধীন স্ত্রীকে ভয় করে না। পরদা স্ত্রী অবলা ও স্বাধীন স্ত্রী সবলা. তাই বলিয়াই কি ক্ষয় রোগ পরদা স্ত্রীকে ছাড়িয়া **মুখরা চোখরা প্রখরা স্বাধীন স্ত্রীকে আক্রমণ করে?** কিম্বা স্ত্রীলোকের সহিত লড়াই করিতে নাই এই শাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া **ক্ষয় রোগ মেয়ে মর্দ্দার সহিত লড়াই করে।** অবলা স্ত্রীলোকের সহিত লড়াই করে না।

৬৩। বন্ধন।—১। বন্ধনই স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাই বন্ধন। বন্ধনেই মুক্তি, মুক্তিতেই বন্ধন। ইহা শুনিতে পাগলামি দেখিতে বড়ই সত্য। প্রকৃত বন্ধন ও প্রকৃত স্বাধীনতা একই কথা। ইহাই **মায়ার খেলা।** বন্ধন কাহাকে বলে? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? এই দুইটী কথা বিচার করিলেই, এই দুইটীর স্বরূপ জানিতে পারিলেই, এই কথাগুলি স্পষ্টই বুঝা যায়।

২। **মনের বন্ধনই বন্ধন। দেহের বন্ধন বন্ধন নহে।** মনের জয়ই স্বাধীনতা, মনের অধীনতাই অধীনতা। মনের বাড় হইলে মানুষের নাশ হয় ও মনের নাশ হইলেই মানুষের চরম উন্নতি হয় (১০২). **মনই আত্মার চোর** অর্থাৎ মনের বশে যাইয়া মানুষ উচ্ছন্ন যায়। এই মনকে নাশ করাই মানুষের কার্য্য অর্থাৎ মনের বশে চলা দূর করাই মানুষের কাজ (৭৯)। দান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য, যম, নিয়ম, বেদ ও কর্ম্ম সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য মন বশ করা। মন বশ করাই পরম যোগ (৮০)। **মনের বশে জগৎ চলে।** দেবতাদিও মনের বশে। **মন কিন্তু কাহারও বশে নহে।** মনই কঠোর দেবতা। এই মনকে জয় করিতে পারিলেই সে দেবতারও দেবতা হইতে পারে (১০৩)।

৩। **সেই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনাকে আসৃষ্টে**

পিস টে বাঁধিতেই ব্যস্ত। অধিকাংশ জিনিস তাহার করিতে নাই **(নিষেধ)।** কতকগুলি জিনিষ তাহাকে করিতেই হইবে **(বিধি)।** বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই বিধি নিষেধ দিয়া আপনাকে বাঁধিতেই ব্যস্ত। **সংযমই তাহার প্রাণ। নিয়মই তাহার জীবন। মন বশ করাই তাহার একমাত্র লাভ। মনের অধীন হওয়াই তাহার একমাত্র ক্ষতি। মন্‌কা কহ না কভি নহি কর্‌না।** প্রহ্লাদ হিরণ্য কশিপুকে বলিতেছেন—হে রাজন্ (পিতা নহে) তুমি বাহুবলে **দশদিক জয় করিয়া** অর্থাৎ পৃথিবী স্বর্গ ও পাতাল প্রভৃতি জয় করিয়া নিজেকে **স্বাধীন** মনে করিতেছে এটী তোমার একেবারেই **ভুল।** তুমি কাম ক্রোধাদির বশে অতএব **মনকে জয় করিতে পার নাই।** কাযেই তুমি মোহগ্রস্ত ও আমার কাছে তোমার কোন জারিজুরি খাটিবে না! (১০৪)

৪। **অধীনতাই যে স্বাধীনতা** ও **স্বাধীনতাই অধীনতা** তাহা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট হইবে। যে **সত্যের অধীন যে** মিথ্যা বলিতে ভয় পায়—সে স্বাধীন কি পরাধীন? আর যে সত্যের অধীন নহে যে মিথ্যা বলিতে আসলে পিছায় না—সে স্বাধীন না পরাধীন? যে **চুরিচামারি** করিতে পারে না সে স্বাধীন? না চোর চামার স্বাধীন? যে চরিত্রবান্ যে ব্যভিচারের নামে শিহরিয়া উঠে সে স্বাধীন? না যে **পরস্ত্রীগামী** সে স্বাধীন? বিধি-নিষেধ মানিয়া বিধিনিষেধের অধীন হওয়া স্বাধীনতা? না বিধিনিষেধ না মানিয়া মনের কথা শুনাই স্বাধীনতা?

৫। যদি বল **দেহের বন্ধনই অধীনতা** ও দেহ কাহারও অধীন না হইলেই স্বাধীনতা হয়। প্রথমতঃ দেহ কাহারও অধীন নহে ইহা কখনও হইতেই পারে না। **দেহ** যে **ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতির**

অধীন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অধিকন্তু লোকে পয়সার জন্য করে না এমন কাজ নাই। অতএব **দেহ সর্ব্বদাই পয়সার বশে**। আর যাহার দেহ অন্যের বশে কিন্তু মন অন্যের বশে নহে সে অন্যের অধীন হইয়াও অধীন নহে। কিন্তু যাহার দেহ পরের বশে নহে কিন্তু মন পরের বশে সে স্বাধীন দেখাইলেও প্রকৃত পরাধীন।

৬। **মনকে বশে রাখাই স্বাধীনতা ও মনের বশে হওয়াই পরাধীনতা** ইহাই সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের আদেশ। সভ্য কলিতে এই সত্যের ঠাঁই নাই। এখন স্বাধীনতার এক অপরূপ অর্থ আরম্ভ হইয়াছে। সে অর্থ যে কি তাহা বুঝিবার যো নাই। স্ব ও অধীনতা এই দুইটী শব্দ হইতে স্বাধীনতা শব্দটী হইয়াছে। অতএব স্ব শব্দের অর্থের উপর স্বাধীনতা শব্দের অর্থ নির্ভর করে। শাস্ত্রে স্ব শব্দের দ্বারা পুরুষকেই বুঝায়। সভ্য কলি স্ব শব্দের দ্বারা কি বুঝে বুঝা বড় কঠিন।

৭। **কালেয় স্বাধীনতা** অর্থাৎ কলিকালের স্বাধীনতা কি? এই সভ্য কলিযুগে যে যত উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে, যে যত বিধিনিষেধাতীত হইতে পারিবে অর্থাৎ যে যত নিয়ম কানুন না মানিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিবে, যে যত কামস্রোতে গা ভাসান দিতে পারিবে সে ততই স্বাধীন। অতএব স্ব শব্দ এখানে কাম ইচ্ছা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝায়, পুরুষকে বুঝায় না। আবার স্বাধীন দেশ বলিলে নিজের দেশের অধীন বুঝায়, পুরুষকে বুঝায় না। এক কথায় সভ্য **কলিতে** স্বাধীনতা শব্দে **স্বশব্দ কাম, ইচ্ছা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশ বুঝায়, পুরুষ বুঝায় না।**

৮। এই কালের অর্থ-বিপর্য্যয় ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সভ্য কলিতে যে স্বাধীনতা শব্দের উল্টা অর্থ করিয়াছে সেই উল্টা অর্থ ছাড়িয়া এখন দেখা যাউক যে "কালেয় স্বাধীনতা" কি অপরূপ বস্তু। নিজের **ইচ্ছামত চলিতে পারিলেই,** যা খুসী তা করিতে পারিলেই, মানুষ **স্বাধীন**

হয় কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত করিবার শক্তি কতটুকু ? মানুষ সর্ব্বদাই সুখের চেষ্টায় ঘোরে, কিন্তু সর্ব্বদাই দুঃখ পায় (১০৫)। কে রোগ চায় ? কে পুত্রশোক চায় ? কে মনঃকষ্ট চায় ? কে গরীব হইতে চায় ? কে চায় না আমি ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ হই ? ইত্যাদি। কয়জনেরই বা ইচ্ছাপূর্ণ হয় ? **মানুষ ইচ্ছার দাস** ইচ্ছা মানুষের দাস নহে। **কাযেই মানুষমাত্রই পরাধীন।**

৯। **দেশ স্বাধীন বলিলে কি বুঝায় ?** দেশ দেশের অধীন হয় না। **মাটি** কেমন করিয়া শাসন করিতে পারে ? দেশ দেশের লোকের অধীন হয় না। দেশ যদি **সকলেরই** অধীন হইল তাহা হইলে অধীন হইল কে ? দেশ যদি **কতকগুলি লোকের অধীন** হইল ত দেশের লোকেরা স্বাধীন বলা যায় কিরূপে ? কালেয় বুদ্ধিতে এই সব বুঝা সুকঠিন। কাযেই উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করা হইতেছে।

১০। এখন দেশের লোকেরা স্বাধীন, দেশের লোকেরা রাজা, এই কথা বলিলে কেবল সংখ্যাধিক্য শাসনই বুঝায় অর্থাৎ ভোটাভুটি করিয়া রাজ্যশাসন করা বুঝায়। **ভোটাভুটির ফলে ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া লোকে দল বাধে** ও কতকগুলি দলের সৃষ্টি হয়। নিজের দলের প্রস্তাব হইলে দলের সকলকে পরাধীন হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া ভোট দিতেই হইবে। ভোটাভুটিতে যখন যে দল জিতে সেই দলই শাসন করে। **দেশ সকল সময় একটী দলের অধীন।** কখনও কখনও একটী দল সকল দলকে হারাইতে পারে না। তখন ২।৩টী দল মিলিয়া প্রধান হয়।

১১। এখন জার্ম্মাণি যে স্বাধীন দেশ একথা কেহই অস্বীকার করিবে না। এই স্বাধীন জার্ম্মানিতে নাজিদল বড়ই প্রবল হইয়াছে। তাহারা যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতেছে ও সকলকেই নীরবে সহ্য করিতে

হইতেছে। তাহারা জার্ম্মাণ দেশবাসীর বিষয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে অনেকের রোজগার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেকের ধর্ম্মনাশ করিতেছে ও শেষে এই আইন করিয়াছে যে যে নাজিদলের বিরুদ্ধে যাইবে তাহারই জেল হইবে এমন কি প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। **যত জার্ম্মান নাজিদল ভুক্ত নহে তাহারা যে স্বাধীন তাহাও কি বলিতে হইবে? আজ নাজিদলের যাহারা এই ঘোর অধর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক তাহারাও স্বাধীনভাবে এই ঘোর অধর্ম্ম করিতেছে।**

১২। **কালের রাস্তায় স্বাধীনতা নাই** স্বাধীনতা থাকিতেও পারে না; স্বাধীনতা বলিলে স্বাধীনতা বুঝায় না অধীনতা বুঝায়। যে যত বিধি নিষেধের অধীন, যে যত ধর্ম্মের অধীন, যে যত অধর্ম্ম ত্যাগ করে সে ততই স্বাধীন। যে দেশে যতই ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিয়া চলে সে দেশ ততই স্বাধীন। ইহাই মায়ার খেলা। ইহাই মায়ার বৈপরীত্য। মায়ার বৈপরীত্য যে কি রকম সত্য তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। শ্রীভগবান্ মায়ের নিজের শরীরেই সেই মায়ার খেলা অনবরত দেখাইতেছেন। তাই মলত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই ত্যাগ করিতে দেন না, হৃৎপিণ্ডকে জোরে চালাইয়া আস্তে আস্তে করেন, রক্তে চিনি বাড়াইয়া কমাইয়া দেন—ইত্যাদি (প° ৬৯।৫)। তাই প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন—পদার্থবিদ্যা দুইটী বিপরীত জিনিষের উপর খাড়া আছে (A)। **এখন** কোন দেশই স্বাধীন নহে **সকল দেশই পরাধীন। সেই জন্যই কোন দেশেই সুখ** নাই। খাইবার যথেষ্ট আছে অথচ লোকে খাইতে পায় না। কত লোকের যে উপার্জ্জন বন্ধ তাহা আর বলা যায় না। এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের প্রতীকারের কতই না চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সবই ব্যর্থ। শাস্ত্রে বলে নিজের বশে থাকাই সুখ ও পরের বশে থাকাই দুঃখ (১০৬)। **দুঃখ সাগরে পৃথি-**

বীর সকল দেশ ভাসাইয়া শ্রীভগবান্ জানাইয়া দিয়াছেন সকল দেশই পরাধীন। শাস্ত্র আরও বলেন অধর্ম্ম হইতেই দুঃখ ধর্ম্মেই সুখ (১০৭)। কাজেই শ্রীভগবান্ ঢাক পিটাইয়া বলিতেছেন— সকল দেশেই ধর্ম্ম নাই, তাই এই জগদ্ব্যাপী দুঃখ।

৬৪। **গান বাজনা**—১। আজ কাল গানবাজনা ও নাচ শিখাইবার এক ধুয়া উঠিয়াছে। ধুয়ার স্বভাব জ্ঞানলোপ করা। এখানেও তাহাই হইতেছে। ছেলে বুড়ো জ্ঞান হারাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। **৭২ বৎসরের বুড়ো সকলের সম্মুখে স-দাড়ি নাচিবার জন্যই পাগল।** কেন নাচে? **নাচিয়া কি লাভ?** এ সব ভাবিবার অবসরই নাই। এক কথায় **ধুয়োয় পড়ে নাচি** লাভ আবার কি? ধুয়োই লাভ।

২। ধুয়োর এক মস্ত গুণ যে ধুয়ার বস্তুকে একেবারে নির্দ্দোষ দেখায়। মায়াতেই সংসার সৃষ্ট। মায়ার বৈপরীত্য জন্য জগতে কোন বস্তু নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু ধুয়ার বস্তু মায়াতীত কাযেই নির্দ্দোষ। মায়ার সংসারে থাকিয়া **ধুয়ার বস্তু মায়াতীত** হইল কিরূপে? জীবন্মুক্ত পুরুষ যেমন সংসারে থাকিয়াও মায়াতীত সেইরূপ ধুয়াধারী সংসারে থাকিয়াও মায়াতীত। **জীবন্মুক্ত** পুরুষ **মায়ার বশে না থাকিয়া মায়াতীত। ধুয়াধারী** মায়ার বশে থাকিয়া **মায়া না মানিয়াই মায়াতীত** এই মাত্র তফাৎ। ধুয়াধারী যখন নিজে মায়াতীত তখন তাহার সাধের ধুয়ার বস্তু মায়াতীত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

৩। গান বাজনা ও নাচ কলাবিদ্যা। সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি কলা আছে। গান বাজনা ও নাচ উহাদের মধ্যে তিনটি। কাযেই এই তিন কলাও শিখিতে হয়। শাস্ত্রে গীতের অনেক প্রশংসা আছে। সংসার দুঃখে যে সব উত্তম লোক পীড়িত তাহাদেরই অনুগ্রহের নিমিত্ত ভগবান্

মহাদেব গীতবাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন (১০৮)। কাজেই **গীতবাদ্য কেবল উত্তম লোকের জন্য** আর কাহারও জন্য নহে। গীতের দ্বারা **পরমপদ পাওয়া যায়,** অন্ততঃ রুদ্রলোকও পাওয়া যায় (১০৯) অতএব গীত জনচিত্ত হরণ পরমানন্দ বিবর্দ্ধন ও বিমুক্তি বীজ অর্থাৎ গীতের দ্বারা মানুষের চিত্ত বশীভূত হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় ও মুক্তি লাভ হয়।

৪। এখন দেখা যাইতেছে **গীত হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়াই গীতের প্রশংসা।** কাযেই যে গীতের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় সেই গীত অতি উত্তম। অন্যগীত ভয়ঙ্কর। কেন না মন বশ করিয়া কুপথে লইয়া যায়, ভগবদ্বিমুখ করিয়া দেয়। বাদ্য ও নৃত্য গীতের সহচর। **গীত বাদ্য ও নৃত্য কেবল ভগবানের সম্মুখে ও ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই করা যায়।** নতুবা এই তিনই বিষবৎ বর্জ্জনীয়। এমন কি ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও সকল বাদ্য ভাল নহে। যথা **শিব মন্দিরে করতাল বাজাইতে নাই।** সেইরূপ **সূর্য্যমন্দিরে শঙ্খ** আর **দুর্গামন্দিরে বাঁশী ও মাধুরী** বাজাইতে নাই। (১২০)

৫। **এখনকার গীতাদিতে ভগবানের সম্বন্ধও নাই। উত্তমাধম বিচারও নাই** অর্থাৎ যে গীতাদি করিল সে লোক ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া দেখিবারও দরকার নাই। কাযেই এখনকার গীতাদি **বিষবৎ** ত্যাগ করা উচিত। অধিকন্তু এখনকার গীতাদি যে সব জিনিষের সম্বন্ধ করে তাহাতে উহা বিষের বিষ, হলাহল। **মহাদেব ভিন্ন এই দুর্জ্জয় বিষ কাহারও হজম করিবার যো নাই।** যখন সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠিয়া সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিতে বসে তখন দেবতারা অন্য উপায় না পাইয়া মহাদেবের শরণাগত হন। মহাদেব

সেই কালকূট হাতে মাড়িয়া তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলেন (১১১)। কালকূট সেখানেও আপনার প্রভাব দেখাইতে ছাড়িল না। মহাদেবের গলা নীল হইয়া গেল। মহাদেব নীলকণ্ঠ হইলেন। ইহাই সাধুপুরুষের সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার [১১২]

৫৬। **কতকগুলি অলীক ছুতা**—১। অলীক হিন্দুদের কতকগুলি অলীক অর্থাৎ মিথ্যা ছুতা আছে, যথা। [১] চিরকাল এক নিয়ম চলিতেই পারে না। পরিবর্ত্তন চাই। টেনিসনও বলিয়াছেন যে যতই ভাল রীতি হউক কালক্রমে উহাই খারাপ হইয়া যায়। [২] দলপুষ্টি না হইলে কিছুই হয় না। অতএব যাহাতে অন্ত্যজেরা মুসলমান কি খৃষ্টান না হয় সেই জন্য অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজের সহিত ব্রাহ্মণের এক হওয়া চাই। যখন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছুই নাই তখনই কথাগুলি বড় কড়া বলিয়া আপত্তি।

২। **পরিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন** যে প্রয়োজন তাহা শাস্ত্রই বলিতেছেন ও **সেই জন্য শাস্ত্রে কলিকালের ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন।** অন্য কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে শাস্ত্র নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। পরিবর্ত্তন যেমনই প্রয়োজন সংরক্ষণ [পরিবর্ত্তন না করা] তেমনই প্রয়োজন। ইহাই মায়ার খেলা। জগতের সৃষ্টি হইতে লোকে চোখ দিয়া দেখে, কান দিয়া শুনে, পা দিয়া চলে ইত্যাদি। **পরিবর্ত্তন চাই বলিয়া কি কান দিয়া দেখিতে হইবে,** চোখ দিয়া শুনিতে ও হাত দিয়া চলিতে হইবে ? না চোখ দিয়া হাঁটিতে ও হইবে ও পা দিয়া দেখিতে হইবে।

৩। একটু তাকাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সামান্য। **অধিকাংশ জিনিসেরই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।** পরিবর্ত্তন করিতে গেলেও পরিবর্ত্তন করিবার **যোগ্যতা**

থাকা চাই। এই যোগ্যতা যে কি দরকার ও এই যোগ্যতার যে কত অভাব তাহা স্থূল আইনের চর্চ্চা করিলে জানিতে পারা যায়। দেশের **বাছাই বাছাই লোক যখন এই সামান্য আইনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না,** তখন সূক্ষ্ম আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

দলপুষ্টি—দলপুষ্টি যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা কেহ অস্বীকার করে না। [১১৩]। কিন্তু মায়ার খেলায় দলপুষ্টি যে সর্ব্বনাশের কারণ ইহাও মনে রাখিতে হইবে [১১৪] কে না জানে আঙ্গুল **সাপে কামড়াইলে সে আঙ্গুলই তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়?** কে না জানে যখন হাত কি পা পচিয়া যাইতে থাকে আর পচা কিছুতেই নিবারণ হয় না তখন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেই হাত কি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়?

৫। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছেন—পরও হিতকারী হইলে ছেলের মত হয়। যেমন ঔষধ। নিজের দেহজাত পুত্র কখন কখন অহিতকারী হয়। যেমন দেহের রোগ। যে অঙ্গ অহিত অর্থাৎ প্রাণনাশকারী সে অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে যাহাতে অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে জীবিত থাকে অর্থাৎ যাহাতে প্রাণ বাঁচে (১১৫)। কথায় বলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া বাকি অংশ বাঁচায় (১১৬)।

৬। কোথায় ত্যাগ করিতে হইবে ও কোথায় দলপুষ্টি করিতে হইবে তাহা লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করে। **হিন্দুর কাছে ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব।** প্রাণ যাক্ ধর্ম্ম থা'ক ইহাই হিন্দুর কামনা। ধর্ম্মের জন্য একলা বনে বাস করাও ভাল তবু ধর্ম্ম খোয়াইয়া রাজা হওয়া ভাল নহে। হিন্দু জানে ধর্ম্মপালন করিলে ইহ জন্মে তাহার যতদূর সুখ সম্ভব ততদূরই হইবে ও পরজন্মে পরম পদ মিলিবে। **যে সুখ ভাগ্যে**

নাই ধর্ম্মত্যাগ করিলেও সে সুখ মিলে না। অতএব সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ধর্ম্মপালন ভাল ও সর্ব্বস্ব লাভ করিয়াও ধর্ম্ম খোয়ান উচিত নহে। ধর্ম্ম খোয়াইয়া যাহারা দলপুষ্টি করিতে যায় সেই মূর্খ নাস্তিকগণ জানে না **যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়** (১১৭) **কেননা স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মের পক্ষে** (১১৮)

৭। হিরণ্যকশিপুর মত প্রতাপী হয়ও নাই, হইবেও না, হইতে পারেও না। যাহার ভ্রূভঙ্গিতেই (চোখরাঙ্গানিতেই) দেবতারা স্বর্গে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন সেই **হিরণ্যকশিপুকেও শিশু প্রহ্লাদের কাছে সকল রকমে পরাজিত** লাঞ্ছিত হইয়া শেষে প্রাণ হারাইতে হইল। লক্ষ লক্ষ পাপিষ্ঠ মিলিলে একজন সাধু হয় না। **একজন সাধু যাহা করিতে পারেন লক্ষ লক্ষ পাপিষ্ঠ তাহা করিতে পারে না।**

৮। অলীক হিন্দুদের ধর্ম্ম নাই ধর্ম্মের ভাণ আছে। অতএব উহারা কথায় কথায় ধর্ম্ম খোয়াইতে ব্যস্ত। এই অলীক হিন্দুরা খৃষ্টান কি মুসলমান হইলে অর্থাৎ হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে হিন্দুসমাজ সবলই হইবে। দুর্ব্বল হইবে না। হিন্দুদের উচিত যে **অলীক হিন্দুদের তাড়াইয়া আপন ধর্ম্ম রক্ষা করে।**

৯। **কড়া কথা**—কড়া কথা কাহাকে বলে ? যে কথা **অক্ষরে অক্ষরে সত্য,** যাহার আর **উত্তর নাই** যাহা ঘাড় পাতিয়া মানিতেই হইবে অথচ যাহা নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ যাহা **মানিতে বড় কষ্ট** হয় তাহাকেই **কড়া কথা** বলে (১১৯)। কথা প্রকৃত যতই কড়া হউক না কেন যদি তাহার অনায়াসেই উত্তর দেওয়া যায় ত তাহা কড়া কথা নহে আর যদি কথা একেবারে সত্য হয় ও তাহার জবাব না থাকে তাহাকে কড়া কথা বলিয়া জানিবে। এই কড়া কথার হাত হইতে নিষ্কৃতি

পাইতে গেলে খাঁটি সত্য বলিলে কখনই চলিবে না অপর পক্ষের মিথ্যা অহঙ্কারের পুষ্টির জন্য **সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিলাইতে না পারিলেই কড়া কথা হয়।**

১০। যথা, অশ্রুতি-গ্রন্থিগুলির জন্য ডাক্তারী শাস্ত্র **ভগবান্‌কে গাধা** বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিল। ইহা কড়া **কথা নহে।** কেন না ইহা নাস্তিকদের পক্ষে। কিন্তু যখন দেখা গেল অশ্রুতিগ্রন্থিই সব তখন **ডাক্তারী শাস্ত্রকে মূর্খ নাস্তিক ধৃষ্ট বলিলে বড়ই কড়া কথা** হয়। কেন না কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু যদি সত্য উড়াইয়া দিয়া মিথ্যার আশ্রয়ে ডাক্তারী-শাস্ত্রের এই সদ্‌গুণের কীর্ত্তন করা যায় তাহা হইলে আর কড়া কথা হয় না।

১১। অর্থাৎ এক কথায় ভগবানকে শাস্ত্রকে ও সত্যকে যে যত গালি দিতে পার দেও। কোনও বাধা নাই। বরং ভাল। কিন্তু যদি **শাস্ত্রের পক্ষ** হইয়া **নাস্তিকের বিপক্ষে** বলা যায় **উত্তর করা না যায়** উহা অবশ্যই **বড়ই কড়া** কথা হইবে। জুয়াচোর লোকই কড়া কথা বলিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে চায়। মানুষ হইলে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করে কিম্বা কথার উত্তর দেয়। **মানুষ কখনও কড়া কথা বলিয়া জুয়াচুরি করে না।**

—:o:—

৭অ°—বিজ্ঞান ভ্রান্ত

৬৬। রসায়ন (Chemistry)—১। রসায়ন চিরকালই বলে **পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন**। শাস্ত্র বলেন পদার্থ কেবল দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতই এক, কেন না শ্রীভগবান্ একাই অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন (৬৮)। সমস্ত পদার্থই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি। কাযেই

[illegible] প্রকৃতই এক। শ্রীভগবান্ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে এই সব বলিয়াছেন। আজ প্রায় ২৫০ বৎসর মাত্র রসায়নের উৎপত্তি। তথাপি অহঙ্কারে মত্ত ও অন্ধ হইয়া **রসায়ন এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের সত্যকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে কলির ভেড়ার দল** শাস্ত্রকে পাগল গাঁজাখোরী, অসভ্য, কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল রসায়নকেও মানিতে হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নাই **সোণা রূপা তামা লৌহ পারা গন্ধক কয়লা প্রভৃতি** সবই এক পদার্থ—**সমস্তই হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন** (O)। কলির ভেড়াদের তথাপি চৈতন্য নাই অনুতাপ নাই। সোণা রূপা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। হাইড্রোজেন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। তথাপি এই বায়ুর ন্যায় চঞ্চল হাইড্রোজেন হইতে লৌহের ন্যায় কঠিন পদার্থও উৎপন্ন হইয়াছে।

২। **রসায়ন মতে পদার্থ দুই প্রকার—মূল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ।** মূল পদার্থ ৯২টী ও মিশ্র পদার্থ অসংখ্য। মূল পদার্থে একই রকম পদার্থই পাওয়া যায়, দুই রকম পাওয়া যায় না। দুইটী কিংবা তাহার চেয়ে অধিক মূল পদার্থ মিশাইয়া মিশ্র পদার্থ হয়। যেমন সোণা, রূপা তামা লৌহ পারা গন্ধক কয়লা প্রভৃতি মূল পদার্থ। ইহাদের ভিতর অন্য কোন পদার্থ নাই। অর্থাৎ সোণাতে কেবল সোণা আছে রূপাতে কেবল রূপা আছে ইত্যাদি। আর জল বায়ু কাঠ মাটি প্রভৃতি সবই মিশ্র পদার্থ। জলের ভিতর দুইটী মূল পদার্থ আছে, বায়ুর ভিতর মোটামুটি দুইটী মূল পদার্থ আছে, ইত্যাদি। যখন সকল পদার্থই হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন তখন আর মূল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ—এই ভেদ থাকিতেই পারে না। তা ছাড়া রসায়ন নিজেই বলে ৯২টী মূল

পদার্থের মধ্যে অনেকগুলিই মিশ্র। যেমন পায়া ছয়টী পদার্থ মিশাইয়া হয়। তেমনই **দস্তা ৭টী সীসা ৬টী, রাং** টিন। ১২টী পদার্থ মিশাইয়া হইয়াছে। (O)

৩। দেশ কাল অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে এই কথা শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বলেন। বহুকাল ধরিয়া এই কথা অস্বীকার করিবার জন্য রসায়ন কতই গোঁজা দিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। শেষে স্থান অর্থাৎ দেশের উপর ও অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে একথা মানিতেই হইল।

৪। **অণুর ভিতর পরমাণুর স্থান হিসাবে একই টার্টারিক অ্যাসিড চারি প্রকার** হয়। Four kinds of Tartaric Acid owing to different positions of atoms in the molecules. Molecule = অণু। Atom = পরমাণু, অত্যন্ত ছোট অণু। চারি প্রকারই একই পরমাণু দ্বারা গঠিত। কোনও বিশেষ নাই। কেবল চারি প্রকারে অণুর ভিতরে পরমাণুর স্থান ভিন্ন ভিন্ন, এই প্রভেদ।

৫। **Ethyl aceto-acetate (এথিল-অ্যাসিটো অ্যাসিটেট) এর গুণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। গুণের তারতম্য অনুসারে বস্তুর কোনই তারতম্য নাই।** কাযেই ভিন্ন আচরণ করিলেও দুইটীকেই একই বস্তু বলিতে হইবে। Ethyl aceto acetateএর (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটের) পরমাণুগণ এক, অণুর ভিতর পরমাণুর স্থানও এক, অথচ **একই বস্তু এক সময় একরকম আচরণ করে ও আর এক সময়ে আর একরকম আচরণ করে।**

৬। শাস্ত্র বলেন, ভগবানের চরণ হইতে গঙ্গা বাহির হইয়াছেন (১২০)। অতএব গঙ্গার জল অন্য জলের ন্যায় নহে। ইহা দেহ ও মনকে পবিত্র করে। রসায়ন এই কথা শুনিয়া কতকাল ধরিয়া পাগলের

হাসি হাসিল। রসায়ন মতে সব জল এক (H_2O)। জলে জলে তফাত হইলে রসায়ন শাস্ত্রই মিথ্যা। কিন্তু **এই পাগলের হাসিও সত্যকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না।** আজ ৪। ৫ বৎসর বাহির হইয়াছে যে গঙ্গাজলের কি আশ্চর্য্য মহিমা, রোগের বীজাণু (Bacteria) উহাতে তিষ্ঠিতেই পারে না। **Ethyl aceto acetate** (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটেটু) যেমন **Ethyl aceto acetate** (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটেটু) **হইতে ভিন্ন সেইরূপ জলও জল হইতে ভিন্ন।** অর্থাৎ পদার্থ নিজেই নিজ হইতে ভিন্ন। **রসায়নের সাধের পাগলামি কালের বশে ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু শাস্ত্রের দ্বেষ অর্থাৎ সত্যের দ্বেষ ঘুচিল না।**

৬৭। **পদার্থবিজ্ঞান** (Physics)—১। পদার্থবিজ্ঞানকে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়—নববিজ্ঞান (ইংরাজী ১৬৫০—১৯০০ সাল) ও নব্য নববিজ্ঞান (ইংরাজী ১৯০০—১৯৩৩ সাল)। নববিজ্ঞান যাহা যাহা বলিয়াছে নব্য নববিজ্ঞান প্রায় সবই উল্টাইয়া দিয়াছে। **অর্থাৎ নব্য নববিজ্ঞান অনুসারে নববিজ্ঞান একেবারে ভুল।** অর্থাৎ ২৫০ বৎসরের অটুট অকাট্য সিদ্ধান্ত আজ ৩০ বৎসর হইতে একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে। অথচ **এই অটুট অকাট্য ভুলের উপর অটুট অকাট্য বিশ্বাস করিয়া** কলির ভেড়ার দল সনাতন **শাস্ত্রের অটুট অকাট্য সত্যকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। ধন্য ভেড়ার ভেড়ামি।**

২। পদার্থ (Matter), শক্তি (Force), অন্যোন্যাকর্ষণ (Gravitation) * ও ভারহীন ভারবান্ পদার্থের তরঙ্গ (waves

* জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ টানে। ইহাকেই অন্যোন্যাকর্ষণ বলে।

in Ether), তেজ (Energy) এই **পাঁচটী বস্তুর** উপর নববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্ভর করে। **নব্য নববিজ্ঞান বলে শক্তি ও অন্যোন্যাকর্ষণ নাই।** (N) এই তুইটী মিথ্যা হইলে **নববিজ্ঞানের বার আনা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা হইয়া গেল।** Statics (স্থিতি-বিজ্ঞান), Dynamics (গতিবিজ্ঞান), Hydrostatics (জলবিজ্ঞান) প্রভৃতি force (শক্তি) ও gravitation (অন্যোন্যাকর্ষণ) না থাকিলে থাকিতেই পারে না।

৩। **ভারহীন অথচ ভারবান্ পদার্থ**।—ইহা নববিজ্ঞানের ও নব্য নববিজ্ঞানের এক **অপূর্ব্ব কল্পনা**। নব ও নব্যনব উভয়েই বলে পদার্থ মাত্রেই ভারবান্ অর্থাৎ পদার্থ মাত্রেরই ভার আছে। ঈথার (Ether) পদার্থ। কাজেই ভারবান্ অথচ নব ও নব্যনব মতে ঈথার ভারহীন অর্থাৎ ঈথারের ভার নাই। অর্থাৎ **নব ও নব্যনব-বিজ্ঞান মতে ঈথারের ভার আছে ও ভার নাই** (N)। এতখানি উল্টা পাল্টাও কলির সভ্য মানুষের পেটে অক্লেশে হজম হয়। কোনও রকম কাঁটা খোঁচা বাধে না। **ইচ্ছা থাকিলেই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিতে কোনও কষ্ট নাই।** "বাসনা প্রেরিতো জনঃ"(১২১)। ইচ্ছার বশে পারে না এমন কুকার্য্যই নাই। **Heisenberg হেইজেনবার্গ** ও **Dirac (দিরাক) ঈথারের তরঙ্গ স্বীকার করেন না।** ইঁহারা আজকালকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া সকলেই স্বীকার করে।

৪। পদার্থবিত্তার পাঁচটী উপাদানের ভিতর তিনটীর এই দশা। বাকি রহিল তুইটী পদার্থ ও তেজ। এ সম্বন্ধে পদার্থবিত্তার মত শুনিলে বুদ্ধি হত হইয়া যায়। পদার্থ নাই। পদার্থ ঈথারের তরঙ্গ মাত্র। পদার্থ আছে ঈথারের তরঙ্গও আছে। **পদার্থ নাই তেজ** হইতেই

পদার্থ হইয়াছে। পদার্থ নাই **পদার্থ তড়িৎ শক্তি**। এই তড়িৎ শক্তি কখনও ঈথায়ের তরঙ্গ কখনও পদার্থ। অতএব **পদার্থ কখনও পদার্থ ও কখনও পদার্থ নহে** কেবল ঈথারের তরঙ্গ মাত্র (N)।

৫। **পদার্থবিজ্ঞান পদে পদে মায়ার বৈপরীত্য দেখিয়াও দেখিতে রাজী নহে**। তাই পদার্থবিজ্ঞানের এত ধাঁধাঁ। তাই পদার্থবিজ্ঞানকে বলিতে হইয়াছে "আমরা যখন যেমন সুবিধা দেখি তখন তেমনি বলি। আমরা যাহা বলি তাহা সত্য কি মিথ্যা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। **আমাদের প্রয়োজন হইলেই আমরা তাহা** ধরিয়া **লই। তাহা মিথ্যা হয় হউক আর সত্য হয় হউক**। আমাদের কিছুই আসে যায় না (L)।" সেই জন্যই **হালডেন বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকগণের প্রত্যেক কথাই মিথ্যা** ও **বিজ্ঞানকে গেঁজেলি গল্পই বলা উচিত** (L)।

৬৮। গণিত (Mathematics)—১। গণিত শাস্ত্রের ভুল তিন রকমে প্রমাণ করা যায়—(১) গণিতশাস্ত্রের দোষ ধরাইয়া দিয়া। (২) গণিতশাস্ত্রের যে সব ভুল পরে ধরা পড়িয়াছে সেই গুলি দিয়া ও (৩) গণিতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের কথা দিয়া। প্রথমটী সাধারণের বেলা খাটে না। এমন কি যাহারা গণিতশাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িয়াছে তাহারাও **গণিতশাস্ত্রের নামে পলায়ন করে**। ধৈর্য্য ধরিয়া মন দিয়া শুনিলে অনেকেই গণিতের প্রমাণের দোষ বুঝিতে পারে। কিন্তু এই বিলাসপ্রিয় কলিযুগে প্রায় কেহই মন দিয়া শুনিতে চায় না। অতএব **প্রথম উপায়টী কলিযুগে চলে না**। বাকী দুইটী উপায় দিয়া গণিতশাস্ত্র নির্ভরযোগ্য নহে তাহাই দেখান যাইতেছে।

২। **নিউটন** (Newton) একটী গণনার ভুল করেন। এই ভুল কেহই ধরিতে পারে না। কাযেই এই **ভুল-যুক্তিই অকাট্য**

প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিত মাত্রেরাই মানিয়া লয়। কিছুদিন পরে বেরহুই (Bernoulli) নিউটনের ভুল ধরাইয়া দেন। সত্যপরায়ণ নিউটন সেই ভুলটি চুপে চুপে হজম করেন। কাজেই তখনও সেই ভুলই অকাট্য সত্য বলিয়া চলিতে থাকে। কিছুদিন পরে নিউটন নিজেই চুপে চুপে ভুলটী সংশোধন করিয়া দেন। তখনই সকলে বুঝিতে পারে যে **নিউটনের অকাট্য প্রমাণটী অকাট্য ভুল** (M)।

৩। লাপলাস (Laplace) তাঁহার বিখ্যাত মেকানীক্ সেলেস্ত (Mecanique Celeste) নামক গ্রন্থে কতকগুলি প্রমাণের ত্রুটী করেন। কেহই তাহা ধরিতে পারে না ও তাহা অকাট্য বলিয়া চলিতে থাকে। শেষে **কোশি** (**Cauchy**) ও **গাউস** (**Gauss**) **লাপলাসের প্রমাণের দোষ** ধরাইয়া **দেন** (M)।

৪। নিউটন ও লাপলাস এই দুইজনের ন্যায় গণিতজ্ঞ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইঁহারা দুই জনেই ভুল প্রমাণ করিয়া তাহা অকাট্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অন্য সব গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদের ত কথাই নাই। কাযেই দেখা যাইতেছে **গণিতের বিশেষ দোষ যে গণিতের ভুল প্রমাণ প্রায়ই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মনে হয়।** অর্থাৎ গণিত প্রমাণের ভুল কেহই ধরিতে পারে না। অতএব গণিতের প্রমাণ অকাট্য মনে হইলেও ঠিক কি ভুল বোঝা যায় না ও নির্ভরযোগ্য নহে।

৫। গণিতের প্রমাণ সত্য কি মিথ্যা ঠিক করা যায় না কেন? ইহার কারণ এই যে **গণিত প্রমাণ চুপে চুপে এত কথাই ধরিয়া লয়** যে সে গুলির দিকে মানুষের দৃষ্টিই পড়ে না। এক কথায় **গণিত ধাপে ধাপে যায় না, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে ও ভুল করে।** ধাপে ধাপে যাইলে সেই ভুল ধরা পড়ে। তবে গণিত ধাপে ধাপে চলে না কেন? ইহার উত্তর গেরগন (Gergonne) দিয়াছেন। Gergonne

বলেন "গণিতের প্রমাণ ভাণমাত্র। প্রথমে **উত্তরটী জানিয়া শেষে মিথ্যা করিয়া প্রমাণটী বসাইয়া দেওয়া হয়।** প্রমাণের দ্বারা উত্তরটী বাহির করা হয় না। অর্থাৎ গণিত আবিষ্কার করে না, আবিষ্কৃত বিষয়ের সম্মান দিবার জন্য প্রমাণের সৃষ্টি করে। **গণিতের প্রমাণ এমনই মিথ্যা যে উত্তরটী না জানিলে গণিতের প্রমাণ বুঝাই যায় না** (M)।

৬। এডিংটন (Eddington) স্বীকার করেন যে গণিতের যুক্তি এখন যে কতই উল্টাইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। **চিরকাল যে সকল যুক্তি অকাট্য ছিল এখন আর সে গুলি চলে না।** ভুল বলিয়া সেগুলি এখন ত্যাগ করা হইয়াছে (M)। প্ল্যাঙ্ক (Planck) বলেন যতই গণিতের দ্বারা অকাট্য প্রমাণ কর না কেন তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। একটুতেই তাহা উল্টাইয়া যায়। **গণিতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না** (D)।

৬৯। **ডাক্তারী বা চিকিৎসাবিজ্ঞান** (Medicine)—
১। ডাক্তারেরা লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া ঠিক করিল **উদরের চেহারা এই রকম।** যখন এক্স্‌রে (X-Ray) বাহির হইল তখন দেখা গেল যে লক্ষ লক্ষ বার চোখে দেখিয়া যাহা ঠিক করা হইয়াছে তাহা একেবারেই মিথ্যা।

২। পেটের মধ্যে নাড়ীভুঁড়ি জোঁকের মত নড়ে। ইহাকে intestinal peristalsis বা অন্ত্রের জলৌকস-গতি বলে (অন্ত্র=নাড়ীভুঁড়ি। জলৌকস=জোঁক)। লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া ডাক্তারীতে ঠিক হইল এই জলৌকস-গতি উপর হইতে নীচের দিকেই হয় ও নীচের দিক হইতে উপর দিকে হইলে প্রাণ থাকে না। এখন এক্সরে (X-Ray)

দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই কথা মিথ্যা। জলৌকস-গতি মায়ার বশে একবার উপর হইতে নীচে ও আবার নীচের দিক হইতে উপরের দিকে হয় ও তাহাতেই প্রাণ বাঁচে। অর্থাৎ নাড়ীভুড়ি একবার উপর হইতে নীচে ও আবার নীচে হইতে উপরে নড়িয়াই কার্য্য করে।

৩। ডাক্তারীমতে তিন প্রকার বস্নসা (nerve) আছে। একরকম দিয়া সুখ দুঃখ অনুভব হয়। দ্বিতীয় রকম দিয়া হাত পা নাড়া যায়। তৃতীয় রকমে Sympathetic nervous system বা সাক্ষীগোপাল বস্নসাচয় বলে। সেইরূপ মনুষ্য শরীরে অসংখ্য গ্রন্থি বা বিচি (glands) আছে। এই গ্রন্থি (glands) দুই রকম। এক রকমের মুখ (duct) আছে অর্থাৎ তাহা হইতে রস বাহির হয়। দ্বিতীয় রকমের মুখ নাই (ductless) ও তাহাদিগকে অস্রুতি গ্রন্থি বলে।

৪। ডাক্তারেরা বহুকাল ধরিয়া এই Sympathic nervous system ও ductless glands এর (সাক্ষীগোপাল বস্নসাচয়ের ও অস্রুতি গ্রন্থির) **কোনও প্রয়োজন না** দেখিয়া অহঙ্কারে দিশেহারা হইয়া ঠিক করিল **ভগবান্ বড়ই** বোকা তাই বিনা প্রয়োজনে এত অসংখ্য জিনিষ শরীরের মধ্যে দিয়াছেন! **বুদ্ধির আধার ডাক্তারেরা** এতকাল পরে দেখিতে বাধ্য হইয়াছে যে Sympathetic nervous system and ductlees glands **(সাক্ষীগোপাল বস্নসাচয় ও অস্রুতি-গ্রন্থি) দ্বারাই শরীরের সকল** প্রধান **কার্য্য হয়,** এমন কি চরিত্র ও বিদ্যাও এই গ্রন্থির উপর নির্ভর করে।

৫। এত বড় কথা ডাক্তারেরা দেখিতে পাইল না তাহার কারণ কি? ইহার কারণ ডাক্তারদের সত্য দেখিতে নাই। **যাহা মনের অনুকূল তাহাই সত্য আর অন্য সমস্তই মিথ্যা** ইহাই ডাক্তারী চরিত্র। "বাসনা-প্রেরিতো জনঃ" (১২৯)। মায়াবশে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য অর্থাৎ দুইটী উল্টা পাল্টা জিনিষ দিয়া একটী কার্য্য হয়। **এই মায়া জানিলেই নিজের বুদ্ধি কিছুই না, বুঝিতে হয়।** তাই এত আপত্তি। কিন্তু শত আপত্তি থাকিতেও ডাক্তারদের মানিতে হইয়াছে যে **মানুষের শরীরের সকল কার্য্যই বিপরীত।** যেমন **হৃৎপিণ্ড** কে একজন আসিয়া আস্তে আস্তে চালায় ও আর একজন তাড়াতাড়ি চালায় (P) ও **নাড়ীভুড়ির** গতি একজন নীচের দিকে করায়, আর একজন উঁচু করায় (P) **অপ্রকৃতিগ্রন্থি** গুলি দুই দলের (এক দল রক্তে **চিনি** বাড়ায় ও আর একদল চিনি কমায়, একদল **ক্যাল্‌সিয়ম** (যাহা চুনের ভিতর বিশেষ পাওয়া যায়—Calcium) বাড়ায় ও আর একদল ক্যালসিয়ম কমায়।

৬। উদর রোগে লবণ দেওয়া চিরকালই নিষিদ্ধ। ডাক্তারেরা বলিলেন লবণে প্রস্রাব করায়। অতএব লবণ উদর রোগে মহৌষধ। লক্ষ লক্ষ বৎসরের আয়ুর্ব্বেদের নিষেধ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া **ডাক্তারেরা উদর রোগে লবণ দিয়া সুখে নরহত্যা করিতে লাগিল।** তাহার পর যখন উহাদের মধ্যে একজন বলিল লবণে বিশেষ ক্ষতি হয় তখনই ভেড়ার দলের হাসি উড়িয়া গেল ও উদর রোগে লবণ নিষিদ্ধ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

৭। কাযেই দেখা যাইতেছে মিথ্যা বলিতে ও অহঙ্কার করিতেই ডাক্তারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শাস্ত্রে **অষ্টসিদ্ধি** আছে অর্থাৎ আট প্রকার গুণ চেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায়। যথা পাথরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা, পর্ব্বতের ন্যায় দেহ করিতে পারা, অকাশে উড়িতে পারা, যাহা চোখে দেখা যায় না তাহা দেখিতে পাওয়া ইত্যাদি (১২২)। ডাক্তারীর প্রভাবে একটী নূতন সিদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার নাম **মিথ্যাত্বসিদ্ধি অর্থাৎ যাহা বলিব তাহা মিথ্যা হইবেই। কখনই**

সত্য হইবে না। ডাক্তারী মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি করিতেই জন্মিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৭০। **জীবন বিজ্ঞান**—(Biology)—১। জীবন বিজ্ঞান মতে জীবের অসংখ্য শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা উঁচু ও আর এক শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা নীচু। নিম্ন-শ্রেণীর জীব হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীব হইয়াছে। এইরূপ **বানর হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে**। ইহাকেই বলে ক্রমোন্নতি বা Evolution (এভলিউসন্)।

২। এই ক্রমোন্নতি-মত যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ইহা বলা বাহুল্য। **এই ক্রমোন্নতি নিজে ও মিথ্যা ও উহার নামও মিথ্যা**। ইংরেজী Evolution (এভলিউসন্) শব্দে ক্রম-বিকাশ বুঝায় না। নক্সা প্রভৃতি গোল করিয়া গুটাইয়া রাখা হয় ও একটু একটু করিয়া খোলা হয়। ইহাই Evolution (এভলিউসন্) শব্দের অর্থ। কাযেই **Evolution (এভলিউসন্) বলিলে যাহা ছিল তাহাই খুলিয়া দেখা বুঝায় উন্নতি বুঝায় না**।

৩। ক্রমোন্নতি জগতের নিয়মের বিরুদ্ধ। **যাহা নাই তাহা আসে কেমন করিয়া?** রূপার গহনা ভাঙ্গিলে রূপাই পাওয়া যায় সোণা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে? যদি সোণা পাওয়া যায় ত রূপার ভিতর সোনা আছে বলিতেই হইবে।

৪। এখনকার প্রসিদ্ধ জীবন-বিজ্ঞানবিৎ **হাল্‌ডেন** বলেন **জীবন বিজ্ঞান যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই**। এডিংটন বলেন ক্রমোন্নতি-মত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যদি **ক্রমোন্নতি থাকে ত ক্রমাবনতি অবশ্য আছে**। অর্থাৎ উঠিতে পারিলে নামিতেও পারে (Q)।

৮অং—শাস্ত্রই একমাত্র সত্য

৭১। **সত্য কি?**—১। যাহা ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই **তিনকালেই একরকম** থাকে, যাহা **সকল অবস্থাতেই এক,** যাহা সনাতন, যাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ যাহা কমে বাড়ে না, তাহাকেই **সত্য** বলে। (১২৩) **কলিকালের** সত্য অন্যরূপ। একালে যাহা কেবলই বদলায় তাহাই সত্য ও **যাহা বদলায় না তাহাই মিথ্যা, কেননা পুরাতন।** আজ এককথা বলিলাম, কাল আর এক কথা, পরন্তু আবার অন্য কথা, তথাপি কথা একই রহিল কেবল **উন্নতি** হইল মাত্র। ইহা কলিকালেই সম্ভব। সত্যের এতটুকুও মর্য্যাদা থাকিলে সম্ভব হইতে পারিত না।

২। **সত্যের মর্য্যাদা শাস্ত্রই দিতে জানেন।** আর কেহই জানে না। শাস্ত্র বলেন ব্রাহ্মণ ভুল কথা বলিবেন না। কেননা ভুল কথা বলিলেই ম্লেচ্ছ হয়। **ভুলই ম্লেচ্ছ** (১২৪)। **একটী শব্দ** সম্যক জানিয়া ঠিক ব্যবহার করিলে ইহকালে ও স্বর্গে **বাঞ্ছা পূর্ণ** হয় (১২৫)।

৭২। **অনুভব ভিন্ন জ্ঞান হয় না**—১। আমাদের শাস্ত্রে অনুভবই যথার্থজ্ঞানের প্রাণ আর অযথার্থ জ্ঞান অনুভব বর্জ্জিত। অর্থাৎ অনুভবের দ্বারাই যথার্থ জ্ঞান হয় ও অনুভব না হইলে যথার্থ জ্ঞান হয় না। (১২৬) যতই বিচার কর না কেন অনুভব না করিলে প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না। যে জিনিষ অনুভব করা যায় সেই জিনিষেরই প্রকৃত জ্ঞান হয়। না খাইলে খাওয়ার সুখ বুঝা যায় না। গাড়ী না চড়িলে গাড়ী চড়ার আনন্দ পাওয়া যায় না। সেইরূপ কষ্ট অনুভব

না করিলে কষ্টের জ্ঞান হয় না, সুখ অনুভব না করিলে সেই সুখের জ্ঞান হয় না ইত্যাদি।

২। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে মূঢ় (অজ্ঞান) সে ভগবান্‌কে অনুভব না করিয়াই বৃথা আনন্দ করিতে থাকে তাহার আনন্দ কি রকম ? পুকুরের পাড়ে আম গাছ থাকিলে তাহার ছায়া পুকুরের জলের উপর পড়ে। সেই **জলের ভিতর** যে **আম** দেখা যায় তাহা **খাইয়া** যে রকম **আনন্দ** হইতে পারে সেই রকম। (১২৭) অনুভব না করিলে আনন্দই মিথ্যা। অনুভবের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি এই জগতের স্বরূপ (তত্ত্ব) অনুভব করিয়া জানিয়াছেন অর্থাৎ **যিনি শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি মাত্রেই পশু পক্ষী কীটও মুক্তিলাভ করে।** জীব মনুষ্যদেহেই তরিতে পারে। পশুপক্ষী কীট-দেহে তরিতে পারে না (১২৮)।

৩। **প্ল্যাঙ্ক** (Planck) **এডিংটন** (Eddington) প্রভৃতিও **স্বীকার করেন যে অনুভব ভিন্ন বিচারের উপর আসলে নির্ভর করা যায় না।** (D)। শাস্ত্র বলেন বিচারে বিশ্বাস করিবে না খাটাইয়া দেখিবে (১২৯)। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিবে বিচারে নহে [১৩০]

৭৩। **কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও বিচার**—১। কারণ হইতে কার্য্য হয় ও কার্য্য হইতে বস্তুর সৃষ্টি হয়। যেমন তুলা হইতে সুতা ও সুতা হইতে কাপড় হয়। এই তিনটী **দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতই এক**। কেননা এ জগতে ভেদ নাই সকলই ভগবানের মূর্ত্তি যদি কারণ কার্য্য ও বস্তু প্রকৃতই ভিন্নই হইবে তবে একটী হইতে আর একটী হইবে কেমন করিয়া ? যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে সেটি

কেমন করিয়া হইতে পারে? যেমন **রূপা তামা কি লৌহ দিয়া সোনার হার কেমন করিয়া হইতে পারে?** কিংবা সোনা দিয়া কি করিয়া কাঠের পুতুল করা যায়? সোণার হার বলিলেই সোণা দিয়া তৈয়ারী, কাঠের পুতুল বলিলেই কাঠ দিয়া গড়া বুঝিতেই হইবে। এই জন্য শাস্ত্র বলেন :কার্য্য কারণ ও বস্তু এক। যেমন তুলা সুতা ও কাপড়। বিকল্প [ভেদ] নাই। ইহাকেই **ভাবাদ্বৈত** বলে [১৩১]। কারণ হইতে কার্য্য কখনই ভিন্ন হয় না [১৩২] **যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে নাই যাহা কার্য্যে আছে তাহা কারণেই আছে।**

২। এই জন্যই বেদান্ত বলেন **প্রমাণের বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত** অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা প্রমাণেই আছে (১৩৩)। যাহা প্রমাণের ভিতর নাই সেই জিনিষে সেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেই পারে না। যেমন সকল মানুষই মরে। রাম মানুষ। অতএব রাম মরিবে। এখানে রাম মরিবে এইটীই প্রমাণের বিষয়। সকল মানুষই মরে ও রাম মানুষ এইটী প্রমাণ। রাম মরিবে এই প্রমাণের বিষয়টী সকল মানুষই মরে এই প্রমাণের ভিতরই আছে অর্থাৎ যখন সকল মানুষই মরে বলা হইল তখন রাম মরে ধরিয়াই লওয়া হইল। রাম যদি পরশুরাম কি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় অমর হইত তাহা হইলে রাম মানুষ হইয়াও মরিত না। কাযেই দেখা যাইতেছে প্রমাণ বা বিচার মাত্রই **আত্মসাপেক্ষ** বা **আত্মাশ্রয়দোষ-দুষ্ট** বা **অন্যোন্যাশ্রয়ী** বা **ইতরেতরাশ্রয়বান্** (Petitio Principii) অর্থাৎ ধরিয়া লইয়াই বিচার বা প্রমাণ করা হয়, **না ধরিয়া বিচার বা প্রমাণ করা যায় না।**

৩। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া বিজ্ঞান বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বরাবর জানিত **কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ একই**

কারণ হইতে একই কার্য্য হয় ও হইতেই হইবে, অন্য কার্য্য হইবারই জো নাই (R)। এই নিত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মনের সুখে বিজ্ঞান ভগবান্‌কে উড়াইয়া দিল। যখন একই কার্য্যের একই ফল হইবে তবে ভগবান্ থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? তিনি ত আর কার্য্যের ফল উল্টাইতে পারিবেন না। **কাযেই ভগবানের দয়া ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা কথা।**

৪। আজ ২০।২৫ বৎসর মাত্র হইল বিজ্ঞান দেখিতে পাইতেছে: **কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনিত্য** অর্থাৎ **একই কারণে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয়।** (R)

দিরাক্ বলেন একই কার্য্যের ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ফল হয়। **জীনস্** বলেন বোধ হয় একটা কিছু আছে যাহার দ্বারা কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্ব থাকে না। **এডিংটন** বলেন কোনও অজ্ঞাত বস্তু কোনও অজ্ঞাত কার্য্য করে এই আমাদের মত। **অর্থাৎ** কিসে কি হয় আমরা বলিতে পারি না। (R)

ভূতের মুখে রামনাম করিতে নাই। **তাই** ইহারা ঈশ্বর না বলিয়া একটা কিছু বলিতেই ব্যস্ত।

এক-চক্ষু হরিণের ন্যায় বিজ্ঞান একটাই দেখিতে পায়, তাহার দুইটা দেখিতে নাই। কাযেই তাহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ইহা ছাড়িতে হইতেছে। অথচ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়িলে বিজ্ঞানই থাকে না। **বিষম সমস্যা। দিশেহারা হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ দুইদল হইয়াছেন।** একদল বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য। আর একদল বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনিত্য।

৫। শাস্ত্র বলেন কার্য্যকারণসম্বন্ধ নিত্য (১৩৪) **ও মায়াবশে অনিত্য** অর্থাৎ এক কারণ হইতে একই কার্য্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন

কার্য্য হয় না। কিন্তু কখনও কখনও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও হইয়া থাকে। **ঈশ্বরের সাধারণ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নিত্য ও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ উলটাইয়া যায়।** তাঁহারই সাধারণ ইচ্ছায় **পবনদেব** হাওয়া দেন, **সূর্য্য** উত্তাপ দেন, **ইন্দ্র** বৃষ্টি দেন, **অগ্নি** দাহ করেন ও **যম** দণ্ড দেন (৩১)। কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছা হইলে পবন হাওয়া দিতে পারেন না, সূর্য্য উত্তাপ দিতে পারেন না, ইন্দ্র বৃষ্টি দিতে পারেন না, অগ্নি পোড়াইতে পারেন না ও যম দণ্ড দিতে পারেন না। এই জন্যই **নৌকা জলে ডুবিলে** সাঁতার জানা লোক ডুবিয়া যায় ও সাঁতার না জানা লোকেও বাঁচিয়া যায় (৩২)। এই জন্যই **পাহাড়ে আগুন** লাগিলে ২০।২৫ মাইল পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় তথাপি মধ্যে মধ্যে দু'একটা গাছ পুড়ে না। এই জন্যই **বৃষ্টিতে সর্ব্বত্র** ভাসিয়া যাইলেও একটুখানি জায়গায় বৃষ্টি হয় না।

৬। ভগবানের ইচ্ছায় বিষও অমৃতের ন্যায় হয় ও অমৃতও বিষের ন্যায় হয়। **বিষত্ব ও অমৃতত্ব বিষ বা অমৃতের গুণ নহে,** ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে; ভগবানের ইচ্ছায় বিষ বিষ ও বিষই অমৃত। সেইরূপ **ভগবানের ইচ্ছায়** অমৃত অমৃত ও অমৃতই বিষ। সমস্ত জগৎ ভগবানের বশে। তাঁহার **ইচ্ছাতেই বস্তুর গুণ হয়** (৩৩)।

৭৪। নিঃসন্দেহ প্রমাণ কি?—১। প্রমাণ চারিপ্রকার [১] প্রত্যক্ষ [২] অনুমান [৩] যুক্তি ও [৪] আপ্তোপদেশ বা আপ্তবাক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে **মোটামুটি কাজ** হয়, নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কেবল আপ্তবাক্যই নিঃসন্দেহ প্রমাণ (**১৩৫**)। **নাধরিয়া যে, মনুষ্য প্রমাণ** বা বিচার **করিতেই পারে না** তাহা এইমাত্র **দেখান হইল।** অতএব মনুষ্যের প্রমাণ বা বিচার নিঃসন্দেহ হইবে একথাই উঠিতে পারে না।

২। **যাঁহার কোনও জিনিষে আসক্তি নাই,** যিনি মনের দাস নহেন মনই যাঁহার দাস, যিনি ইচ্ছার বশে নহেন ইচ্ছাই যাঁহার বশে তিনিই **সর্ব্বস্ব** ছাড়িয়া সত্য ধরিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার অজ্ঞান থাকে না, তাঁহার ভুল হয় না ও তিনি সকল জিনিষই ঠিক ঠিক দেখিতে পান। এই পুরুষকেই **আপ্তপুরুষ** বলে যিনি আসক্তিশূন্য, সত্যই যাঁহার প্রাণের প্রাণ সেই সত্যসর্ব্বস্ব, অজ্ঞানবর্জ্জিত ত্রিকালদর্শী ভ্রম প্রমাদ-বর্জ্জিত পুরুষকেই আপ্তপুরুষ বলে (১৩৬)। এককথায় **সত্য-পুরুষই আপ্তপুরুষ**। এই সত্যপুরুষের কথা যে সত্য হইবে তাহা কি আর কাহাকেও বলিতে হয় ?

৩। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—যে সব জিনিষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ যে সব জিনিষ চোখে দেখা যায় না, কানে শুনা যায় না, এক-কথায় যে সব জিনিস মানুষ জানিতেই পারে না সেই সব **ইন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষ যিনি** দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান অর্থাৎ **ভগবৎ কৃপায় দেখিতে পান তাঁহার কথা বিচার করিয়া উল্টান যায় না** [১৩৭]। যে সকল বিষয় মন ধারণা করিতে অক্ষম সেই সব বিষয়ে বিচার করিতে নাই। আপ্তপুরুষের কথা আশ্রয় করিয়া বিচার না করিলে কখনও কি সন্দেহ-সমুদ্র পার হওয়া যায় ? [১৩৮]। অর্থাৎ সামান্য মনুষ্য **সূক্ষ্মবস্তু সম্বন্ধে কখনও বিচার করিবে না**। কেন না সে বিষয় তাহার বুঝিবার জো নাই। সে বিষয়ে দিব্যচক্ষুঃ আপ্ত-পুরুষের কথাই একমাত্র প্রমাণ।

৭৫। প্রত্যক্ষের ভুল। শাস্ত্র বলেন চোখের দেখাতেও সন্দেহ থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও নিঃসন্দেহ নহে ও আপ্তবাক্যের কাছে চোখের দেখা কিছুই নহে ; চোখের দেখা যে কিছুই নহে, চোখ যে কেবল মিথ্যা দেখে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;

১। পৃথিবী সমতল দেখায় কিন্তু ভাঁটার ন্যায় গোল।

২। চাঁদ থালার মত দেখায় কিন্তু ভাঁটার ন্যায় গোল।

৩। রেল মোটার প্রভৃতি চড়িলে গাছ প্রভৃতিই দৌড়াইতেছে মনে হয় ও কাছের সার গাড়ীর উল্টা দিকে ও দূরের সার গাড়ীর সঙ্গে যাইতেছে দেখায়।

৪। রেল লাইন দুইটী যতদূর দেখ ততই মিশিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

৫। পাহাড় অনেক দূরে থাকিলেও খুব কাছে মনে হয়।

৬। পাখা কিংবা চাকা বেশী ঘুরিলে দেখা যায় না।

৭। কাঠের ভিতর ছিদ্র দেখা যায় না। ছিদ্র না থাকিলে পেরেক ঢুকিত না।

৮। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে হয়।

৯। ভূত দেখা।

১০। দাম গজাইয়া পুকুর ঢাকিয়া গেলে জল কি ডাঙ্গা বুঝা যায় না।

১১। আরসিতে মুখ দেখা।

১২। লাল চশমা পরিলে সাদা লাল দেখায় ও সবুজ কাল দেখায়।

১৩। লাঠি আধখানা জলের ভিতর ডুবাইলে ভাঙ্গা বোধ হয়।

১৪। পরিষ্কার জলের ভিতর টাকা পড়িলে টাকা যেখানে থাকে তাহার চেয়ে উঁচুতে দেখায়।

১৫। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope and Microscope) দ্বারা যত জিনিষ দেখা যায় শুধু চোখে সে সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। আলোক একটী বস্তু নহে। অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি

১৭। আলোক সাদা নহে। লাল হলদে সবুজ প্রভৃতি মিলিয়া সাদা দেখায়।

১৮। বিজ্ঞান বলে চোখে উল্টাইয়া দেখায়।

১৯। আলো কম হইলেও দেখা যায় না বেশী হইলেও দেখা যায় না।

২০। সেইরূপ শব্দ কম হইলেও শুনা যায় না, বেশী হইলেও শুনা যায় না।

২১। উদরের চেহারা X'Ray দিয়া উল্টাইয়া গিয়াছে (পৃ°৬৯।১)

২২। নাড়ীভুঁড়ির গতি X'Ray দিয়া উল্টাইয়া গিয়াছে। (পৃঃ৬৯।২)

৭৬। **স্থূল ও সূক্ষ্ম**—১। বস্তু দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। যে বস্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যে বস্তু **ইন্দ্রিয়গোচর** অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় কি শুনিতে পাওয়া যায় কিম্বা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝা যায় তাহাকে স্থূল বস্তু বলে। আর যাহা **অতীন্দ্রিয়**, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, যাহা **ইন্দ্রিয়ের** অগোচর যাহা দেখিতেও পাওয়া যায় না, শুনিতেও পাওয়া যায় না কিংবা অন্য রকমে বুঝা যায় না তাহাকে **সূক্ষ্ম** বস্তু বলে। **চোখ মুখ নাক কাণ ইত্যাদি স্থূল, আর প্রাণ মন আত্মা ইত্যাদি সূক্ষ্ম**। এই জীবনে যে **কর্ম্ম** করা যায় তাহা স্থূল আর **প্রারব্ধ অদৃষ্ট সূক্ষ্ম**। **পদার্থ** স্থূল আর পদার্থের ভিতর ছিদ্র সূক্ষ্ম। **আলো** সাদা ইহা স্থূল আর আলো সাদা নহে উহা লাল হলদে সবুজ নীল প্রভৃতি মিলাইয়া সাদা হইয়াছে ইহা সূক্ষ্ম।

২। লোকে মনে করে জগতে স্থূল বস্তুই আছে, সূক্ষ্ম বস্তু নাই কিংবা যদি থাকে ত অল্প। কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীতই সত্য। অতি অল্প জিনিষই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়। **অধিকাংশ জিনিষই**

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝা যায় না। **আলোক** খুব অল্প হইলে দেখা যায় না, বেশী আলো হইলেও দেখা যায় না। সেই রকম **শব্দ** আস্তে হইলেও শুনা যায় না? জোরে হইলেও শুনা যায় না কেবল মধ্যখানে একটু শুনা যায় মাত্র। দূরের জিনিস **দেখিতে পাওয়া যায় না**। দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) দ্বারা কত অসংখ্য তারাই দেখা যায়, চোখে সেগুলি দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) দ্বারা কত অসংখ্য জীবাণুই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখ তাহাদের সন্ধানই পায় না ইত্যাদি। তাই শাস্ত্র বলেন প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) অতি অল্প ও অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু) অনেক। এমন কি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি সেই **ইন্দ্রিয়ও পরোক্ষ** (দেখা যায় না) এই পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানিতে হইলে শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জানিতে হয়। (১৩৯)।

৩। প্রকৃত প্রস্তাবে **স্থূল ও সূক্ষ্ম এই ভেদ মায়ার খেলা** ও **মিথ্যা**। **কাজেই যে** পরিমাণে মায়া কাটে সেই **পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হইয়া পড়ে।** অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার রক্ষার জন্য মায়া কতকগুলি জিনিস দেখিতে দেয় ও কতকগুলি দেখিতে দেয় না। যে গুলি মায়া দেখিতে দেয় সে গুলিকেই সাধারণতঃ স্থূল বলে, আর যে গুলি দেখিতে দেয় না সে গুলিকেই সচরাচর সূক্ষ্ম বলে। শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বলা আছে। সেই উপায়ে **সিদ্ধিলাভ** করিতে পারিলে **সূক্ষ্ম বিষয় স্থূল** হইয়া পড়ে। **শ্রীভগবানের কৃপা** লাভ করিতে পারিলে ত **আর কথাই নাই। এই** জন্যই **আপ্ত পুরুষের কাছে সবই স্থূল** ও **তাঁহার কথা অভ্রান্ত**। শাস্ত্র বলেন,

শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যে পরিমাণে মায়া কাটে সেই পরিমাণেই মনুষ্য সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায় অর্থাৎ তাহার কাছে সেই পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হইয়া পড়ে (৮২)। মেঘ দূর হইলেই যেমন সূর্য্য দেখা যায় সেইরূপ অহঙ্কার দূর হইলেই মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হয় (১৪০)। অন্ধ যেমন সূর্য্য দেখিতে পায় না সেইরূপ অহঙ্কারী ভাগ্যহীন মনুষ্য সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান গুরুকেও দেখিতে পায় না (২৯)।

৪। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদ যে নাই তাহা স্থূল দৃষ্টিতেও দেখা যায়, যাহার চোখের জ্যোতি খুব বেশী সে যতদূর দেখিতে পায় সাধারণ মনুষ্য ততদূর পায় না। শকুনি এই উভয়ের চেয়ে বেশী দূরে দেখিতে পায়। কাযেই যাহা **সাধারণ মানুষের কাছে সূক্ষ্ম** তাহা তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃসম্পন্ন মনুষ্য ও **শকুনি** উভয়ের **কাছেই স্থূল**। পেঁচা, বিড়াল বাঘ রাত্রিতে দেখিতে পায়, মানুষ পায় না। কোনও জন্তু মনুষ্য অপেক্ষা অনেক দূর হইতে শুনিতে পায় ও গন্ধ পায়। কাযেই **মনুষ্যের** পক্ষে যাহা **সূক্ষ্ম** বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর **পেঁচা প্রভৃতি** জন্তুর পক্ষে তাহা **স্থূল**। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের শক্তির উপরে স্থূল সূক্ষ্ম নির্ভর করে।

৭৭। **সূক্ষ্মের প্রাধান্য**—১। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে **সূক্ষ্মবস্তুই অধিক ও সূক্ষ্ম বস্তুই প্রধান**। চোখ মুখ নাক কান প্রভৃতির চেয়ে প্রাণই যে বড় তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। আজ ৩০ বৎসরের ভিতর বিজ্ঞানকে মানিতে হইয়াছে সূক্ষ্ম বস্তুই আসল। প্ল্যাঙ্ক বলেন বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে সরিয়া পড়িতেছে ও সূক্ষ্ম জগতের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ **বিজ্ঞান দেখিতেছে যে স্থূল বস্তু মিথ্যা**

সূক্ষ্ম বস্তুই সত্য। এই ধারণা এখন এতই বদ্ধমূল হইয়াছে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন পদার্থ মনেরই সৃষ্টি অর্থাৎ পদার্থের আস্তিত্ব কেবল মনেই আছে। (G) **অতএব প্রারব্ধ** বা অদৃষ্টই প্রধান আর দৃষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ জীবনের কর্ম্ম তাহার কাছে কিছুই নহে।

২। রিসে (Richet) স্বীকার করিতেছেন **সূক্ষ্ম বস্তু কেহই বুঝিতে পারে না**। কেবল কোন কোন মনুষ্যই বুঝিতে পারে। (F) স্থূল বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ দেখা যায় আর সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায় না কাযেই স্থূল বস্তু বুঝা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু বুঝা যে লক্ষ লক্ষ গুণ কঠিন তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না অথচ আজকাল যে **মার্কামারা হতবুদ্ধি** সেও সূক্ষ্ম বিষয়ে মাথা নাড়া দিতেই ব্যস্ত, কিন্তু স্থূল বিষয়ে ভোঁদৌড়। ইহাই কালের মহিমা।

৩। মার্কামারারা বলিতে পারে তাহাদের আর দোষ কি **তাহাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে স্থূলবুদ্ধি নাই**। কাযেই তাহারা সূক্ষ্ম কথাই বুঝিতে পারে স্থূল কথা পারে না। তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যাহার **সামান্য টাকা** আছে তাহার অনেক টাকা নাই ইহা ত হইতেই পারে। সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়া কি স্থূল বিষয় কখনও বুঝা যায় ? যে **চালনীর** দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু চালা যায় সেই চালনীর দ্বারা কি স্থূল বস্তু চালা যাইতে পারে ? সরু মিহিন জিনিষ সরু গর্ত্তের ভিতর দিয়া যায়। মোটা জিনিষ সেই সব গর্ত্তের ভিতর দিয়া কি করিয়া যাইবে ? মিহিন চালনীর দ্বারা মোটা জিনিষ চালা যায় না। সেইরূপ **সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্থূল বিষয় বুঝা যায় না**। (৮৭)

৭৮। জ্যোতিষ (Astrology)—১। নব বিজ্ঞান ও নব্য

নববিজ্ঞান উভয়েই স্বীকার করে যে, **বস্তুর নাশ নাই, বস্তুর মূর্ত্তি বদলায় মাত্র**। ইহাদের চেতন বস্তুর সম্বন্ধ রাখিতে নাই। কাযেই মানুষের কর্ম্মফল সম্বন্ধে নববিজ্ঞানে ও নব্যনববিজ্ঞানে কোনও কথাই নাই। তবে অচেতন বস্তু সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্রই নাশ নাই তখন মানুষের কর্ম্মফল যে আপনা আপনি নাশ হইবে ইহা কখনই সম্ভবে না। আরও **সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, কর্ম্মফলের নাশ নাই। রাম যদি শ্যামকে মারে** আর শ্যামও রামকে মারে তাহা হইলে শোধ বোধ হইয়া যায় বটে কিন্তু উভয়েরই আঘাত লাগে। সেটা শোধ যায় না। সেইরূপ একজন অপরের কাছে **ধার লইয়া** ধার শোধ দিলে ঋণ থাকে না কিন্তু দেওয়া লওয়াটা থাকে। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে এইরকম কোন কর্ম্মেরই নাশ নাই। প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল আছে। তাই শাস্ত্র বলেন **কর্ম্ম ভোগেই ক্ষয় হয়, ভোগ ভিন্ন কর্ম্ম কখনই নষ্ট হয় না** (৪২)।

২। **কর্ম্মফল তিন রকম** ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কোনও কোনও কার্য্যের ফল হাতে হাতে মিলে। অনেক কার্য্যের ফল তখন তখন মিলে না, বিলম্বে মিলে। অধিকাংশ কর্ম্মের ফল কিন্তু ফলিতেই দেখা যায় না। **কর্ম্ম যখন নিষ্ফল হইবার জো নাই তখন যে কর্ম্মের ফল ফলিতে দেখা গেল না, তাহা তোলা রহিল**। পরে ফলিবে ইহা ভিন্ন আর কিছু হইবার উপায় নাই। অতএব এক জন্মেই মানুষ ফুরাইয়া যায় না। **জন্মান্তর আছে** মানিতেই হইবে। শাস্ত্র বলেন জন্মকোটিশতৈরপি (কোটি কোটি জন্ম)।

৩। জীবনের অধিকাংশ কর্ম্মের ফল সেই জীবনে মিলে না। সেই সেই কর্ম্ম তোলা থাকে ও তাহাদের **সঞ্চিত** কর্ম্ম বলে। সঞ্চিত কর্ম্ম সকল এক জীবনে ভোগ করা যায় না। কাযেই সঞ্চিত কর্ম্মরাশি হইতে

সামান্য অংশমাত্র ভোগ করিবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে। **সঞ্চিত কর্ম্মের এই অংশকে প্রারব্ধ বলে।** এই প্রারব্ধের নাম ভাগ্য, দৈব, কাল, অদৃষ্ট, স্বভাব ও প্রকৃতি। (ক) প্রারব্ধ (প্র+আ+রভ্ +ত)—যাহা বিশেষ করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ভাগ্য (ভজ্+ ণ্যৎ)—যাহা ভাগ করা হইয়াছে। দৈব (দেব+ষ্ণ)—যাহা প্রদত্ত। কাল—সময়। অদৃষ্ট (ন+দৃষ্ট)—যাহা দেখা যায় না। স্বভাব (স্ব+ভূ+ঘঙ্)—যাহা নিজের সহিত জন্মিয়াছে। প্রকৃতি (প্র+কৃ +তি)—যাহার দ্বারা গঠিত হইয়াছে—স্বভাব।

৪। সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশ ভোগ করিবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে সেই কর্ম্মকে **প্রারব্ধ** কর্ম্ম বলে। যাহা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে **প্রারব্ধ** বলে। যাহা সঞ্চিত হইতে ভোগ করিবার জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ভাগ্য বলে। যাহা ভোগ করিবার জন্য দেবতারা ভাগ করিয়া দিয়াছেন তাহাকে **দৈব** বলে। যাহা কাল বশে ফল দেয় তাহাকে **কাল** বলে। যে কর্ম্ম দেখা যায় না, যাহা পূর্ব্ব জন্মেই হইয়া গিয়াছে তাহাকে **অদৃষ্ট** বলে। যাহার উপর জীবের স্বভাব নির্ভর করে তাহাকে **স্বভাব** বা **প্রকৃতি** বলে।

৫। এই **প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট** সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম স্থূল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ প্রধান বলিয়া অদৃষ্ট বা **প্রারব্ধ দৃষ্ট কর্ম্ম হইতে লক্ষ গুণ সবল**। অর্থাৎ প্রারব্ধ কোনওরূপে কাটান যায় না। কাযেই **স্বভাব বদলায় না ও নীচ নীচই থাকিয়া যায়**। কি করিয়া প্রারব্ধ কাটান যায়, কি করিয়া স্বভাব পরিবর্ত্তন করা যায়, কি করিয়া জাতির ফল কাটে তাহা পরে বলা যাইবে। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন এই এই **প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই** মানুষের **জন্ম** ও **মৃত্যু** হয়। এই প্রারব্ধ কর্ম্ম

বশেই মানুষের **সুখ দুঃখ বিপদ আপদ** ও কল্যাণ হইয়া থাকে (৭৬)। মানুষ অদৃষ্টবশেই জন্মায় ও মৃত্যু লাভ করে। যাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভাল করিয়া হয় জন্মাইবার সময় সময় সেইরূপ বাপ ও মা খুঁজিয়া মানুষ বলবান্ প্রারব্ধবশেই জন্মগ্রহণ করে (৪১)।

৬। **মানুষই** প্রারব্ধ বশে **পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ প্রস্তর** প্রভৃতি হইয়া **অশীতি লক্ষ যোনিতে** ভ্রমণ করে। এই অশীতি লক্ষ য়োনির ভিতর **মনুষ্যযোনিই কর্ম্মযোনি** ও বাকি সকল যোনিই **ভোগ-যোনি** মাত্র। অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতি কেবল প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্যই জন্মায়। তাহারা নূতন কর্ম্ম করিতে পারে না, তরিতেও পারে না। তাহাদের সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের প্রারব্ধ ক্ষয় হয় এই মাত্র। তাহারা মুক্তিলাভ করিবার জন্য জন্মায় না। মনুষ্য মুক্তি-লাভ করিবার জন্যই জন্মায়, ভোগের জন্য নহে। অশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের মুক্তির সময় আসে তখনই জীব মনুষ্যদেহ পায়। **মনুষ্যদেহ মুক্তিদেহ ও অন্যান্য সকল দেহই ভোগদেহ**। প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে নূতন কর্ম্ম করিয়া জীব মুক্তি পাইতে পারিবে এই জন্যই জীব মনুষ্যদেহ পায়। অতএব **মুক্তিদেহই কর্ম্মদেহ**।

৭। অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। কুবেরের পুত্র মণিগ্রীব ও নলকুবর যমলার্জ্জুন অর্থাৎ জোড়া অর্জ্জুন বৃক্ষ হইয়াছিলেন, সেইরূপ নহুষ রাজা সর্প, নৃগরাজা বৃকলাস, ইন্দ্রদ্যুম্ন গজেন্দ্র, হুহু গন্ধর্ব্ব কুমীর হইয়াছিলেন। **মনুষ্য পশু পক্ষী কীট ও জড় বস্তুর কোনই প্রভেদ নাই**। সমস্তই এক পরমাত্মার মূর্ত্তি মাত্র।

৮। ডাক্তারী মতে রোগের **বীজাণু উদ্ভিদ পদার্থ** (vegetable)। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেক গুলিই প্রাণীর ন্যায় আপনা

হইতে নড়ে চড়ে। অর্থাৎ এই খানে উদ্ভিদই **প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে।** অতএব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভেদ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে পশু ও বৃক্ষের ভেদ নাই। আবার মায়ার নিমিত্ত উহাদের ভেদ আছে। অর্থাৎ **পশু ও বৃক্ষের মোটামুটি ভেদ আছে প্রকৃত ভেদ নাই।**

৯। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা মানুষের এই প্রারব্ধ কর্ম্ম জানা যায়। যখন মনুষ্য জীবনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্তই প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে তখন এই **প্রারব্ধ জানিবার যে উপায় থাকিবে** তাহা সহজেই **অনুমান করা যায়।** এই প্রারব্ধ গ্রহগণের দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ জন্মসময়ে রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু কোথায় আছেন তাহা হইতে মানুষের জীবনে যাহা যাহা হইবার জানা যায়। ইহাকেই গ্রহগণের ফল বলে। এই সব গণনা অত্যন্ত কঠিন। এখন আর প্রায় কেহই সমস্ত ঠিক ঠিক গণিতে পারে না। তবে গণিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতে পারে। **যিনি যত আচারবান্ ভক্তিনিষ্ঠ ও নিষ্পাপ তিনি ততই ঠিক ঠিক গণিতে পারেন।**

১০। গ্রহগণের ফল অর্থাৎ প্রারব্ধ কাটাইবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রেই নানা প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের **গ্রহশান্তি** বলে। গ্রহশান্তির সকল উপায়ের মধ্যে **শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস ও তাঁহার অনুকূল আচরণই শ্রেষ্ঠ।** শাস্ত্র বলেন যে মনুষ্য নিজের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সদাই ব্যস্ত, আচারবান্ও হটিয়াও হটে না তাহার প্রারব্ধও কাটিয়া যায়। তাহার মন্দভাগ্য দুর হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হয় (১৪১)। জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে—এই জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের নানা প্রকার মন্দ ফলের কথা বলা হইল তথাপি মুনিগণ নানা প্রতি-

কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুবাক্য সমস্তক্ষণ কায়মনোবাক্যে পালন, সৎসঙ্গ, যজ্ঞ ও দানের দ্বারা গ্রহগণের দুষ্ট ফল কাটিয়া যায় (১৪২)।

১১। সংক্ষেপে জগতে কোনও বস্তুর নাশ নাই। কাযেই কর্ম্ম-ফলের নাশ নাই। দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ কর্ম্মেরই ফল সেই জীবনে মিলে না। অতএব সেই কর্ম্মের ফল ভুগিবার জন্য জন্মান্তর অবশ্যই থাকিবে ও যাহাতে সেই কর্ম্মভোগ হয় সেইরূপ জন্মই হইবে। যে কর্ম্মবশে মানুষের জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ হয় সেই কর্ম্ম জানিবার উপায় থাকিবে না ইহা সম্ভব নহে। কাজেই জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে। আরও বিশেষ বিশেষ চেষ্টার দ্বারা যখন কর্ম্মফল কাটান যায় তখন মানুষকে তাহার কর্ম্মফল জানাইয়া দেওয়ার বিশেষ দরকার। অতএব জ্যোতিষশাস্ত্র যে আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ গণনা বড়ই কঠিন।

১২। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা জ্যোতিষ গণনা ঠিক হয় না। কাযেই আজকাল জ্যোতিষ গণনার অনেক ভুল হয়। তথাপি এখনও জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা এত কথাই বলা যায় যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা দোষগুণ বিপদ আপদ সহায় সম্পদ জানাইয়া দিয়া মানুষকে প্রকৃত কল্যাণপথে প্রবৃত্তি দেয়, ইহাই জ্যোতিষের সার্থকতা। শাস্ত্রে বিশ্বাস আচার ও ভক্তিদ্বারা প্রারব্ধ কাটিয়া যায়, এই কথা মনে রাখিয়া মানুষের সর্ব্বদাই এইগুলির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

১৩। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এত গুণ আছে বলিয়াই উচ্ছৃঙ্খল কলির জীবের জ্যোতিষের প্রতি এত বিদ্বেষ। জ্যোতিষ মানিতে গেলেই কর্ম্মফল জন্মজন্মান্তর পরকাল আসিয়া পড়ে। কাযেই

"মজা করে পাপ কর। কলা দেখিয়ে সরে পড়" এই সাধের কথায় বাদ পড়ে। ইহাই জ্যোতিষের ও শাস্ত্রের বড়ই দোষ। পাপফল ভুগিতে হয় বলিয়া কলির জীবকে ভয় দেখাইয়া তাহার সুখের স্বপন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উহাদের যারপর নাই অন্যায়। উহাদের ঢাক পিটান উচিত ছিল—

থাও দাও আর কাঁসি বাজাও। ড্যাং ডেঙ্গিয়ে চলে যাও॥
মনের সাধে পাপ কর। ফলভোগের ভয় না কর॥

উহারা তাহা ত করিলই না বরং পাপ হইতে দেশেরও সর্ব্বনাশ হয় ইহাই বলিতে লাগিল।

১৪। শাস্ত্রের কথায় **দেশের সকল অকল্যাণের কারণ অধর্ম বা পাপ** ও অধর্ম্মত্যাগ করিয়া **ধর্মপথে চলিলে দেশের সকল রকম কল্যাণ অনায়াসেই হইয়া থাকে। অধর্ম হইতে বায়ু প্রভৃতি বিপরীত হয়।** অধর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কখনই শোক হইতে-পারে না। যখন অধর্ম্ম দেশকে অভিভূত করে অর্থাৎ যখন দেশ অধর্ম্মে ভরিয়া যায় তখনই ঋতু, বৃষ্টি, বায়ু, মাটি ও ঔষধ সবই বিকৃত হয়, অর্থাৎ তখনই গরমকালে বর্ষা, বর্ষায় জল নাই, অসময়ে শীত, অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি অসময়ে বৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে (১০৭)। **ইউরোপ ও আমেরিকার এখনকার অবস্থাই এই বাক্যের জলন্ত প্রমাণ।**

৭৯। **বুদ্ধিভ্রান্ত ও তাহার উদাহরণ**—১। শাস্ত্র বলেন **সংসারী মনুষ্যের বুদ্ধি বিপরীত, বেশ্যার ন্যায় নানারূপ ধরে ও সর্ব্বনাশ করে** (১৪৩)। রাজসিক পুরুষ কোন জিনিষই ঠিক জানিতে পারে না (১৪৪) বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্রেই বিশ্বাস করিবে বিচারে নহে। (৬৯) অর্থাৎ ঠিক ভুল, ভালমন্দ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই শাস্ত্রের দ্বারা ঠিক করিবে, বিচারের দ্বারা ঠিক করিবে না [১৩০]।

২। **বিজ্ঞানের স্বীকার**—অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুচারটি ঝুটো আবিষ্কারের মোহে অন্ধ হইয়া বিজ্ঞান এত দিন একথা কানেও ঠাঁই দেয় নাই। কাযেই পদে পদে ভুল করিয়া বিজ্ঞানকে ভ্রান্তি সাগরে ডুবিতে হইয়াছে। বিজ্ঞান যে কি রকম ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বেই স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে [প° ৬৬—৭০ দেখ]। এখানে আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পদে পদে ঠেকিয়া. হাতে হাতে মত বদলাইয়া, **ভুলের ভিতর ডুবিয়া বিজ্ঞানের উপর চৈতন্যের ছায়া পড়িয়াছে।** তাই **প্ল্যাঙ্ক** এডিংটন জীন্‌স, রাসেল, টমসন্‌, হালডেন **প্রভৃতিকে মানিতে হইয়াছে মনুষ্য বুঝি ভ্রান্ত ও যতই বিচার কর না কেন সন্দেহ থাকিয়াই যায়।**

৩। **কোষ** (Dictionary)—মানুষের বিচার যে কি রকম ভুল: তাহা বিজ্ঞান হইতে যেমন স্পষ্টই বুঝায় ইংরাজী কোষ হইতেও তেমনই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ মিলিয়া কত বৎসর ধরিয়া কত বৎসর পরিশ্রম করিয়া এক একখানি কোষ লিখিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেকখানিই ভুল পূর্ণ। Oxford Dictionary (অক্‌স্‌ফোর্ড ডিক্‌সনারি) প্রায় ২০০০ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মিলিয়া ৪৫ বৎসরে লিখেন। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহাতেও ভুল। তাহার পরই Century Dictionary (সেঞ্চুরি ডিক্‌সনারি) বড়। সেখানিও ভুল। Reason Science & Shastras পুস্তকে ৬—১০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি মাত্র ভুল দেখান হইয়াছে (a)। ইংরাজী বলিয়া সেগুলি এখানে দেওয়া গেল না। (s)

৪। **হোমিওপাথি (Homaeopathy)**—আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে কারণে রোগ হয় সেই কারণে রোগ বাড়ে ও বিপরীত কারণে রোগ সারে। **অর্থাৎ সমানে বাড়ে বিপরীতে সারে।** (১৪৫)

যেমন ঠাণ্ডা লাগিলে গরম করিতে হয়, ঠাণ্ডা করিলে আরও বাড়ে। গরম হইলে ঠাণ্ডা করিতে হয়, গরম করিলে বাড়ে। পেটের অসুখ করিলে বাহ্যে বন্ধ করিবার ঔষধ দিতে হয়, বাহ্যে করিবার ঔষধ দিলে বাড়ে। শাস্ত্র বলেন যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগ কমিতে পারে যদি সেই কারণ চিকিৎসিত হয় অর্থাৎ সেই কারণের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় বা কিছু বদলাইয়া দেওয়া যায়। অর্থাৎ **সমানে না বাড়িয়া কমে যদি সমান চিকিৎসিত হয়** (৯৭)। ডাক্তারী মতে সমানে বাড়ে বিপরীতে কমে। হোমিওপ্যাথি বলে সমানে কমে (T)। **হোমিওপ্যাথি মত একেবারেই ভুল।** সমানে কমিতেই পারে না। সমান চিকিৎসিত হইলেই কমাইতে পারে। **হোমিওপ্যাথি না জানিয়া ঔষধগুলি চিকিৎসিত করিয়াই লয়** তাই উহার ভিতর একটু সত্য আছে।

৫। **কলিযুগে যে দিকে তাকাও দেখিবে ভুলে ভুলে ছয়লাব।** কি কোষ গ্রন্থ, কি হোমিওপ্যাথি, কি ডাক্তারী, কি জীবন-বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি পদার্থবিদ্যা, কি গণিত কেহই আর বাদ যায় নাই। সকলেই ভুলেই ভুল। যাঁহারা মাথার মাথা, যাঁহাদের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এখন মিলে না তাঁহাদেরই যখন এই দশা তখন সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিচারের কথা তোলাই পাগলামি। ভ্রান্ত বিচারের উদাহরণ পূর্ব্বে যথেষ্টই দেওয়া হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি দেওয়া গেল।

৬। **পৃথিবীর আয়ু**—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে টম্‌সন্ বলেন পৃথিবী **মাত্র ৪০০০ বৎসর** পরে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। সভ্য জগৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া শাস্ত্র গাঁজাখোরী বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ২০ বৎসরের মধ্যেই **রেডিয়ম (Radium) আবিষ্কৃত হইল**.

ও দেখা গেল শাস্ত্রই ঠিক আর বিজ্ঞান পাগল। যা মুখে আসে তাই বকে, আর পৃথিবী অন্ততঃ দেড় লক্ষ কোটী বৎসর থাকিবে। অর্থাৎ টম্‌সনের পাগলামিতে **সভ্য জগৎ পৃথিবীর আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর স্থানে তিনমাস করিয়াছিলেন।**

৭। **পুষ্পকরথ**—আজ ৪০ বৎসর আগেও পুষ্পকরথ লইয়া কত ঠাট্টাই না শুনা যাইত। **ভেড়াবুদ্ধি নাস্তিকগণ বিজ্ঞান গাঁজায় দম দিয়া ঠিক করিল** আকাশ দিয়া উড়িয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তাহার পর ২০ বৎসর যাইতে না যাইতেই এরোপ্লেনে (aeroplane) জগৎ ভরিয়া গেল। যতলোক **পুষ্পকরথ গেঁজেলি** বলিত তাহাদের মধ্যে **একজনও বলিল না "হায় হায় আমাদের কি দুর্ব্বুদ্ধি আমরা মূর্খের ধাড়ি। তবুও শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাই।"**

৮। **জটায়ুর রথভাঙ্গা**—রামায়ণে আছে রাবণ সীতা হরণ করিয়া আকাশ দিয়া তীরবেগে যাইতেছিল তখন পাখী জটায়ু আসিয়া রাবণকে আক্রমণ করে ও রথ ভাঙ্গিয়া দেয়। **পাখীতে রথ ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়াই গেঁজেলি নাস্তিকগণ শাস্ত্র গাঁজাখোরী বলিয়া চীৎকার** করিতে লাগিল। এখন দেখা গিয়াছে সামান্য শকুনি আক্রমণ করিয়া এরোপ্লেন (aeroplane) ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। **শকুনি কি করিয়া এরোপ্লেন ভাঙ্গিল সুবুদ্ধি নাস্তিকগণ ঠিক করুন।**

৮০। মায়ার কার্য্য—(১) এই সংসার মায়ার সৃষ্টি। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য (উল্‌টা পাল্‌টা)। শাস্ত্রে ইহা যেখানে সেখানে দেখা যায়। বিজ্ঞান এতকাল **ইহা পাগলের কথা বলিত** ও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইয়া **গোঁজা দিয়া উড়াইয়া দিত।** আজ ২৫।৩০ বৎসর

বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই মায়ার বৈপরীত্য দেখিতে পাইয়া থমকাইয়াছে তথাপি স্বীকার করে নাই। মাত্র মাসকতক হইল বিজ্ঞানকে মায়া মানিতে হইয়াছে।

২। **ভগবান্ মায়া** যেমন **লুকাইতে ব্যস্ত** তেমনই **জানাইতে ব্যস্ত**। যাহাতে মায়ার বৈপরীত্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয় সেই জন্যই **মনুষ্য শরীরের** ভিতর সর্ব্বত্রই মায়ার খেলা করিয়াছেন (প° ৬৯:৫)। একটু তাকাইয়া দেখিলে মায়ার খেলা চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। **মানুষ একেবারে অন্ধ তাই** দেখাইলেও দেখে না **দেখিয়াও দেখে না**। তাই এত স্পষ্ট জিনিস জানিতে পারে না। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতেছে।

৩। **শাস্ত্র**—১। ঈশ্বর আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করেন, আপনিই আপনাকে রক্ষা করেন, **আপনিই আপনার জিনিষ চুরি করেন** (৯৬)। ২। যিনিই ভাব তিনিই অভাব অর্থাৎ **যিনিই আছেন তিনিই নাই** (১৪৬)। যিনিই লক্ষ্মী তিনিই অলক্ষ্মী অর্থাৎ যিনিই ঐশ্বর্য্য দেন তিনিই ঐশ্বর্য্য নাশ করেন (১৪৭)। ৪। যিনিই বিদ্যা তিনিই অবিদ্যা **অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান** এক (১৪৮)। ৫। **জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এক** (১৪৯)। ৬। মানুষ **কাঠের পুতুল** তথাপি তাহার **পুরুষকার আছে** অর্থাৎ তাহার কাজ করিবার শক্তি আছে (৩৪)। ৭। **সত্য মিথ্যা** আছে ও নাই, (১৫০) **গুণ দোষ** আছে ও নাই (১৫১)। ৮। **গুণই দোষ** ও দোষই গুণ (১৫২)। ৯। ভেদই অভেদ ও **অভেদই ভেদ** (৭৫)। ১০। **কামক্রোধাদি** পরম রিপু ও পরম **মিত্র** (৯৭)। ১১। **দুনিয়া আপন ও পর** (৯৮)। ১২। **মনই বন্ধের কারণ** ও মনই মুক্তির কারণ (১৫৩)। ১৩। **সঙ্গই** সর্ব্বনাশের **কারণ** ও **সঙ্গই** মোক্ষলাভের **কারণ** (৪৫)। ১৪। **বন্ধনই** মুক্তি ও

মুক্তিই বন্ধন (প° ৬৩ দেখ)। ১৫। **কার্য্যকারণ সম্বন্ধ** নিত্য ও অনিত্য (প° ৭৩)। ১৬। **কার্য্যকারণ ও বস্তু** এক ও ভিন্ন (প° ৭৩)। ১৭। ঈশ্বরই **মায়ায়** মুগ্ধ করেন ও ঈশ্বরই মায়া কাটান (প° ৬২ দেখ)। ১৮। ঈশ্বরই **নারী** সৃষ্টি করিয়াছেন ও ঈশ্বরই নারী ভয়ঙ্করী বলিয়া ঢাক পিটাইতেছেন (প° ৬২ দেখ)। ১৯। **মা ও স্ত্রী** উভয়েই নারী। ২০। **জ্ঞান করিলে জ্ঞান হয় না** (১৫৪)। ২১। **কষ্ট** করিলেই কষ্ট যায় (প° ৫৮)। ২২। নিজের **ক্ষতি করিলেই লাভ** (প° ৮৩)। ২৩। শাস্ত্রবিষয়ে **বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়** (১৫৫)। ২৪। **প্রমাণের** বিষয় প্রমাণেই আছে (প° ৭৩)। ২৫। না ধরিয়া প্রমাণ করা যায় না (প° ৭৩)। ২৬। **স্থূল ও সূক্ষ্ম** আছে ও নাই (প° ৭৬)। ২৭। বাহিরের **আচার** মনের আচার হইতে বড় ও ছোট (প° ৫৮)। ২৮। **চণ্ডাল** অস্পৃশ্য কিন্তু তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে (৩৬)। ২৯ **সৎকার্য্য** করিলেই অহঙ্কার হয় অর্থাৎ সৎকার্য্যে অসৎফল (৯১)। ৩০ **সমানে** বাড়ে ও সমানে কমে (১৪৫)। ৩১ মানুষ মুক্তি-দেহ পাইয়া **বন্ধনের জন্যই ব্যস্ত** (৭১)। ৩২ মানুষ সুখের চেষ্টায় **দুঃখ জড়াইয়া ধরে** (৬৭)। ৩৩ পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণই থাকে (১৫৬)।

৪। **বিজ্ঞান**—১ **মানুষের শরীরের** সকল কার্য্যই বিপরীত (প° ৬৯)। ২ **জীবাণু উদ্ভিদ** হইয়া প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে (প° ৭৮)। ৩ **দুইটী বিপরীত বস্তু সর্ব্বত্রই** আছে (হিন্দুধর্ম্ম প° ৫৫)। ৪ **বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না**। মানিয়া লইয়াই জ্ঞান হয় (প° ৫৫)। ৫ বিজ্ঞা-নের সকল বড় **আবিষ্কারই অবিচারিত** অর্থাৎ আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বিচার করিয়া বাহির করা হয় নাই (M)। ৬ **গোলমালের ভিতরই নিয়ম** ও নিয়মের ভিতরই গোলমাল

থাকে (B) ইহাকেই বলে বিধি ও অপবাদ (নিয়ম ও তাহার ব্যতিক্রম)। তাই শাস্ত্রে বলে সাপবাদা হি বিধয়ঃ অর্থাৎ সকল নিয়মেরই উল্টা আছে। নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। ৭ **কার্য্যকারণ** সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (প° ১৬)। ৮ **পদার্থ** পদার্থও বটে পদার্থ নয়ও বটে (প° ৬৭।৪) ৯ **বস্তুর গুণ** স্থান ও অবস্থার উপর নির্ভর করে (৬৬।৩)।

৫। **স্থুলদৃষ্টি**—১ **স্ত্রীপুরুষ** না হইলে সৃষ্টি হয় না। ২ **ক্ষুধা** পাইলে খায়। কাযেই যতটুকুই ক্ষুধা ততটুকুই খাইবে। তাহা হইলে চলিবে না। ক্ষুধার অতিরিক্ত খাইয়া অতিরিক্ত অংশ বাহ্যে করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ওজন করিবার সময় বামদিকে ২ সের ও ডান দিকে ৫ সের চড়াইয়া ৩ সের কমাইয়া দিলে সমান হয়। অর্থাৎ **২ সের ২ সের নহে,** ৫ সের হইতে ৩ সের কমাইলে ২ সের হয় (a+b)||a+b=a+b+c−c)। প্রয়োজন মত লইলে প্রয়োজন মত হয় না অধিক লইয়া খানিকটা ত্যাগ করিলে প্রয়োজন মত হয়। ৩ সেইরূপ **তৃষ্ণায়** অধিক জল খাইয়া মূত্রত্যাগ করিতে হয়। ৪ শরীর ধারণের জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন কেবল সেই সেই জিনিষ সেই মাত্রায় থাকিলে শরীর থাকে না। অনেক **বাজে জিনিষ খাইতে হয়** তবেই শরীর থাকে। Berthelot (বেরথেলো) শ্রেষ্ঠ রসায়নবিৎ ছিলেন। শরীর ধারণের যে যে জিনিষ প্রয়োজন হয় মাত্র সেই সেই জিনিষ খাওয়াইয়া তিনি দেখেন দুদিনে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। আর সেই সেই জিনিষের সঙ্গে বাজে জিনিষ মিশাইয়া খাওয়াইলে শরীর বেশ থাকে। অর্থাৎ মাত্রা বা **পরিমাণ (bulk)**কে তুচ্ছ করা যায় না। যে যে জিনিষ প্রয়োজন **সেই সেই জিনিষে সেই সেই জিনিষ হয় না** সেই সেই মাত্রায় সেই সেই জিনিষ হইলেই সেই সেই জিনিষ হয়। ৫ **চিবাইয়া খাইলে** ও রস করিয়া খাইলে

উভয়ের ফলের অনেক তফাৎ হয়। **আম ও আমের রস, ডালিম ও ডালিমের রস, বার্লি ও বার্লির রুটি** অনেক তফাৎ। ৬ **মিছরী চিনি ও বাতাসা** একই জিনিস কিন্তু তাহাদের ফল ভিন্ন ভিন্ন। ৭ ঘুম না হইলে প্রাণ বাঁচে না। অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য মরিতে হয়। **চলিতে গেলে** যে দিকে যাইতে হয় সেই দিকে যাইতে নাই। পা তুলিয়া ফেলিয়াই পশু চলে, ডানদিকে ও বামদিকে পাখা ঠেলিয়াই পাখী চলে, ডানদিকে ও বামদিকে বাঁকিয়াই সাপ চলে। অর্থাৎ দুইটী বিপরীত বস্তু মিশিয়া একটা হয়। সোজা এগুতে কেহই পারে না। ৯ **বসিলে** কি **দাঁড়াইলে** যে জিনিসের উপর বসা কি দাঁড়ান যায় সেই জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে, নতুবা পড়িয়া যাইতে হইত। ১০ সেই-রূপ ঘোড়া যখন **গাড়ী টানে** তখন গাড়ীও ঘোড়াকে টানে, নতুবা গাড়ী ঘোড়ার ঘাড়ের উপর যাইয়া পড়িত। অর্থাৎ একটী কার্য্য হইলে **মায়ার বশে** তাহার **বিপরীত কার্য্য আপনা হইতেই হয়।** ১১ স্থূল ও সূক্ষ্মের ভিতর **সূক্ষ্মই প্রধান** (পৃ° ৭৭)। অথচ স্থূলই দেখিতে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই স্থূলই প্রধান হওয়া উচিত ছিল। ১২ **অদৃষ্টই প্রধান,** দৃষ্ট কর্ম্ম (এ জীবনের কর্ম্ম) তাহার কাছে কিছুই নহে। ১৩ **গাড়ীর চাকা** ঘুরিবে বলিয়াই কসিয়া আটকাইতে হয়, ঢিলা হইলেই খুলিয়া পড়িয়া যায় ও প্রাণ যায়। ১৪ **ফলের ছাল** ছাড়াইয়া রাখিলে ফল শীঘ্রই নষ্ট হয়। অর্থাৎ ফলটীকে রক্ষা করিবার জন্য যাহার আদৌ প্রয়োজন নাই সেই ছালের দরকার। ১৫ সেইরূপ শরীর **চামড়া** দিয়া ঢাকা। ১৬ সেইরূপ সংসার **মায়ার আবরণ** (চামড়া) দিয়া ঢাকা। ১৭ **রাখিতে গেলেই ঢাকিতে হয়। হিন্দুমেয়েদের** ঘরে ঢাকিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে কেহ নজর দিতে না পারে। **গোপন** শব্দে রক্ষা করা ও ঢাকা দুইই বুঝায়

৮১। **শাস্ত্রের বিরোধ**—১ মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রে বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রের এক জায়গার কথা অপর যায়গার কথার সঙ্গে মিলে না। ইহাতে নাস্তিকগণের মহা আনন্দ। তাহারা মনে করে শাস্ত্রকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ইহাই উত্তম অবসর। তাহাদের এই চেষ্টা যে কতখানি দুষ্ট তাহা তাহাদের আচরণে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ২ বিজ্ঞান ত পদে পদে ভুল। তবে সেই **ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে** হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা দূরে থাকুক **মানিতে** এত **ব্যস্ত** কেন? **সত্য মানুষ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না।** তবুও এই **মানুষকেই বিশ্বাস** করিতে ব্যস্ত কেন? তবে আর আদালত কেন? সাক্ষ্য লওয়া কেন? শরীর চিরকাল থাকে না। তবে আর **বাঁচা কেন?** খাইলে কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা পায়! তবে আর **খাওয়া কেন?** সংসারে সকল জিনিষেই দোষ আছে। তাই বলিয়া কিছুই ত ত্যাগ করি না। তবে শাস্ত্রে যদি দু চারিটী ভুলই থাকে তাহা হইলেও শাস্ত্র হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ কি? কাজেই দেখা যাইতেছে যে **শাস্ত্রবিদ্বেষই এই দুষ্ট চেষ্টার মূল। উচ্ছৃঙ্খলতাই এই শাস্ত্রবিদ্বেষের মূল ও বিপরীত বুদ্ধিই এই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল।**

৩ পূর্ব্বে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে শাস্ত্রই একমাত্র সত্য আর সব সত্যের ধারই ধারে না। যাহারা **দুই চারিটী ভুলের জন্য এত বড় সত্যের মাথায় পদাঘাত করিতে পারে তাহাদের বুদ্ধি কি রকম দুষ্ট** তাহাদের প্রকৃতি কি রকম নষ্ট তাহা সহজেই বুঝা যায়। মাছি ঘা খুঁজে, শূকর বিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়ায় (১৫৭)। সেইরূপ ইহারা শাস্ত্র না মানিবার ছুতা খুঁজিয়া বেড়ায় **মায়ার বশে** সংসারের **সব জিনিষই দোষে গুণে** হয়।

কোন জিনিষই নির্দ্দোষ নহে (১৫৮)। অতএব কেবল **শাস্ত্রের বেলাই** দোষে গুণে হইলে এত আপত্তি হয় কেন ?

৪ এতক্ষণ ধরিয়াই লওয়া হইতেছে শাস্ত্রে দোষ আছে শাস্ত্রের কথা ভুল ইত্যাদি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, মনের দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া সত্যই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সত্য ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, সত্যকে মাথায় করিয়া রাখিয়া, মিথ্যাকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া, স্থিরচিত্তে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে **শাস্ত্রের এই আপাত** (দেখ্‌তা) **দোষই শাস্ত্রের গুণের প্রমাণ, শাস্ত্রের এই আপাত** (দেখ্‌তা **ভুলই সত্যতার প্রমাণ।**

৫। শাস্ত্রে বলেন ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেজই জগতের কারণ ও কাল হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন। এই তিনটি কথা দেখিতে যে বিরুদ্ধ (উল্টা পাল্টা) তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের ভিতর প্রকৃত বিরোধ কিছুই নাই। ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সূর্য্যরূপে সকল তেজের আধার ও তেজের দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (১৫৯)। তিনিই কালরূপী ও কালবশেই জগতের সৃষ্টি ও নাশ হয় (১৬০)। শাস্ত্রে আরও বলে মনই জগৎ ও মনই কর্ম্ম সৃষ্টি করে। এই মনই ভগবানের সৃষ্টি ও এই মনের আসক্তিই সংসারের কারণ একই কথা নানাদিক হইতে দেখিয়া নানাভাবে বলিলে কথাগুলি দেখিতে পরস্পর বিরুদ্ধ (উল্‌টা পাল্‌টা) ও ভুল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সকল গুলিই সত্য, বিরুদ্ধভাবে না বলিলে সমস্ত সত্য প্রকাশ হইত না ও ভুলই হইত। কাযেই **বিরোধেই বিরোধ দূর হয় ও অবি রোধেই বিরোধ** হয়। **উল্‌টা পাল্‌টাই সোজা ও সোজাই উল্‌টা পাল্‌টা ইহাই মায়ার খেলা।** ইহাই বুদ্ধির অগম্য।

৬। বিরোধেই বিরোধ দূর হয় ও বিরোধ না থাকিলেই বিরোধ

হয়। এই কথা স্মরণ রাখিলে **শাস্ত্রের বিরোধই শাস্ত্রের গুণ** তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই মায়ার কার্য্য বুঝা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীভগবান্ নির্হেতুক কৃপা করিয়া যাহাকে যতটুকু জানাইয়া দেন তিনিই ততটুকু জানিতে পারেন। (৮৩) ইহা গুরুমুখগম্য। লিখিয়া বুঝান যায় না। **প্ল্যাঙ্ক**ও স্বীকার করিয়াছেন **বিশ্বাসেই এই কথা বুঝা যায়,** বিশ্বাস না করিলে কিছুতেই বুঝা যায় না। (C)

৭। জগৎ **মায়ার বশে ইহা বুঝাইবার জন্য** শ্রীভগবান—**চারিধিকে বিরোধের সৃষ্টি** করিয়াছেন। শরীরের ভিতর সর্ব্বত্রই বিরোধ। বাহ্যজগতে (বাহিরে) সর্ব্বত্রই বিরোধ (পঃ ৮০)। তেমনই **শাস্ত্রেও সর্ব্বত্রই বিরোধ** ইহাতে দোষ না হইয়া গুণই হইয়াছে। এক কথায় **অবস্থা ভেদেই ব্যবস্থা ভেদ** ও **ব্যবস্থা ভেদেই রূপ ভেদ** হইয়াছে (রূপভেদ—বিরোধ)। মায়ার সংসারে এই ব্যবস্থা কখনই সর্ব্বত্র চলিতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্র নানা অবস্থায় নানা ব্যবস্থা করিয়া কাহার কোনটী ঠিক জানিবার জন্য জ্ঞানী গুরুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। শাস্ত্র আরও বলেন, যে মনুষ্য প্রকৃতই আপনার কল্যাণ চাহে সে সর্ব্বত্রই ভ্রমরের ন্যায় খুঁজিয়া আপনার কল্যাণ বাছিয়া লইবে। (১৬১) শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা ভিন্ন মানুষের কিসে কল্যাণ হয় কোন মানুষই বলিতে পারে না। কাহারও **চুরি করিলেই কল্যাণ হয়।** কাহাকেও ভগবানের নাম করিতে, **জপ করিতে নিষেধ** করিতে হয়। কাহাকেও **মদ্য ও মাংস খাইতে** বলিতে হয়। কিন্তু সকল সময়েই শাস্ত্রের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া চলিলে প্রকৃত কল্যাণ হয়।

৯। দুই একটী সামান্য **স্থূল দৃষ্টান্ত** দ্বারা অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ভেদ কথাটী বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে কর একজন বলিতেছে

প্রয়াগরাজ পশ্চিমে ও আর একজন বলিল প্রয়াগরাজ পূর্ব্বে। দুই জনের কথা দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু দুইটাই সত্য। বরং দুইজনেই যদি প্রয়াগরাজ পশ্চিমে বলিত তাহা হইলেই মিথ্যা হইত। সেইরূপ প্রয়াগ-রাজকে কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে কেহ পূর্ব্বোত্তর কোণে কেহ পশ্চিম-দক্ষিণে বলিবে। তবেই ঠিক হইবে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথা হইলেই ঠিক হয় **বিরুদ্ধ না হইলেই ভুল হয়। তাই নানা মুনির নানা মত। তাই শাস্ত্রের বিরোধ।** সেইরূপ **একই লোক ছেলে, ভাই, স্বামী, বাবা** ইত্যাদি হয়। তাহাতে বিরোধ ত হয়ই না। বরং বিরোধ না হইলেই বিরোধ হয়। সেইরূপ **একই জিনিষকে কঠিনও** বলা যায় নরমও বলা যায়, **সাদাও** বলা যায় ময়লাও বলা যায়, **বড়ও** বলা যায় ছোটও বলা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। **কাযেই বিরুদ্ধ কথা না বলিলেই দোষ হয় ও বিরোধের দ্বারাই বিরোধ দূর হয়।** ইহাই মায়ার কার্য্য। ইহাই মায়ার বৈপরিত্য।

১০। অবশ্য তাই বলিয়া পাগলামি ভাল নহে। বিরোধ নাই ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে **মায়ার** দ্বারা ইহার বিপরীতও সত্য হইবে অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ আছে ইহাও সত্য। সেইরূপ বিরোধে বিরোধ আছে সত্য হইলে বিরোধে বিরোধ নাই ইহাও সত্য। অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ হইলেই বিরোধে বিরোধ আছে হইল। অর্থাৎ **বিরোধে বিরোধ থাকেও বটে থাকেও না বটে।** ইহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। এই বৈপরীত্য মনুষ্য ধারণাও করিতে পারে না। অথচ **মনুষ্য এমনই হতভাগ্য** যে এই কথার উপর সর্ব্বদাই **নিজ** ঘোর **দুর্ব্বুদ্ধি বশে টেক্কা মারিতে ব্যস্ত। বিরোধে কোন্‌খানে দোষ ও কোন্‌-খানে গুণ ইহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।** শাস্ত্রে যেখানে

যেখানে বিরোধ আছে সকল গুলি বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব দুচারিটী মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

১১। শাস্ত্রে বলে **গঙ্গাজল** পবিত্র, **পুষ্পকরথ, ক্ষীরোদ-সমুদ্র,** হনুমান শত যোজন (৮০০ মাইল) সমুদ্র লাফ দিয়া পার হইয়া ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। **অন্ধ দুষ্টবুদ্ধি বিপরীতগামী মনুষ্য** ইহার জন্যই **শাস্ত্র গেঁজেলি বলিয়া শিয়ালডাক ডাকিতে থাকে।** কেন না সেই সব সর্ব্বজ্ঞের মতে এইগুলি হইতেই পারে না। কিন্তু তাহারা জানিল কিরূপে? এই রকম হইতে তাহারা কখনও দেখেও নাই শুনেও নাই ইহা ঠিক। কিন্তু সেই সব **সর্ব্বজ্ঞেরা যাহা দেখেও নাই শুনেও নাই সেই জিনিষই পরে হইয়াছে** কি তাহারা দেখেও নাই শুনেও নাই? তাহা যদি হয় তবে তাহারা একেবারে মূর্খ এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে। কে কবে মনে করিয়াছিল Rontgen ray, Aeroplan, Wireless Telegraphy Television প্রভৃতি শত শত জিনিষ হইবে? মূর্খ অন্ধ মনুষ্যই এইগুলির জন্য শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু **এইগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আদৌ নাই।** কেবল এতদিন হইতে দেখে নাই এই পর্য্যন্ত। **যে যে কথাগুলির ভিতর প্রকৃত বিরোধ আছে** তাহাদের ভিতর কয়েকটী বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

১২। **ভেদাভেদ আছে ও নাই**—শাস্ত্র বলেন **ভেদ আছে।** আবার সেই শাস্ত্রই বলিল **ভেদ নাই** (৪৫)। ক্ষীরোদসমুদ্র, পুষ্পকরথ প্রভৃতি **কেবল মূর্খের কাছেই বিরুদ্ধ। এই বাক্য দুইটি** কিন্তু **প্রকৃতই বিরুদ্ধ।** ভেদবুদ্ধি সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ। ভেদবুদ্ধিই সকল অধর্ম্মের মূল। **যাহার ভেদবুদ্ধি নাই** যাহার আপনপর নাই, যে পরকে ঠিক আপনার মত করে, যাহাকে পরেও

বাপমার চেয়ে আপন দেখে, **যাহার কাছে আসিয়া লোকে নিজের বাড়ীর চেয়ে সুখে স্বস্তিতে থাকে** সেই ভেদবুদ্ধিরহিত সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান পুরুষকে **সাক্ষাৎ ভগবান** বলিয়া জানিবে (১৬২)। আবার **ভেদবুদ্ধি না থাকিলে মা স্ত্রী ও কন্যা এক হইয়া পড়ে,** চুরি পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি গুণ হইয়া পড়ে ও **পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম,** ন্যায় অন্যায়, **সত্য মিথ্যা কিছুই থাকে না।** আবার ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিলে বিষে প্রাণ যায়, সাপের কামড়ে, বাঘের হাতে, কুমীরের মুখে, জলে ডুবিয়া আগুণে পুড়িয়া মরিতে হয়। অতএব ভেদবুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি যেমন দোষের তেমনই গুণের, যেমন রাখা উচিত তেমনই ত্যাগ করা উচিত। তবে কি করা উচিত? **সর্ব্বত্র ভেদ মানিয়া ভেদবুদ্ধি ছাড়িতে যাওয়া উচিত।** পরের জিনিষ ছুইতে নাই। পরের স্ত্রীর দিকে তাকাইতে নাই। পরের দানও লইতে নাই। আবার পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি সকলকেই আপনার ন্যায় করিতে হয়। এমন কি বড় বজ্জাতকেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে নাই, স্যতনে ব্যবহার করিতে হয়। **নিজের লাভের বেলায় আপন পর করিবে। নিজের লোকসানের বেলায় আপন পর থাকিবে না।** মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই দুইটী বিপরীত প্রবৃত্তি থাকে—একটী সৎপথে চলিবার ও একটী অসৎপথে যাইবার, একটী ভাল হইবার অপরটী মনের বশে চলিবার। যে মানুষ নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া সৎপ্রবৃত্তির দিকে হইয়া **আপনিই অপনাকে জব্দ** করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে সেই মানুষই উদ্ধার পায়। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লাগা, নিজেই আপনা হইতে ভিন্ন হওয়া, অসৎ প্রবৃত্তি ত্যাগের **একমাত্র ছুতা।**

১৩। **সত্যমিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম, পাপপুণ্য গুণদোষ আছে ও**

নাই—শাস্ত্র বলেন সত্যমিথ্যা আছে ও সত্যমিথ্যা নাই। সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য ও গুণদোষ **আছে ও নাই**। যাহাই বাক্যের দ্বারা বলা যায়, যাহাই মনে ভাবা যায় সেই সমস্তই মিথ্যা (১৫০)। সত্য-মিথ্যাদি না থাকিলে যে জগৎ অচল হয় ইহা সহজেই বুঝা যায় (১৬৩)। **সভ্যজগতে সভ্যতার চাপে** অনেকেরই এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে তাহাদের **পাপের ওকালতী না করিলে আর প্রাণ বাঁচে না।** তাহাদের ব্যভিচার চুরি প্রভৃতির নিন্দা প্রাণে সহে না। সে সব লোকের কথা ধরিবারই প্রয়োজন নাই। তবে সত্য মিথ্যাদি নাই কি করিয়া হইতে পারে? যতদিন মনুষ্য **মায়ার অধীন** থাকিবে ততদিন **সত্যমিথ্যাদি থাকিবেই।** কেবল মনুষ্য যখন শ্রীভগবানের নির্হে-তুক কৃপায় **জীবন্মুক্ত** মায়াতীত হইতে পারিবে তখনই তাহার সত্য-মিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি থাকিবে না ও সেই পুরুষ **বিধিনিষেধাতীত** হইতে পারিবেন। মনুষ্য যতদিন বিধিনিষেধাতীত হইতে না পারিবে ততদিন তাহার সত্যমিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি থাকিবে। মনুষ্যের ক্রমান্বয়ে **তিনটী অবস্থা** হয়—[১] সত্য মিথ্যা আছে [২] সত্য মিথ্যা আছে ও নাই [৩] সত্য মিথ্যা নাই। (১) মানুষ যতদিন **মনের বশে** চলে ততদিন তাহার **সত্যের** দিকে **টান থাকিতেই পারে না।** ততদিন তাহার প্রাণপণে সত্যপালন ও মিথ্যা ত্যাগ করা উচিত। এই রকম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে শত সহস্র জন্মে (২) **যখন সত্যে প্রকৃত টান হয়** ও **মিথ্যা প্রায় চলিয়া যায়**—তখন সঙ্কল্প করিতে হয় প্রাণ যাইলেও **নিজের জন্য মিথ্যা বলিব না। কিন্তু পরের জন্য** প্রয়োজন হইলে মিথ্যা **বলিব।** সংসারী মনুষ্য নিজের এতটুকু প্রয়োজনেই মিথ্যা বলে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বিসর্জ্জন দেয় কিন্তু **পরের বলায় বড়ই সত্যবাদী সাজে।** এই ভীষণ রোগ সত্য কথা বলিয়া

সত্যের উপর টান করিয়া যায় না যাইতেও পারে না। **এই ভীষণ রোগের একমাত্র ঔষধ সত্য মিথ্যার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া** (ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ?)। অর্থাৎ নিজের বেলায় প্রাণ দিব তবু সত্য ছাড়িব না কিন্তু পরের বেলায় বিশেষ প্রয়োজন হইলে মিথ্যা বলিতে রাজি। ইহা পড়িয়া বুঝিবার নহে করিয়া বুঝিবার জিনিষ। (৬) যখন সত্য মিথ্যার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় তখন মনুষ্য সত্বরই **মায়াতীত ও জীবন্মুক্ত** হয়। তখন তাহার **সত্য মিথ্যা থাকে না।**

১৪। মানুষ **কাঠের পুতুল** ও তাহার **পুরুষকার আছে।** যন্ত্রারূঢ় তথাপি শরণং গচ্ছ [গীতা ১৮।৬১।৬২]। কাঠের পুতুল কি করিয়া শরণ লইতে পারে ? কাঠের পুতুলের কোনও শক্তি নাই তথাপি সকল শক্তি আছে। এক কথায় মানুষের পুরুষকার আছে ও নাই। ইহা কি রকম ? মানুষকে জানিতে হইবে তাহার নিজের কোনই পুরুষ-কার নাই। ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কোনও কার্য্যই হইতে পারে না (পৃ° ১৭)। ইহা জানিয়া, ইহা সকল সময়ে মনে রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। মনুষ্যের মৃত্যু কিছুতেই হটে না। তথাপি সেই মৃত্যুও হঠাইবার চেষ্টা করা উচিত। যতখানি বুদ্ধি ও যতখানি শক্তি ততখানি চেষ্টা করিলেও যদি সেই মৃত্যু নিবারণ না হয় তাহা হইলে মানুষের দোষ নাই। আর যদি মানুষ **দৈবের দোহাই দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া** থাকে তাহা হইলে তাহার **দোষ** হয় (১৬৪)। যদি আমার কিছু করিবার **শক্তিই নাই তবে চেষ্টা করিব কেন ? ভগবানের ইচ্ছাতেই** এই মায়ার সংসারে আমার পুরুষকার না থাকিলেও আছে। অতএব **নাই ও আছে এই দুইএরই মর্য্যাদা দিতে হইবে।** পুরুষকার নাই ইহার মর্য্যাদার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে সে কাঠের পুতুল। পুরুষকার আছে ইহার মর্য্যাদা দিবার জন্য মানুষকে

সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। **কাষেই কাঠের পুতুল মনে রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়** (৩৪)। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বলে আমি জানি না সেই জানে, আর যে বলে আমি জানি সেই জানে না (২৬)।

১৫। **বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়।** মানুষের বুদ্ধি বিপরীত। এই বিপরীত বুদ্ধির দ্বারা বিপরীতই হইতে পারে, ঠিক বিচার ত হইতেই পারে না। **এই জন্য বিচার একেবারে ত্যাগ করিতে হয়।** কিন্তু তাহা হইলে চলে কি রকমে। **আমার ক্ষুধা পাইয়াছে কি না** যদি আমি বিচার না করিব তবে আমার হইয়া **কে বিচার করিবে**? আমার শীত করিতেছে ইহাও আমাকে বুদ্ধি দ্বারা ঠিক করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ই। তবে আর কি করিয়া বুদ্ধি ও বিচার ছাড়া যায়? **জড়ভরত** বিচার ছাড়িয়া জড় হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত শিখেন নাই ও ব্রাহ্মণের আচার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় থাকিতেন। তিনি **ভাল জিনিষসমস্তই ছাড়িয়াছিলেন বটে** কিন্তু কৈ পা দিয়া চলা ত ছাড়েন নাই। রাজা রহুগণের পাল্‌কি বহিবার জন্য যখন তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তিনি কোনও আপত্তি না করিয়াই পাল্‌কি বহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু **তাঁহাকে কে বলিয়া দিল পা ফেলিয়া চলিতে হইবে? ইহা তাঁহার বুদ্ধিইত বলিয়া দিল। অতএব নিজের বুদ্ধি ও বিচার ছাড়িবার জো নাই।** তাহাতে বিপরীত হয়ত হইবে। কি করা যাইবে? আবার দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষুধা পাইলে, শীত করিলে, জানিতে পারা যায়। তবে আর বুদ্ধি বিপরীত হইল কি রকমে?

মায়ার বশেই মনুষ্যের বুদ্ধি বিপরীত। মায়ার কার্য্য উল্‌টাপাল্‌টা

(বৈপরীত্য)। অতএব মানুষের বুদ্ধি বিপরীতও বটে, সোজাও বটে। সংসার রক্ষার জন্য মায়ার সৃষ্টি। **অতএব সংসার রক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি সোজা** ও সংসার হইতে **উদ্ধার পাইতে গেলেই মানুষের বুদ্ধি বিপরীত**। ইহা সর্বত্রই দেখা যায়। মানুষ ক্ষুধা পাইলে শীত করিলে জানিতে পারে বটে কিন্তু যখন অসুখ হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন আর বুঝিতে পারে না। মানুষ বিচারের দ্বারা আপন প্রাণ সদাই রক্ষা করে কিন্তু মরিবার সময় যাহাতে মরিতে পারে তাহাই করে। এখন উপায় ?

শাস্ত্র বলিতেছেন বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি দুই রকম (১) উচ্ছাস্ত্র ও (২) শাস্ত্রিত। **যাহা শাস্ত্রের বশে নহে** তাহাকে **উচ্ছাস্ত্র** বলে। যাহা **শাস্ত্রের বশে তাহা শাস্ত্রিত**। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার মহান্ অনর্থের মূল ও শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ প্রদান করে (১৬)। অতএব সর্ব্বদাই শাস্ত্র মানিয়া, শাস্ত্রের আজ্ঞা মাথায় করিয়া লইয়া শাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া শাস্ত্রের উপর টেক্কা না মারিয়া, শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়া, শাস্ত্র ভুল হইতে পারে একথা মনের কোণে ঠাঁই না দিয়া তাহার পরে **শাস্ত্র বুঝিবার জন্য বিচার** করা উচিত (১৫৫)। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে সমস্ত দুর্জ্ঞেয় কথা আছে যাহা উচ্ছাস্ত্র বুদ্ধিতে গেঁজেলি বলিয়া মনে হয় সেই সমস্তই শ্রীভগবান্ **নির্হেতুক কৃপা করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দিবেন**। নতুবা সমস্ত কথা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর।

৮২। শাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য, বিজ্ঞান বা বিচার নহে।

—১। বিজ্ঞান যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে (অং ৭)। **বিজ্ঞান শুধু ভুল নহে। উহা ভুল না হইয়া ঠিক হইবারই উপায় নাই।** শাস্ত্রে বলে—**লক্ষণ হইতে মান ও মান হইতে**

মেয় সিদ্ধি হয় (১৬৫)। অর্থাৎ কোন জিনিষ প্রমাণ করিতে হইলে যে সব জিনিষ হইতে তাহা প্রমাণ করা যাইবে প্রথমেই সেই জিনিষগুলির নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহার পর সেই জিনিষগুলি হইতে প্রমাণের সাহায্যে যে জিনিষের প্রমাণ চাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। যেমন পদার্থ কি ইহা না বলিয়াই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিজ্ঞান আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাকেই বলে **লক্ষণাভাব দোষ**। কাযেই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ভুল হইতেই হইবে। সেইরূপ গণিতেও লক্ষণাভাব দোষ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কাযেই গণিতও ভুল। **লক্ষণাভাব দোষ হইলেই প্রমাণ ভুল হইতেই হইবে।** পদার্থ কি তাহার ঠিক নাই পদার্থের বিদ্যা কেমন করিয়া হয়? মানুষ কি তাহার ঠিক নাই, সকল মানুষ মরে কিনা কেমন করিয়া বিচার হইতে পারে? ইত্যাদি। বিজ্ঞানেরই যখন এই দশা তখন সামান্য বিচারের কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই।

২। শাস্ত্র যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন বিজ্ঞান তাহা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে। বহুকাল পরে আবার সেই কথাই সত্য বলিয়া বিজ্ঞানকে মানিতে হইয়াছে। কথায় বলে নির্ব্বোধের নাই প্রমাদের ভয় (১৬৬)। **কাযেই সত্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য অন্ধ বিজ্ঞানকে আর ভাবিতে হয় না।** কিন্তু সত্য বড়ই ছ্যাঁচড়া কাহারও খাতির রাখে না। অন্ধ বিজ্ঞানের সাধের নিশার স্বপন ভাঙ্গিতে সত্যের একটুও কষ্ট হয় না।

৩। যাহা বরাবর হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে তাহা এত কাল পরে মানিতে বেহায়া বিজ্ঞানের এতটুকু লজ্জা নাই। যদি বল ভুল স্বীকার করায় দোষ কি? বিজ্ঞান ত ভুল স্বীকার করে না। যাহা বরাবর হাসিয়া উড়াইয়াছে তাহাই আবার পরে **অম্লান বদনে**

বলে। ঘাড় হেঁটও নাই, ভুল স্বীকার করাও নাই। যেন দুইটীই সত্য।

৪। যে যে বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই বিজ্ঞানকে শেষে মানিতে হইয়াছে তাহা নানাস্থানে বলা হইয়াছে। সুবিধার জন্য এখানে একত্র করিয়া দেওয়া গেল।

১। মায়া বিপরীত ও বিপরীত হইতেই জগৎ সৃষ্ট। ২। বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না। ৩। ভগবানের কৃপা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সকলেই স্বীকার করেন বিজ্ঞানের সকল বড় বড় আবিষ্কারই অবিচারিত (by intuition) অর্থাৎ আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিচার করিয়া বাহির করা হয় নাই। ৪। মনুষ্য কোন জিনিষই ঠিক জানিতে পারে না। ৫। বুদ্ধি ভ্রান্ত ও সন্দেহ থাকিয়াই যায় (পৃ° ৭৯)। ৬। সূক্ষ্মই আসল, স্থূল বা প্রত্যক্ষ তাহার কাছে কিছুই নহে (পৃ° ৭৬—৭৭)। ৭। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (পৃ° ৭৩)। ৮। ভগবানের ইচ্ছাতেই বস্তুর গুণ হয় (পৃ° ৭৩)। ৯। দেশ কাল এবং অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে। ১০। পদার্থ দেখিতে ভিন্ন প্রকৃতই এক। ১১। বীজাণু উদ্ভিদ্। কাযেই মানুষ পশু পক্ষী কীট ও জড়বস্তু সবই এক (পৃ° ৭৮)। ১২। গঙ্গার জল পবিত্র। ১৩। পৃথিবীর আয়ু লক্ষ কোটি বৎসর। ১৪। তেজ হইতে জগৎ সৃষ্ট। ১৫। মন হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকগণই এই কথা মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন (G) (L)। ১৬। পুষ্পক রথ। ১৭। জটায়ু রাবণের রথ ভাঙ্গে। ১৮। উদর রোগে লবণ। ১৯। ক্রমোন্নতি (Evolution) থাকিলেই ক্রমাবনতি থাকিবেই অহল্যা পাষাণী। মণিগ্রীব ও নলকুবর যমলার্জ্জুন ইত্যাদি।

৫। অতএব দেখা যাইতেছে সকল গূঢ় বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই ঠিক

কাযেই বিজ্ঞান ও বিচার অপেক্ষা শাস্ত্র যে লক্ষগুণ বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানেরই যখন এই দশা তখন অন্য মনুষ্যের কথা ত উঠিতেই পারে না। কাযেই মনুষ্য বুদ্ধিতে শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাওয়ার ন্যায় বাঁদরামি আর কিছুই নাই।

৬। বিজ্ঞান শত সহস্র চেষ্টাতেও যে শাস্ত্রের নাগাল আজও পায় নাই, যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাঁদরামি করিয়া বিজ্ঞানকে পদে পদে ঘাড় হেঁট করিতে হইয়াছে **সেই অপরূপ শাস্ত্রের অপরূপ সত্যকে গেঁজেলি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টাকে গেঁজেলি বুদ্ধির গেঁজেলি ধোঁয়া** ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। গেঁজেলি বুদ্ধিতে যাহার নাগাল পাওয়া যায় না তাহাই গেঁজেলি বলিয়া **ঠিক** করাই গেঁজেলি বুদ্ধির চরম পরিচয়। কথায় বলে,

কত হাতী গেল রসাতল, মশা বলে কত জল।

যেখানে বিজ্ঞানই থই পায় না সেখানে সামান্য বুদ্ধিতে টেক্কা মারিতে যাওয়া গেঁজেলি ধৃষ্টতার চূড়ান্ত। শাস্ত্র বুঝিতে গেলে একটী বিশেষ জ্ঞানের দরকার যাহা প্রায় কোন মানুষেরই হয় না। রসেও [Richet] এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। প্ল্যাঙ্ককে মানিতে হইয়াছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা সত্য বুঝা যায় না। বিশ্বাস চাই।

৭। যাহারা **অলীক হিন্দু** অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা ভাগ্যক্রমে হিন্দুকুলে জন্মলাভ করিয়াও হিন্দু হইবার ভাগ্য লাভ করে নাই তাহারা নিজের দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রের ছল ধরিতেই ব্যস্ত। কেন না **শাস্ত্র দোষযুক্ত দেখাইতে পারিলেই শাস্ত্রের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়!** এই অলীক হিন্দুরা শাস্ত্রের ছল ধরিবার জন্য কতই না এলোধাপাড়ি প্রশ্ন করে! কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে তাহারা একটীও প্রশ্ন করে না। **গণিত** শাস্ত্রে

কতই ভুল আছে। গণিতের ভুল বিষয়ে **প্রশ্ন করা দূরে থাকুক অলীক হিন্দু** সে কথা কাণে যাইবামাত্র কাণে আঙ্গুল দিয়া **সে কথায় শিহরিয়া উঠে।**

৮৩। শাস্ত্র মানার অশেষ লাভ—১। অহঙ্কার হইতেই মনুষ্যের সংসার বন্ধন। মুক্তি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব অহঙ্কার ত্যাগই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কাজেই **ক্ষতি করিয়াও অহঙ্কার ত্যাগ করা যার পর নাই ভাল** ও লাভ করিয়াও অহঙ্কার রাখা যারপর নাই মন্দ।

২। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্বাস করিলে যে কি মহালাভ হয় তাহা মেছুনির কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। এক জুয়াচোর ব্রাহ্মণ তাহাকে ঠকাইয়া চিরকাল ভাল ভাল মাছ খাবার জন্য তাহাকে বলে "মেছুনি তুই মন্ত্র লইবি ?" মেছুনি বলে "আমি ছোট জাত আমায় আর কে মন্ত্র দিবে ?" ব্রাহ্মণ বলে "আমি দিব" ও জুয়াচুরি করিয়া বলে "**আস্ত ছাগলি পাতা খা**" এই মন্ত্র জপ করিবি। অল্প দিনেই মেছুনি এই জুয়াচুরি মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করিল। ঠাকুর ছাগলী হইয়া পাতা খাইতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ব্রাহ্মণ মনে মনে ক্ষরিল মেছুনি বরাবরই উহার শ্রেষ্ঠ মাছটা তাহাকে দিয়া যায়, এখনও সে তাহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিল না কেন ? তাহার পর যখন সে নিজে দেখিল ঠাকুর সত্য সত্যই ছাগলী হইয়া পাতা খাইতেছেন সে তখন মেছুনীর পায়ে পড়িয়া আপন বদমায়েসি স্বীকার করিল ও শেষে নিজেও তরিয়া গেল। **অহঙ্কার ছাড়িলে নিজে ত তরিতেই পারে আর অন্যকেও তরাইতে পারে।**

৩। **লাভ করিয়া অহঙ্কার ছাড়া যায় না,** অহঙ্কার ছাড়িয়া লাভ করা যায়। অর্থাৎ অহঙ্কার ছাড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে

তর্কেই ভাল হইতে পারে নতুবা নহে। অতএব শাস্ত্র ভুল হইলেও হিন্দুদের উহা অবিচারে মানা উচিত। তাহা হইলে অহঙ্কার ছাড়া এই মহালাভ হইল। বিচারের দ্বারা শাস্ত্রের ভুল ধরিলেও অহঙ্কার বৃদ্ধির ফলে সর্ব্বনাশই হইবে।

৪। মনে কর জুতা পায় দিয়া খাইলে কোন দোষ নাই। শাস্ত্রে কিন্তু উহাকে অনাচার বলেন। মনে কর ইহা শাস্ত্রেরই দোষ এখন লাভ লোকসান দেখা যাউক। শাস্ত্র না মানিলে লাভের মধ্যে কেবল একটু সুবিধা। শাস্ত্র মানিলে লাভ—অহঙ্কার ত্যাগ, শাস্ত্র মানা ও মুক্তির পথে অগ্রসর।

৫। অতএব অন্যায় করিয়া শাস্ত্র মানিলেও মহালাভ ও ঠিক করিয়া শাস্ত্র না মানিলেও মহাক্ষতি। কাযেই শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। নিজের বুদ্ধিতে জিত হওয়া অপেক্ষা পরের বুদ্ধিতে হারাও ভাল। জ্ঞান লাভের এই এক মাত্র উপায়।

৮৪। অনাসক্ত সত্যপ্রিয় জ্ঞানীপুরুষেরই প্রশ্নে অধিকার—১। শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি চল্‌তি আছে সে সকল গুলিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় **বিতণ্ডা** বলে। চল্‌তি ভাষায় ঐ গুলিকে **বাঁদরামি** বলা যায়। আপত্তি করিতে গেলে প্রথমেই আসক্তিশূন্য হইতে হয়।

২। জিতের ইচ্ছা ও হারের ভয় থাকিতে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। **যখন হারিয়াই আনন্দ তখনই বিচারের অধিকারী।** "ঠিক বলেছ" বলে যে আহ্লাদ করিতে পারে না তাহার মুখে বিচার ভণ্ডামি মাত্র।

৩। যে বিচার করিতে চাহে তাহার সত্য বাহির করা ভিন্ন অন্য লক্ষ্যই থাকিবে না। তাহার কাছে **মিথ্যার জিত হওয়াই হার ও সত্যের জিত হওয়াই জিত।** যে বিচার চাহে সে সত্যের জয় ভিন্ন আর কিছুই চাহে না।

৪। তাহার পর সাধন অর্থাৎ নিজ পক্ষ প্রমাণ ও উপালম্ভ অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডন, এই দুইটীর জ্ঞান থাকা চাই। কারণ কোটী কোটী মানুষের মধ্যে কাহারও **আপত্তি করিবার অধিকার নাই।**

৮৫। বাঁদরামি?—১। মাথামুণ্ড প্রশ্ন করিয়া শাস্ত্রের দোষ ধরিতে চেষ্টা করার নাম **বিতণ্ডা বা বাঁদরামি।** বিতণ্ডা শব্দের অর্থ তাড়না অর্থাৎ কেবল লাঠালাঠি (ক)। (গ) **বিতণ্ডায় বা**

(গ) বি + তণ্ড্ + অ (স্ত্রিয়ামাপ্) = বিতণ্ডা। তণ্ড্ ধাতু = তড্ ধাতু = তাড়না। বি (বিশেষেণ) তণ্ড্যতে (তাড্যতে) পরপক্ষং অনয়া ইতি বিতণ্ডা = যাহার দ্বারা পরপক্ষ তাড়ন করা যায় অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া **কেবল পরপক্ষ** দূষণের চেষ্টাকে বিতণ্ডা বলে।

বাঁদরামিতে কেবল এলোধাপাড়ি প্রশ্ন আছে। নিজে কি বলিতে চাই সে কথা বলা মাথার দিব্য দিয়া বারণ। নিজের কথা প্রমাণ করার ঠাঁই তো থাকিতেই পারে না।

২। যথা, জুতা পায়ে দিয়া খাইলে কি হয় ? ঘরের কোণে জুতা থাকিলেও কি দোষ ? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াই বিতণ্ডাকারী চুপ। বিতণ্ডাকারী কি বলিতে চায় ভুলিয়াও বলে না। সমস্তক্ষণই কি জুতা পায়ে রাখিতে হইবে, ঘরের কোণে কি কি আবর্জ্জনা রাখা চলিবে, এ সব কথা বিতণ্ডাকারী ভুলিয়াও মুখে আনে না। বিতণ্ডাকারী কেন এই রকম প্রশ্ন করে সে কথা ত উঠিতেই পারে না।

৮৬। প্রশ্নের উত্তর কি করিয়া দিতে হয় ?—১। কোনও একটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে গেলে শ্রীভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার করিয়া উত্তর দিতে হয়। যেমন কোনও পাত্রে অম্বল রাখা যায় কিনা জানিতে হইলেই পাত্রটী কিসের, সেই জিনিষের স্বরূপ কি, অম্বল রাখিলে টকিয়া যায় কিনা, টকিয়া যাইলে কি হয় ইত্যাদি সকল কথা জানিতে হয়। শুধু অম্বল রাখিলে কি হয় এ প্রশ্নও হয় না ও রাখিলে দোষ কি এ উত্তরও হয় না।

২। জুতা পায়ে দিয়া খাইলে কি হয় ? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই।—জীব মোহবশতঃ দেহসঙ্গ করিয়া সংসারে ঘুরিতে থাকে। সংসারে অনবরত ঘুরিতে ঘুরিতে কদাচিৎ মনুষ্যদেহ পায়। এই মনুষ্য দেহেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। অন্য দেহে হয় না। কাযেই সংসার হইতে মুক্তিই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সঙ্গ হইতে সংসার হয় বলিয়া সঙ্গই বন্ধ ও মুক্তির কারণ। যে সঙ্গের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় তাহাকেই সৎসঙ্গ বলে। যাহার দ্বারা সংসারবন্ধন আরও দৃঢ় হয় তাহাকেই অসৎসঙ্গ বলে। মনুষ্য মাত্রেরই সৎসঙ্গ করা উচিত ও অসৎ-

সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। জুতা অপবিত্র বস্তু। অপবিত্র বস্তুর সঙ্গে দেহ ও মন অপবিত্র করে, কাজেই অসৎ বলিয়া সর্ব্বদাই উহা ত্যাগ করিতে হইবে। যখন নহিলে নহে তখনই ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই জুতা পায়ে দিয়া খাইলে কি হয় এই একটী প্রশ্ন হইতে **জীব, মোহ, সঙ্গ, সংসার, মনুষ্যদেহ, মুক্তি, সৎসঙ্গ, অসৎসঙ্গ, পবিত্র, অপবিত্র** এই সকল কথাই উঠে। ইহাদের ঠিক ঠিক মীমাংসা করিয়া এই একটী প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হয়।

৮৭। প্রশ্নের উত্তর কি করিয়া বুঝিতে হয়।—১। মনে কর প্রশ্ন হইল রামচন্দ্র কে? উত্তর—অযোধ্যার রাজা দশরথের তনয় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। এই উত্তরটী বুঝিতে গেলে এই কয়টী কথা বুঝিতে হইবে। অযোধ্যা কি? রাজা কি? দশরথ কে? তনয় কাহাকে বলে? পূর্ণ কি? ব্রহ্ম কি? সনাতন কি? রামচন্দ্র কেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই ঝুপ্ করিয়া প্রশ্ন করা ঝুপ্ করিয়া উত্তর দেওয়া উভয়ই বাঁদরামি।

৮৮। বাঁদরামির বাঁদরামি কেন দরকার?—১। এই বাঁদরামির উত্তর না করাই উচিত। কিন্তু ভারতের এই মহা দুর্দ্দিনে পাপিষ্ঠ নাস্তিকদলের পীড়নে আর উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া থাকা চলে না।

২। যাহা প্রকৃত উত্তর তাহা **"হিন্দুধর্ম্ম"** নামক পুস্তকে করা হইয়াছে। যাহারা বুঝিতে চায় তাহাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট। যাহারা সঙ্গদোষে বিতণ্ডাকারী তাহারাও **"হিন্দুধর্ম্ম"** মন দিয়া বার বার পড়িলেই নিজেদের ভুল জানিতে পারিবে।

৩। কিন্তু হায়! হতভাগ্য ভারতে কতকগুলি জীবের উৎপত্তি

হইয়াছে **যাহারা বুঝাইলে বুঝে না।** যাহাদের কাছে লাঠিই একমাত্র ঔষধ। বাঁদর যেমন বাঁদরের ভাষাই বুঝে তেমনই বিতণ্ডাকারী বিতণ্ডার ভাষাতেই কাবু হয়। সেই সব **ভাগ্যহীন বিতণ্ডাকারীদের বিতণ্ডাই একমাত্র ঔষধ।** অন্য ঔষধে তাহাদের সাড় হয় না। যেমন কফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে দারুণ সাপের বিষই একমাত্র ঔষধ। সেইরূপ অহঙ্কার ও মোহে আচ্ছন্ন বিতণ্ডাকারীর পক্ষে বিতণ্ডাই পরম মহৌষধ। কাযেই বাঁদরামির বাঁদরামি করিতে বাধ্য হইতে হইল।

৮৯। **বাঁদরামির প্রকৃত স্বরূপ।**—১। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে প্রশ্নগুলি যেমন বাঁদরামি উত্তরগুলি ঠিক সেইরকম বাঁদরামি নহে। প্রশ্নগুলি প্রকৃত বাঁদরামি। **উত্তরগুলি দেখিতে বাঁদরামি মাত্র,** প্রকৃত বাঁদরামি নহে।

২। প্রশ্ন করিয়া উত্তর করা হইয়াছে বলিয়া উত্তরগুলি দেখিতে বাঁদরামির মত। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উত্তরগুলি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ঐগুলিতে মিথ্যার ছায়াও নাই।

৩। প্রশ্নাকারে উত্তর হওয়ার এক মহালাভ এই—যাহারা বাঁদরামি করিতে আসে তাহাদের মুখ তখনই বন্ধ হয়। উহার বিশেষ অসুবিধা যে প্রকৃত উত্তর কি তাহা উত্তর হইতে সহজে বুঝা যায় না। "হিন্দুধর্ম্ম" ও "হিন্দুধর্ম্মের পরিশিষ্টের" পূর্ব্বাংশ মন দিয়া পড়িলেই উত্তরগুলি বুঝা যাইবে। যায়গায় যায়গায় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বাঁদরামির বাঁদরামি। (হযবরল)।

[ব্যাখ্যা সহ]

(২) আচার—(প্রশ্ন ১—১৬)।

১। প্রশ্ন—(১) জুতা পায়ে দিয়ে খেলে কি হয়? (২) ঘরের এক কোণে জুতা থাকিলেও কি দোষ? (৩) চাঁড়াল মুসলমান ভাতের দিকে তাকালেও দোষ? **উত্তর**—বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়া খাইলে কি হয়? মড়ার হাড় গলায় পরিয়া থাকিলে কি হয়? **বেশ্যার পল্লীতে নাম** করিলে কি হয়? **বেশ্যার কাহিনী** শুনিলে কি হয়? নেংটা মেয়ের ছবিতে কি হয়? সাধুসঙ্গে কল্যাণ হয় কে না শুনিয়াছে? ডাইনীর দৃষ্টির কথা কে না জানে? সূক্ষ্ম কথা চক্ষু প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় কি না? **স্বচ্ছ** কাচে হাত দিলে কি হয়? দেওয়ালে হয় না কেন? **Chemical Balance** কাচের ভিতর রাখা হয় কেন? **Catalytic action** কি? Chemical action কি? কি করিয়া হয়? **ব্যাখ্যা**—জুতা পায়ে দিয়ে খেলে অনাচার হয়, শাস্ত্রদ্রোহ হয়, অহঙ্কারের চূড়ান্ত হয়। কাজেই সংসারবন্ধন দৃঢ় হয়। ক্ষতির আর বাকী কি?—নিজের বুদ্ধিতে পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা বন্ধুর বুদ্ধিতে হারাও ভাল। শাস্ত্র মানিয়া ঠকিলেও পরম লাভ। (পৃ° ৮৩।১—।)

২। প্রশ্ন—বিড়াল পাতের কাছে বসতে পারে—মানুষ **ঘরের কোণে থাকলেও ভাত নষ্ট হয়?** **উত্তর**—(বিড়াল পাতের কাছে বসিয়া থাকে না)। বিড়াল ঘরের সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেছে। তাহার জন্য ঘর ধুইতে হয় না। **বিড়ালের ন্যায় মনুষ্য বিষ্ঠামূত্র** মাড়াইয়া ঘরে আসিলে চলে না কেন? **মাছি বিষ্ঠা**

অড্ডা প্রভৃতিতে বসিয়া গায়ে বসে। তাহাতে **শুদ্ধির** দরকার নাই কেন? **হাওয়া** অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়া গায়ে লাগিলে স্নান করিতে হয় না কেন? **অসুখের** সময় উপবাস করিয়া **বরাবর উপবাস** করে না কেন? **ব্যাখ্যা**—যাহা পারা যায় না তাহার আর উপায় কি? সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ অর্থাৎ যথাসাধ্য ধর্ম্ম পালন করিবে (প° ৫৮।৭)। মানুষকে আটকান যায় আর বিড়াল মাছি ও হাওয়া আটকান যায় না। কাযেই মানুষের বেলায় নিষেধ, বিড়াল মাছি ও হাওয়ার বেলায় নিষেধ নাই। মানুষও যদি বিড়াল হইত তবে মানুষের বেলাতে আপত্তি হইত না।

৩। **প্রশ্ন—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এখন "ছুঁচি বাই"য়ে পরিণত হইয়াছে। উত্তর—Surgeryর** (ডাক্তারদের) **ছুঁচি বাইয়ে** আপত্তি নাই কেন? হিন্দুধর্ম্মের ছুঁচিবাই অপেক্ষা **শতগুণ বলিয়া কি**? যে সকল জিনিষ পচা পাতকো ঘাকে শোধন করে তাহাদেরও শোধন চাই ইহাই ডাক্তারদের ধারণা। ধন্য ডাক্তারী ছুঁচি বাই!—স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (ছোঁয়াছুঁয়ি) যে কি রকম দরকার ডাক্তারদের আচরণই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্ম যখন সনাতন তখন ছুঁচিবাই ত বরাবর আছে। তবে এখন ছুঁচিবাইয়ে দাঁড়াইয়াছে কি করিয়া হইতে পারে? পরের মুখে ঝাল খেয়ে হায় **সব জান্‌তা বড় বিষম বাই**, এই বিষম বাইয়ের চেয়ে **ছুঁচিবাই** সহস্রগুণ ভাল নয় কি? (প° ৫৮।২—৩)।

৪। **প্রশ্ন—হিন্দুধর্ম্ম হয়েছে-রান্নাঘরের ধর্ম্ম**! খাওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক কি? ধর্ম্ম অন্তরের কথা বাহিরের নহে। **উত্তর**—কে না জানে **খাদ্যের উপরেই** শরীর নির্ভর করে? কে না জানে **জমির উপরই ফল** নির্ভর করে (ভাল জমি নহিলে ভাল ফল

হয় না) ?—গাছের গোড়ায় **আফিমের** জল দিলে গাছ মরিয়া যায় কেন ? গাছের গোড়ায় **তামাক** পাতার জল দিলে গাছ নধর হইয়া গজায় কেন ? **আওতায়** গাছ বাড়িতে পায় না কেন ? **অন্তর ও বাহির এই ভেদবুদ্ধিই** যদি রহিল তবে **ছোঁয়াছুয়ি** এই **ভেদবুদ্ধিতে** আপত্তি কেন ? অন্তর কাহার ? বাহির কাহার ? এই দুইয়ের সম্বন্ধ কি ? **দুধের কড়া মলমূত্রের** উপরে রাখিলে দোষ কি ? ঘরের ছাদ টিনেরই হউক আর পাকাই হউক তফাৎ কি ? **পায়ে জুতা** থাকিলে **কাঁটা** ফুটে না কেন ? **ব্যাখ্যা**—ধর্ম্ম অন্তরের কথা খাওয়া বাহ্যিক ইহা কেবল মূর্খ অহঙ্কারী নাস্তিকই বলে। দেহ বাহিরের ও আত্মা অন্তরের বটে। কিন্তু এই দেহ না থাকিলে আত্মার কল্যাণ কি করিয়া করা যায় ? এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন সমস্ত খোয়াইয়া দেহ রক্ষা করিবে। এই জন্য দেহের আর একটী নামই আত্মা। (প° ৫৮।৪)

৫। **প্রশ্ন**—ছোঁয়াছুঁইতে দোষ কি ? পরিষ্কার হলেই হ'ল।—**উত্তর**-পরিষ্কার কি করিয়া জানা যায় ? চোখে দেখে না কাণে শুনে ? Microscopeএর নাম শুনিয়াছ কি ? Microscopeএ কি করে ? চোখের দেখা দেখিবার জন্যই কি Microscopeএর সৃষ্টি ? **Infection,** Contagion প্রভৃতি কি ? যদি পরিষ্কার হইলেই হয় ত অপরিষ্কারে আপত্তি নাই কেন ? **রুমালে** থুথু ফেলিয়া মুখ পরিষ্কার করা কেমন ? **জলপাত্রে কুলকুচা** করিয়া ফেলিয়া সেই জল দিয়া মুখ হাত পা ধোয়া কেমন ? কোন অনাচারের বিরুদ্ধে কখনও বলিয়াছ কি ? **ব্যাখ্যা**—পরিষ্কারের জন্যই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যবস্থা। পরিষ্কার অপরিষ্কার চোখে দেখা যায় না। অনেক সাধুপুরুষ দেখা যায় যে তাঁহাদের যার তার দেওয়া ফল খাইলেই অসুখ করে। যার ফল তাহার গুণ সেই ফলে লুকাইয়া থাকে। ইহা

চোখে দেখা যায় না। ইহাকেই বলে আশ্রয়-দুষ্ট (৫৮।৪)। যাহারা ছোঁয়াছুঁয়ি বলিয়া হাসে ও পরিষ্কার হলেই হল বলে, তাহারা প্রায় বড়ই অপরিষ্কার হয়। তাহারাই রুমালে থুথু ফেলিয়া মুখ মুছে, কুলকুচা করিয়া সেই জল দিয়া মুখ-হাত ধোয়। তাহারাই না দেখিয়া যেখানে সেখানে বসে। রেলগাড়ীতে গদির উপর এক ধ্যাবড়া কফ। একজন আসিয়া না দেখিয়াই তাহার উপর বসিল। কিছুক্ষণ পরে কফটী পেণ্টুলনে করিয়া সে উঠিয়া গেল। তাহার পরই আর একজন আসিয়া সেই জায়গায় বসিল। সেও একটু পরে কফের বাকি অংশ পেণ্টুলনে করিয়া লইয়া গেল। যায়গাটী দেখিতে পরিষ্কার হইয়া গেল। ইহাকেই বলে পরিষ্কার।

৬। **প্রশ্ন—অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের হাতে খাও, সাধু শূদ্র বা মুসলমানের হাতে খাও না।** **উত্তর**—সুন্দর মাকাল ফল খাও না আর নটুরে আলু খাও কেন? **বেতো ঘোড়ায় চড়া ভাল, না ভাল গাধায়?** (গাধায় চড়িলে বোবা হয়)। যাহার **লক্ষ টাকা পুঁজি** ও মাসে **মাসে** ২০০৲ টাকা করিয়া ধার হয় সে ভাল, না যার মাসে মাসে ২০০৲ টাকা আয় কিন্তু লক্ষ টাকা ধার সে ভাল? কেন? **ব্যাখ্যা**—অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ও সচ্চরিত্র চণ্ডাল বা মুসলমান উভয়ই দুষ্ট। কাহারও হাতে খাইতে নাই। ভগবান্ যখন উঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন তখন তাহার ব্রাহ্মণের ন্যায় অনেক গুণই আছে সন্দেহ নাই।

৭। **প্রশ্ন**—(১) যে নিজে অসচ্চরিত্র অখাদ্যভোজী তার আবার **আচার** কি? আচার তো পবিত্রতার জন্য—যে মিথ্যা বলে, জুয়াচোরী করে ইত্যাদি, আচার তাহাকে কতটুকু পবিত্র করিবে? (২) যার অপরের ছোঁয়া খেলে ক্ষতি হয় এরূপ উন্নত লোক

বিরল। প্রায় সব লোকই এত নিম্নস্তরের যে, অপরের ছোঁয়াতে তাদের কিছুই ক্ষতি হয় না। অতএব ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের প্রয়োজন নাই। **উত্তর**—যে দুর্বল তার আর জোরের দরকার কি? দুই মাস শয্যাগত, একটু ডালিমের রস খেয়ে কি হয়? প্রায় কেহই ত পয়সা রোজগার করিতে পারে না, তবে আর পয়সা রোজগার করিবার চেষ্টা কেন? লেখাপড়ায় প্রায় সকলেই ধনুর্ধর। তবে স্কুল কলেজ উঠাইয়া দেও না কেন? **ব্যাখ্যা**—(১) যে জুয়াচুরি প্রভৃতি ছাড়িতে চায় আচার তাহার পরম সহায়। যে জুয়াচুরি ঢাকিবার জন্য আচার করে তাহার অপরাধ আরও বাড়িয়া যায়। দেহ মন শুদ্ধি করিবার জন্যই আচারের ব্যবস্থা, বদমায়েসি করিবার জন্য নহে। যে স্বভাববশতঃ মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর প্রাণপণে আচার পালন করিলে তাহার এই জুয়াচুরি স্বভাবও কাটিয়া যায়। (২) ছোঁয়াছুঁইতে যখন ক্ষতি হয় তখন কাহারও না কাহারও ত ক্ষতি হইবে? কাহারও ত ক্ষতি করা উচিত নহে। অতএব আচার সকল সময় সকলের পক্ষেই ভাল।

৮। **প্রশ্ন—আচারের মূলে অহঙ্কার**—অপরকে ছুঁলে তোমার ক্ষতি হবে। কেন? তুমি তাদের চেয়ে মন্দ হলে ক্ষতিটা ত হবে তাদের। তাদের চেয়ে নিজেকে এত ভাল ভাব কি করিয়া? **উত্তর—হিন্দুদের এত দোষ দেওয়া—উঃ কি অহঙ্কার!** তুমি কোন্ সাহসে বিচার করিতে আস? তুমি **এত অহঙ্কার** কর **কেন**? তুমি **এত বুঝ কিসে**? নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া **শাস্ত্রের কথা শুনার ন্যায় অহঙ্কার** আর কি হইতে পারে? ঠিক। অহঙ্কার ছাড়িতে গেলে নিজের কথাই গাত কাহন করিতে হয়। তুমি বলিতেছ আমি মন্দ হ'লে তাদের ক্ষতি। তাহা হইলে তাহারা মন্দ হইলে

আমারই ক্ষতি। ক্ষতি করা কাহারও উচিত নহে। অতএব **সকল দিক্ দিয়াই আচার** করিতেই হইবে। **ব্যাখ্যা**—(পং ৫৮।১—৩ ও ৮।

৯। **প্রশ্ন—আচারের মূলমন্ত্র ঘৃণা।** সবাই অস্পৃশ্য। মানুষকে মানুষে এত তফাৎ করা বড় অন্যায়। **উত্তর**—ঈশ্বরের সন্তানকে ঘৃণা করা যদি এতই মন্দ তুমি **হিন্দুদের এত ঘৃণা করিতেছ কেন?** যা তা খাও না, **যাকে তাকে স্ত্রী** কর না, **যাকে তাকে বাবা** কর না—ছি! ছি! **ঘৃণাসুরের** হাত হইতে রক্ষা পাইতে গেলে **একাকার** চাই। **চোর ডাকাত** জালিয়াত খুনে লম্পটের সহিত **গলায় গলায়** কর না, তাদের সঙ্গে ছেলেদের মানুষ কর না—এত ঘৃণা? **ব্যাখ্যা**—(পং ৫৮।১—৩ ও পং ৬১)।

১০। **প্রশ্ন—আচারে দয়ামায়ারসঙ্গে বিরোধ লেগে যায়**—ক্লিষ্ট রুগ্ন ভিখারীকে স্থান দেওয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না—আচারে আটকায়। রোগাছেলে ১০ বার হাগছে তাকে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না আচারে আটকায়। **উত্তর**—উদাহরণগুলি আদৌ ঠিক নহে। যদি দয়ার সঙ্গে বিরোধ হলেই অন্যায় হয় ত **ছেলেপিলেদের খাওয়ান মহা অধর্ম**। যে অর্থ ছেলেপিলেদের খাওয়াতে যায়—তাহাতে গরীব দুঃখীদের দয়া করা যায় না। **আত্মরক্ষা** করা বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য্য। আত্মরক্ষা করিতে গেলে পরের প্রতি দয়া করা যায় না। আচারে চোরের সহবাস করা যায় না, খুনে ডাকাত জালিয়াত লম্পটের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা চলে না অতএব আচার বড়ই ছাই। **ব্যাখ্যা**—বিরোধই জগতের নিয়ম। একটী কায করিতে গেলে অন্য কায করা যায় না। একদিকে তাকাইলে সেই সময় অন্য দিকে তাকান যায় না। একটা টাকা একজনকে দিলে সেই টাকাটী আর অপরকে দেওয়া যায় না। জগতের এই সবই দোষযুক্ত। ইহাই জগতের নিয়ম।

অতএব কোনও বস্তু নির্দোষ নহে বলিলে দোষ হয় না। দোষযুক্তং জগৎসর্ব্বং নির্দ্দোষং ন কদাচন।

১১। **প্রশ্ন—আচার রক্ষায় লাভ কি!** কোন লাভ দেখতে না পেলে ইচ্ছা করে নিজেকে কষ্ট দিব কেন? **উত্তর**—যে লোক কোন লাভ না থাকিলেও ইচ্ছা করিয়া কষ্ট করে যে লোক **লাভা-লাভই বুঝে না তাহাকে বুঝাইয়া লাভ কি?** তোমার এমনই অহঙ্কার যে তাহাকেও বুঝাইতে চাও? আরামই যদি চাও তবে মন যা চায় তাই কর না কেন? (প° ৫৮।১ ৬,১০)

১২। **প্রশ্ন-(১) আচার নিজেকে ঠকাইবার উপায়** – ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদির চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই। অহঙ্কার ত্যাগ দূরে থাকুক **অহঙ্কারের** যথেষ্ট পুষ্টিই হচ্ছে। কেবলই আমি আচার করি, **অন্যের চেয়ে ভাল, আমি পবিত্র এই মিথ্যা ভণ্ডামি।** (২) উঁচু জাত—অহঙ্কারে পুষ্ট। ব্যবহার কিন্তু অতি নীচ। **উত্তর—লেখাপড়া** শিখিলে অন্যের চেয়ে বড় হয়, অতএব লেখাপড়া শিখা **উচিত নহে।** সেইরূপ সৎকুলে জন্ম, রূপ, চরিত্র, বিদ্যাপটুতা সবই অহঙ্কার ডাকিয়া আনে। **অতএব বেজন্মা, কুৎসিত, দুশ্চরিত্র, মূর্খ ও অপদার্থ হইতে হইতে হইবে? ব্যাখ্যা**—আচার ভিন্ন ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য হয় না। আচারের সামান্য কষ্টেই যে পালায় সেই ইন্দ্রিয়ারাম কাপুরুষের মুখেই এইরূপ লম্বা লম্বা অর্থহীন ওজর সাজে। (৭০) (৫৮।১—১০)

১৩। **প্রশ্ন—আচারী লোক অনাচারীর চেয়ে অনেক সময় খারাপ। উত্তর—কথাটী মিথ্যা।** উদাহরণ? সকল বিষয়েই অনাচারী কি আচারী অপেক্ষা ভাল? (প° ৫৮।১—৪)

১৪। **প্রশ্ন**—আধুনিক সময়ে যে ভাবে লোকের **অন্নসংস্থানের**

জন্য কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে আচার রক্ষা করা সুকঠিন। উত্তর—সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ। কোথায় বলিয়াছে আচার করিয়া মরিতে হইবে? (৭৩) (৫৮৭)।

১৫। প্রশ্ন—পঁচিশ রকমের বাঁধন মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে। এ রকম আইন কানুনের বাঁধন নাই বলিয়াই ইংরাজদের এত উন্নতি। উত্তর—মানুষের শরীরটাই বাঁধনের পরাকাষ্ঠা। আসটে পিসটে বাঁধন না থাকিলে মানুষ চলিতে পারত না, হাত নাড়িতে পারিত না, কথা কহিতে পারিত না, দেখিতে পাইত না, শরীর টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইত। একটী গাছের কত বাঁধন। যতগুলি শিকড় ততগুলি বাঁধন—একটী বাক্স করিবে, কেবল বাঁধন—বাড়ী করিবে কেবল বাঁধন, এমন কি খুলিবার দ্বার তাহাতেও বাঁধন। আধুনিক সভ্যজাতির বাঁধনের কথা শুনিলে গরীব হিন্দুর ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়।—ছেলেকে স্কুলে দেওয়া হয় নাই বাপের জরিমানা—বাড়ীতে অসুখ হইয়াছে খবর দেওয়া হয় নাই অমনি জরিমানা—ছেলের বুদ্ধি একটু কম কি কম নহে, অমনি ধরিয়া লইয়া পাগলা গারদে। মেয়ে ধেড়ে না হইয়া বিবাহ অমনি জরিমানা বা জেল। সনাতন প্রথানুসারে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ, সুদীর্ঘ জেল। এমন কি সরকারী রাস্তা দিয়া চলিবে, যখন তখন নিষেধ। রাস্তার ডান দিকে যাইলে জরিমানা। গাড়ী রাখিলে জরিমানা।

১৬। প্রশ্ন (১) যখন ভারতের উন্নতি ছিল তখন আইন কানুনের বাড়াবাড়ি ছিল না—তখন চিকিৎসকেরা মড়াও কাটতেন, সমুদ্রযাত্রাও নিষেধ ছিল না, তখন সূত মুনিদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, ব্রাহ্মণও মাংস খেত, আর যার তার হাতে খেতে আপত্তি ছিল

না। (২) জাতিভেদ সনাতন প্রথা নয়। বৈদিক সময়ে এরূপ কড়া জাতিভেদ ছিল না। (৩) পুরাণেও একই লোকের সন্তানেরা কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় ও কেহ বৈশ্য। **উত্তর—মনে কর এই সব কথা সবই সত্য।** তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রে এই সব নিষিদ্ধ ছিল না সেই শাস্ত্রই এখন নিষেধ করিয়াছে। অতএব· **বুঝিয়া সুঝিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। সেকালের আর একালের তফাত যে বুঝে না তাহার বুঝিতে যাওয়াই পাগলামি। সাপ** চলে গেলে লাঠি মারিলে মরে না কেন? দিনে **সূর্য্য** উঠে রাত্রে উঠে না কেন? (প° ৫৯)

(য) জাতি (প্রশ্ন ১৭-২৪)

১৭। **প্রশ্ন—ভগবান করিলেন ৪ বর্ণ, মানুষ তাকে করেছে ৪০০ জাত।** তাতে শাস্ত্রের অমর্য্যাদাই হয়েছে। **উত্তর—** যখন **চারিবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নাই,** তখন মা, **ভগিনী** ও **কন্যার সহিত বিবাহ** চলে না কেন—তখন **চোখ কাণ হাত পা সব সমান** হয় না কেন? তখন রাজা মন্ত্রী প্রজা ইত্যাদি হয় না কেন? **এত যে ভগবান্‌কে মানিবার ইচ্ছা তাহা সর্ব্বত্র লোপ পায় কেন?** অহঙ্কারে বুঁদ হইয়া ভগবানের শাস্ত্রকে উড়াইয়া দিবার এত চেষ্টা কেন? শাস্ত্র মানিলেই আর কোন গোলই থাকে না। **ব্যাখ্যা—** চারিবর্ণ ভিন্ন জগতে অনেক জিনিষই আছে। সকল কথা বিচার করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।

১৮। **প্রশ্ন—(১) জাতি বিভাগে কেবল কলহ** বিবাদেরই সৃষ্টি হয়। (২) যে দেশে ৫০০ রকমের জাতি কেহ কাহারও সঙ্গে খায় না, সে দেশের উন্নতির আশা অসম্ভব। জগতের কুত্রাপি এমন নাই।

উত্তর—**ভিন্ন হলেই যদি বিরোধ হয় ত পরস্ত্রী** হইতে ভিন্ন হলে বিরোধ হয় কি ? নিজ স্ত্রী হইতে **পরপুরুষ** ভিন্ন বলে বিরোধ হয় কি ? **আমার বাপ তোমার বাপ নয়** বিরোধ হয় কি ? **আমার জিনিষ তোমার জিনিষ নয়,** আমার টাকা তোমার টাকা নয়, আমার সম্পত্তি তোমার সম্পত্তি নয় আমার কায তোমার কায নয়, তোমার হয়ে আমি খাই না **আমার হয়ে তুমি খাও না** এই সব বলিয়া বিরোধ হয় কি ? বিরোধ কিসে হয় ? **মনের মিল** হইলে শত সহস্র ভেদেও কি বিরোধ করিতে পারে ? **মনের মিল না হইলে বাপ ছেলের, স্বামী স্ত্রীর কি বিরোধ হয় না !—উন্নতি কাহাকে বলে ?** পয়সা ? লাম্পট্য ? পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা ? পরের রাজ্য ছুতা করিয়া কাড়া ? লড়াই ? খুনোখুনি ? **ব্যাখ্যা**—ধর্ম্মত্যাগই কলহ বিবাদের একমাত্র কারণ। যদি সকলেই ধর্ম্মপথে চলে তাহা হইলে কলহ বিবাদ হইতেই পারে না। একমাত্র সত্যের আশ্রয় লইলে কলহ বিবাদ উপিয়া যায়। মিথ্যা জুয়াচুরি ভিন্ন কলহ হয় না। যদি শাস্ত্র মানিয়া সকলকেই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ভেদবুদ্ধি কি করিয়া থাকিতে পারে ও কলহ, যুদ্ধ, রাগারাগি দ্বেষাদ্বেষি কি করিয়া হইতে পারে ? যাহারা একাকার করিয়া কলহ বিবাদ উঠাইতে চাহে তাহারা ভণ্ড ও নাস্তিক।

১৭। **প্রশ্ন**—(১) **শাস্ত্র বার বার বলেছেন ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল** হয়।—জন্মগত জাতি অপেক্ষা ব্যবহারগত জাতিরই প্রাধান্য দেখিয়েছেন। (২) চৈতন্য দেবের ধর্ম্মে বৈষ্ণব দীক্ষার জাত থাকে না। চৈতন্যদেব শাস্ত্র মানতেন না বা জানতেন না ইহা ভাবা যায় না। (৩) জাতিতে এত সংমিশ্রণ হইয়াছে যে সমাজে যাহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলে অনেকেই ব্রাহ্মণ নহে। (৪) মেয়েদের লেখাপড়া

শেখায় দোষ, গান বাজনা শেখায় দোষ,—অথচ হিন্দুদের অভ্যুত্থানের সময় এ বড়ই আদরের বস্তু ছিল। **উত্তর**—শাস্ত্র মানিলেই হইল। হিন্দুদের শাস্ত্র মানিতে কখনই আপত্তি হইতে পারে না। **হিন্দু হইলে আর কে শাস্ত্র মানে না?** (প° ৬০)

২০। **প্রশ্ন—যে সব কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয়** তাহা ত শতকরা ৯৯·৯ জন ব্রাহ্মণ করিতেছেন তবু তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে। **উত্তর—নিশ্চয়ই তাহার জন্য নাস্তিকরাই দায়ী।** বরাবর ইহারা **একঘরে** হয়েছে। এখনও হওয়া উচিত।

২১। **প্রশ্ন—বামুনের ছেলে বামুন**—সে চোরই হউক আর ছেঁচড়ই হউক। আর শূদ্রের ছেলে শূদ্র সে যত বড় সাধু ভক্ত **জ্ঞানী**ই হউক। **উত্তর**—আম গাছে আম ও আমড়া গাছে আমড়াই হইয়া থাকে। **আম** টক্ বলিয়া কেহ তাহাকে আমড়া বলে না, আর **আমড়া গুড়ের** মত মিষ্ট বলিয়া কেহ তাহাকে আম বলে না। **যতই** দুর্গুণ হউক না কেন **আম আমই** থাকে আর যতই সদ্‌গুণ হউক না কেন **আমড়া** আমড়াই থাকে। (প° ৬০)

২২। **প্রশ্ন—সবাই মনু থেকে জাত মানব।** মানুষের মত ব্যবহার পাইবার অধিকার সকলেরই আছে। সবারই কতকগুলি হক আছে। **উত্তর**—মনু হইতে জাত বলিয়া মানব মাত্রই যদি এক হয় তবে প্রাণ আছে বলিয়া **মানুষ ও জানোয়ার এক নহে কেন?** মানুষ জানোয়ার ও জড়বস্তু সবই বস্তু। অতএব **মানুষ জড়বস্তু নহে কেন? ভবে কি মানুষকে জানোয়ার ও জড়-বস্তুর মত ব্যবহার করিতে হইবে?** অতএব মানুষ ও জানোয়ার এক নহে কেন? মানুষে জানোয়ারে তফাত কর কেন! °মানুষের

মত ব্যবহার পাবার যদি হক্ থাকে ত জন্তুর মত ব্যবহার পাবার হক নাই কেন? জড়পদার্থের ন্যায় ব্যবহার পাবার হক্ হয় না কেন? ডোম ডোকলা সকলেরই সঙ্গ করিতে চাও বাঘ সাপের সঙ্গ করিতে চাও না কেন? হক্ কে দিল? কবে? কোথায়? কেন? কিরূপে? হক্ যদি থাকে ত বাঘে খায় কেন? সাপে কামড়ায় কেন? কুমীরে খায় কেন? আগুনে পোড়ে কেন? জলে ডুবে কেন? রোগ হয় কেন? ছেলে মরে কেন? খেতে পায় না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাখ্যা—একাকার ও সাম্য দেখ (৪)। শিবজীর গুরু রামদাস স্বামীর কাছে বাঘ পোষা বিড়ালের ন্যায় থাকিত। শিব সাপ গলায় জড়াইয়া রাখিতেন। শিব কালকূট পান করিয়াছিলেন। সামর্থ্য থাকিলে সবই সাজে।

২৩। প্রশ্ন—অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচার! ছোট জাতিদের প্রতি ঘৃণা। উত্তর—ঘৃণা নিশ্চয়ই খারাপ। তবে শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে ঘৃণার চেয়ে অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার ও ছোট জাতির উপর ঘৃণা লক্ষগুণ ভাল। (প° ৫৮)

২৪। প্রশ্ন—ছোট জাতির প্রতি অত্যাচারের ফলে হাজার হাজার হিন্দু খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে—হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হচ্ছে। উত্তর—হাত পাও কাটিয়া ফেলিতে হয়। ছেলেও ত্যাগ করিতে হয়। যেন তেন প্রকারেণ যদি দলপুষ্টিই চাই তবে আর ধর্ম্মের কথায় কায কি? খুনোখুনি জুয়াচুরি বাটপাড়ির রাস্তাই ভাল। ব্যাখ্যা—যাহাদের ধর্ম্মের উপর এতটুকু টান নাই যাহারা কথায় কথায় ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে তাহাদের লইয়া দলপুষ্ট করিতে গেলে ধর্ম্মনাশই হইবে কল্যাণ হইবে না। (প° ৬৫।৪)

(ব) নারীসঙ্গ (প্রশ্ন ২৫-৩০)

২৫। **প্রশ্ন—মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়িতে না দিয়া জন্তু করে রাখা মহাপাপ। উত্তর—যাহারা জন্তুর পেটে জন্মে তাহারাই এই কথা বলিতে পারে।** স্কুল কলেজে যাইয়া কতকগুলি ছাই ভস্ম শিখিলে মানুষ হয়! **আরও কত কি শিখে তাহা সকলেই জানে। বেথুন কলেজ** উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে, **কেন** না উহা মেয়েদের কলেজ। আর যে কলেজে **ছেলেমেয়ে এক-সঙ্গে** পড়ান হয় সেই কলেজে যাইবার জন্য মেয়েরা ছট্‌ফট্‌ করে। কলেজে শিখা মেয়ে কি রকম মানুষ হয় **ইহা হইতেও যদি না বুঝা** যায় **তবে আর বুঝিবার উপায় নাই।** (প° ৬২)

২৬। **প্রশ্ন**—(১) **স্ত্রীলোককে বেরুতে না দেওয়া** হাওয়া খেতে না দেওয়া বড়ই অন্যায়। (২) স্ত্রীলোককে বন্ধ করে রাখলে জাতের উন্নতি কি করিয়া হইবে? অর্দ্ধাঙ্গ বিকল হইলে সে দেহ দ্বারা কিছুই হয় না। (৩) বিলাতে স্ত্রীলোকেরা কত উন্নত। **উত্তর**—(১) গায়ে **জলীয় হাওয়া** লাগতে দেয় না, দুপুর **রৌদ্রে দৌড়া-দৌড়ি** করতে দেয় না, **যা তা খেতে** দেয় না, উত্তম জিনিষও **ভরা পেটে খেতে** দেয় না, **গাড়ী চাপা** পড়তে দেয় না, **ছাদ থেকে পড়তে** দেয় না—উঃ কি জুলুম?—(২) গুহ্যদ্বার না দেখাইয়া বেড়াইলে কি উন্নতি হয়? **অর্দ্ধাঙ্গ গোপন** ছি! ছি!—(৩) বিদেশীয় স্ত্রীলোক কত উন্নত—ইহার অর্থ কি? শরীর উঁচু? **উন্নতি কাহাকে বলে?** কোন্ দিক উঁচু কোন্ দিক নীচু? মানুষের **জীবনের উদ্দেশ্য কি?** মানুষ **মরি লে কি হয়?** কথা কহিতে গেলে কি কোনই কথা **বুঝি-বার দরকার হয় না? বিদেশীয় স্ত্রীলোকদের কথা** হিন্দুসমাজ

অনেক সময়ে **কাণে আঙ্গুল দিয়াও শুনিতে পারে না।** **ব্যাখ্যা**—(প° ৬২)। ভেদবুদ্ধিতে ভরপুর না হইলে এত সাম্যের ভাণ আসে না।

২৭। **প্রশ্ন—মেয়েরা শীতে জুতা পরতে পারে না**—রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিতে পারে না—কি অত্যাচার! **উত্তর—পুরুষেরা খাটিয়া খাটিয়া মরে** দুর্ব্বাক্য সহ্য করে বোঝা বহে কি অত্যাচার! **পা, হাঁটিয়া** হাঁটিয়া মরে, অগ্ন অঙ্গ কিছুই করে না, কি অত্যাচার! **হাত হাতের কায** করিয়া মরে কোনও অঙ্গই সাহায্য করে না কি অত্যাচার! **পেট** কিছুই করে না কেবল হজম করে। কি অত্যাচার! শীতকালে **গায়ে জামাজোড়া** দাও, **মুখে দাও না**, কি অত্যাচার! নিজের দেহেই এত ভেদবুদ্ধি? গায়ে কামিজ কোট দাও, পায়ে কেবল মোজা, মাথায় আবার মোজাও দাও না? মেয়েরা বাড়ীর বাহিরই হয় না, জুতা পরিবে কখন?

২৮। **প্রশ্ন—পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ ছিল না**—ইতিহাসে পুরাণে বয়স্কা কন্যারই বিবাহ দেখিতে পাই। **উত্তর**—সেকাল আর একাল এই তফাত।

২৯। **প্রশ্ন**—বিধবার বেলায় নির্জলা একাদশী, কিন্তু বিপত্নীকের আবার বিয়ে। **উত্তর**—নির্জলা একাদশী **না করিলেই পারে।** লাম্পট্যই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। **পেটের অসুখে ধারক ও বাহ্যে না হইলে সারক, বড়ই অন্যায়।** (প° ৬১)

৩০। **প্রশ্ন—সতীদাহ, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু বিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথা** ইংরাজের আইনের অনুগ্রহে দূর হইয়াছে। **উত্তর**—সতীদাহ অবশ্যই কুপ্রথা। আইন ও আইন অমান্যকারীদের অনুগ্রহে

সতীত্বও দূর হইতে:বসিয়াছে। তখন স্ত্রীলোক আর বাহির করিতে হইবে না আপনিই বাহির হইবে। শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারা মূর্খেরই সাজে।

(র) শাস্ত্র (৩১—৪২)

৩১। **প্রশ্ন—শাস্ত্র বিজ্ঞানের সহিত মেলে না—অতএব শাস্ত্র ভুল ও ত্যজ্য। উত্তর—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান** অনেক সময় **মিলে না** একথা ঠিক। **কাযেই শাস্ত্র ভুল** বিজ্ঞান ভুল নহে। রাম কি শ্যাম এই কার্য্য করিয়াছে। অতএব রাম করিয়াছে শ্যাম করে নাই। আহা কি সুন্দর যুক্তি! **এত গুণ না থাকিলে আর অলীক হিন্দু হইতে পারে?** কিন্তু বিজ্ঞান যে নিজেই বলিতেছে বিজ্ঞান ভুল। তা হলে কি হয়? **নাস্তিক অলীকহিন্দু কি বলিতে পারে বিজ্ঞান ভুল!** রাম রাম, ও কথা মুখেও আনিতে নাই। কাযেই নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল শাস্ত্রই ভুল ও অগ্রাহ্য। এখানেও মুস্কিল। **বিজ্ঞান আপন ভুল স্বীকার করিয়া শাস্ত্রের কথাই মানিতেছে।** তা হউক্। **শাস্ত্র ঠিক বলিয়া কি করিয়া মানা যায়? তাহা হইলে অলীক হিন্দুর নাম যে বৃথা হইল?**

৩২। **প্রশ্ন—শাস্ত্রে যত গাঁজাখোরী কথা**—ক্ষীর সাগর, স্বর্ণমেরু, বাসুকীর মাথায় পৃথিবী, গ্রহণের সময় রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে, ইত্যাদি। **উত্তর—গাঁজাখোরী কি দিয়া জানিলে? যে বুদ্ধি দিয়া ঠিক করিয়াছিলে জল** H_2O, ভিন্ন কিছুই নহে, **পদার্থ** ভিন্ন ভিন্ন, **পুষ্পক রথ** গেঁজেলী, **পৃথিবী** লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিতেই পারে না, **বস্তুর গুণ** দেশকালাদির উপর নির্ভর করিতেই পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি **সেই বুদ্ধি দিয়া?**—মনে কর এই গুলি অসম্ভব

ঐগুলি বাদ দিয়া যে লক্ষ লক্ষ সত্য আছে সেগুলি লও না কেন? **আমের খোসা ও আঁটি থাকে বলিয়া আম ফেলিয়া দাও না কেন? সত্যেই আপত্তি?** (প° ৮২)

৩৩। **প্রশ্ন—শাস্ত্রে অনেক মিথ্যা কথা আছে—তখনও মানুষ ভাল সভ্য হয় নাই। উত্তর—তোমার বাপ দাদা যে অসভ্য** তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অসভ্য কালে অসভ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজে অসভ্যতার পরিচয় দিতেছ। দাও। তাই বলিয়া কি **সকলেই তোমার ন্যায় অসভ্য** হইবে? **যে হিন্দু শাস্ত্রের নিকট বিজ্ঞান লাঞ্ছিত পদানত সেই হিন্দু শাস্ত্রকে অসভ্য বলিবার হক্ অসভ্যেরই থাকে।** (প° ৮২)

৩৪। **প্রশ্ন—শাস্ত্র বলে সব পুরাণই ব্যাসদেবের লেখা।** ভাগবতের অপূর্ব্ব লেখা আর অন্য পুরাণের অসম্বন্ধ লেখা দুইই এক-জনের লেখা হয় কি করিয়া? **উত্তর—অদ্বিতীয় পণ্ডিতও ছেলের সহিত অতি সোজা ভাষায় বলে** অতএব সে তখন পণ্ডিতই নহে। **ধন্য নাস্তিক বুদ্ধি!** তা না হলে **স্থূল বুঝিতে দাঁত কপাটি** আর **সূক্ষ্ম হইলেই লাফালাফি।** ব্যাখ্যা—যাহাদের সত্যের আঁট নাই তাহারাই এরূপ যা তা বকে। বিচার কাহাকে বলে সে কথার এ সব লোক ধারই ধারে না। তাহাদের অপূর্ব্ব বিচারের ধারা এইরূপ। লোকটা মাথায় বড়, অতএব বুদ্ধিতে বড় ও সাধুপুরুষ! লোকটা বেঁটে অতএব বুদ্ধিহীন ও দুষ্ট! একই মানুষ দাঁড়াইলে একজন, বসিলে একজন ও শুইলে আর একজন হয়! একই মানুষ বাঙ্গালা বলিলে বাঙ্গালী, ইংরাজী বলিলে সাহেব ও উর্দ্দু বলিলে মুসলমান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩৫। **প্রশ্ন—একইবিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন রকমে**

রহিয়াছে—কাযেই তাহারা একজনের লেখা নহে। "বস্তুতঃ ব্যাস একজন কাহারও নাম নহে। উহা উপাধি মাত্র" (রবীন্দ্রনাথ)। **উত্তর—এর ওর তার মতই যার প্রমাণ,** সেও শাস্ত্র বিষয়ে প্রমাণ চায়—**ধন্য অলীক হিন্দু।** ব্যাখ্যা—দেশ কাল পাত্র ভেদে অবস্থাভেদ ইহাও যে জানে না সেও বিচারের কথা মুখে আনে—ধন্য অহঙ্কার! (৩৪ প্রশ্নের উত্তর দেখ)

৩৬। **প্রশ্ন—সংস্কৃত ভুল, ব্যাকরণ ভুল ইত্যাদি ঝুড়ি ঝুড়ি রয়েছে।** তাতে মনে হয় আসল গ্রন্থগুলির বহু স্থান আমাদের কাছে পৌঁছায় নাই। বাজে লোকের লেখা বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আছে। শাস্ত্র বলিয়া তাহা মানা মূর্খতা। **উত্তর—পুরাণ বাড়ীতে,** এখানে পলস্তারা ভাঙ্গা, ওখানে মেজে উঠা থাকে। তাই বলিয়া কি কেহ বাড়ী ত্যাগ করে?—**প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, তাই বলিয়া ক্ষিপ্ত লোকই তাহার বিচারক হইবে?**

৩৭। **প্রশ্ন—অনেক কথা শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত** আছে তাহা বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা **শ্লোক সংখ্যা মিলে না** ইত্যাদি। **উত্তর**—অপূর্ব্ব প্রমাণ ৫০০০ **শ্লোকের জায়গায় ৪৯০০ হইলে ১০০ শ্লোক বাড়িয়াছে বুঝায়!**

৩৮। **প্রশ্ন—বেদে যে পুরাণের উল্লেখ আছে তাহা প্রচলিত পুরাণ সকল নহে।** বেদের ভাষা ও পুরাণের ভাষাই তাহার প্রমাণ। **উত্তর**—যথা? **তোমার নিজের ভাষা কিসের প্রমাণ।**

৩৯। **প্রশ্ন—শাস্ত্র কবেকার লেখা—এখন চলে না। উত্তর—নিশ্চয়ই। যাহা চিরকাল সত্য তাহা কি করিয়া চলিতে পারে?** রোজ রোজ যদি বদলই না হইল তবে আর সত্য

হইল কি করিয়া, আজ এক রকম কাল এক রকম পরশু আর এক রকম তবেই না সত্য ? আচ্ছা **বাপছেলে সম্বন্ধ যে এই সংসারে বদল হয় না, তবে কি বাপ ছেলে সম্বন্ধ মিথ্যা ?**

একটা নূতন কিছু কররে ভাই নূতন কিছু কর।
ভাবা চিন্তা নাইক কিছু বাঁচ আর মর॥
নূতনই সত্য নূতনই ভাল। পুরাণই মিথ্যা পুরাণই কাল॥
ধর নূতন ছাড় পুরান। তবে জীবন সার্থক জান॥
ডাকিয়া সবে নাস্তিক কয়। শাস্ত্রের জুলুম আর না সয়॥

৪০। **প্রশ্ন—শাস্ত্র সময় অনুসারে বদলায়—এখন বদলান দরকার।** নূতন কথা আবিষ্কার হইতেছে। **উত্তর—তাই বলিয়া কি যে সে শাস্ত্রসংস্কার করিবে ?** সকল বিষয়েই যোগ্যতা চাই কেবল শাস্ত্র সংস্কারের বেলাই যোগ্যতার দরকার নাই ? **শাস্ত্র বদলায় বলিয়াই কি কবেকার লেখা এখন চলে না ? কোন্ কোন্ আবিষ্কারের** জন্য শাস্ত্র বদলান দরকার ? কিরূপ বদলান দরকার ও কেন ?

৪১। **প্রশ্ন—শাস্ত্র বদলায় কাযেই তা ধরে চল্‌বে কেমন করে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দরকার। উত্তর**—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কি ? পরিবর্ত্তন ? **পরিবর্ত্তন দরকার বলিয়াই পরিবর্ত্তন থাকিলে ত্যজ্য। ব্যাখ্যা**—শাস্ত্র বদলায় না অতএব অগ্রাহ্য (প্র° ৩৯)। শাস্ত্র বদলায় অতএব তা ধরে চলা যায় না (প্র° ৪২)। অর্থাৎ বদলাইলেও অপরাধ—বদলাইলে কেন ? ন' বদলাইলেও অপরাধ —বদলাইলে না কেন ? ধন্য নাস্তিক ! ধন্য তোমার প্রতিভা ! ধন্য তোমার শাস্ত্রবিদ্বেষ ! অতএব তোমারই যে শাস্ত্রসংস্কারের যোগ্যতা

আছে তাহাও কি আর কাহাকেও বলিতে হইবে ? **শাস্ত্রে অন্ধ বিদ্বেষ না থাকিলে এত সংস্কারের চেষ্টা হয় না।**

৪২। **প্রশ্ন—শাস্ত্রের অর্থ নানা স্থানে নানা প্রকার।** বাঙ্গালা ও U. P. তে একাদশী। এঁটো। বিবাহ—মাদ্রাজে মাতুল কন্যা বিবাহ, দিনে বিবাহ ইত্যাদি। **উত্তর**—তাহাতে আসল কথায় কিছু যায় আসে না কেবল বাঁদরামির পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। আচার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আচার ত্যাগ করিতে হইবে! **আম নানা প্রকার বলিয়া আম খাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে! সকলের বাবা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বাবা ত্যাগ করিতে হইবে!**

(ল) হিন্দুধর্ম্ম (৪৩—৪৭)।

৪৩। **প্রশ্ন—হিন্দুধর্ম্মের মস্ত মস্ত কথা**—কথার সঙ্গে লোকে-দের আচরণের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। **উত্তর—শাস্ত্রে অন্ধ বিদ্বেষকারীদের ছোট্ট ছোট্ট কথা ও কাযে কথায় ঠিক এক**—কেমন? **গণিত শাস্ত্রের মস্ত মস্ত কথা,** সাধারণের মাথায় সে সব ঢুকেই না। অতএব গণিতশাস্ত্র উঠাইয়া দেওয়া উচিত। **এই মস্ত মস্ত কথার জন্য এখনও হিন্দুরা সকলের চেয়ে খুন করিতে নারাজ।** সভ্য জার্ম্মানির লড়াইয়ে লোক খুন করিবার চেষ্টার আর বিরাম নাই। তাহাতেও মন উঠে না, এখন যাহাতে **আপোসে** খুনোখুনি করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে (Duel)। **নাস্তিক! কখনও কি আরসিতে মুখ দেখ নাই,** যে কাযে কথায় অমিল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলে? **ধন্য তোমার আত্মবঞ্চনা!**

৪৪। **প্রশ্ন—পরকাল অদৃষ্ট ব'লে ব'লে হিন্দুরা জড়ভরত**

হইয়া গিয়াছে। ইহকালের চেষ্টাই নাই ভাল হয় কি করিয়া? **উত্তর**—**লক্ষ লক্ষ বৎসর পরকাল মানিয়া এতকাল পরে** কেবল আজই **জড়ভরত** হইয়া গিয়াছে! **পরকাল না মানিয়াই ত এই বুদ্ধি।** চেষ্টার মধ্যে ত কেবল বাঁদরামি এক কলম লিখিতে হইলে হাতে পায়ে বুকে খিল ধরে একটী পয়সা রোজগার করিতে হইলেই পায়ে ধরা, জুতা চাটা। **শাস্ত্র ছাড়িয়া এখন কত উন্নতি** হইয়াছে—**বোমা মারা, লুকাইয়া গুলি করা, মাগি মিন্‌সে ডাকাতি করা ইত্যাদি।** **ব্যাখ্যা**—শাস্ত্র মানিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর হিন্দুরা জগতের শ্রেষ্ঠ। আজ শাস্ত্র না মানিয়াই এই অধঃপতন হইয়াছে। আবার শাস্ত্র মানিতে ও পালন করিতে আরম্ভ করিলেই ভারতের সকল দুঃখই ঘুচিয়া যায়। নাস্তিকতার জন্যই ভগবান্ বিরূপ হইয়াছেন ও ভারতের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। নাস্তিকতা ত্যাগ করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন ও ভারতের দুঃখ কষ্ট হীনতা সবই দূর হইবে।

৪৫। **প্রশ্ন—বুদ্ধদেবের অহিংসা আর বৈষ্ণবের "অক্রোধ" এতেই হিন্দুদের এত অবনতি।** **উত্তর**—এত প্রখর বুদ্ধি না হলে আর সর্ব্বত্রই পলায়নপরায়ণ হওয়া যায়। **সেই জন্যই বুঝি nonviolence (অহিংসা) এর জন্য পাগল?** **ব্যাখ্যা**—অহিংসা ও অক্রোধে অবনতি আর হিংসা ও ক্রোধে উন্নতি! অর্থাৎ পশুর পশু হইতে পারিলে উন্নতি ও মানুষের ন্যায় মানুষ হইলেই অবনতি। বলিতে লজ্জাও নাই সরমও নাই এমনই উন্নতি!

৪৬। **প্রশ্ন**—(১) **মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মে** মানবদের **একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া** কায করিতে শিখায়। (২) হিন্দুধর্ম্ম তাহা নষ্ট করে। হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানধর্ম্ম

জাতীয় ধর্ম্ম। (৩) তাই হিন্দু ধর্ম্মে **সকলের এক উপাসনা নাই।**
উত্তর—(১) Communal award, Wars, Conference, Unemployment etc. etc. খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের **একতার অকাট্য প্রমাণ** দিতেছে। (২) জীব ভগবানের **মূর্ত্তি** এই কথা শিখাইয়া হিন্দুধর্ম্ম মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করে! **ভেদবুদ্ধি ত্যাগ** না করিলে মানুষের কল্যাণ হয় না **এই কথা শিক্ষা দিয়াই ত হিন্দুধর্ম বিরোধ করিতে শিখায়!** ধন্য নাস্তিক! **ধন্য তোমার মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা ও মিথ্যা বলিবার শক্তি!** (৩) সকলের এক উপাসনা চাই। **সকলের এক বাবা চাই না কেন?**

৪৭। **প্রশ্ন—হিন্দুধর্মের কুসংস্কারে দেশটা গেল**—হাঁচি **টিকৃটিকী**, দিন দেখা ইত্যাদি। **উত্তর**—বাঁদরামির চরম। দেশ কি করিয়া যায়? সত্য ব'লে? যাহারা হাড় মিথ্যুক মিথ্যাতেই যাহাদের নাড়ী কাটা তাহারাই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিতে ভাবিয়াও দেখে না। **যাহারা বিজ্ঞানের কেলেঙ্কারীকে উন্নতি বলিতে পারে তাহাদের মুখেই এই রকম বাঁদরামি শোভা পায়।** (প° ৭৯ ও ৭৮)। **ব্যাখ্যা**—এক উচ্চ সাহেব কর্ম্মচারি মফঃস্বলে যাইবার দিন স্থির করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গের কেরাণী বলিল "সাহেব, ঐ দিনে যাইবেন না। ঐ দিন মঘা।" সাহেব অহঙ্কারে বুঁদ হইয়া বলিলেন। **"Damn your Magha"** (রেখে দাও তোমার মঘা)। পরে সেই দিন মফঃস্বলে যাইয়া ইরাবতী নদীতে ডুবিয়া এক মাইল জল খাইতে খাইতে ভাসিয়া যাইয়া কোনও রকমে সেদিন সাহেবের প্রাণরক্ষা হইল। এইবার সাহেবের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। আর মঘায় মফঃস্বলে যাইতেন না। মফঃস্বলে যাইবার দিন ঠিক করিবার পূর্ব্বেই কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেন "শালা মঘা কোথায়?"

হায়! অহঙ্কারের এই বিষম পরিণাম কলির জীব দেখিয়াও দেখে না। তাই না সংসারে এত হিংসা এত দ্বেষ, এত কলহ, এত অশান্তি, এত দুঃখ, এত কষ্ট। সত্যকে তাড়াইয়া মিথ্যার আশ্রয় না করিলে পৃথিবী বৈকুণ্ঠ হইবে।

সত্যংপরং ব্রহ্ম বিজ্ঞানরূপং সত্যং হি সৃষ্টি-স্থিতি-লীন-কর্ত্তৃ।
সত্যং হি সাম্যং কিল বস্তুধর্ম্মঃ সত্যং শরণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥১৬৮॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ তৎসৎ ॥